শিল্পবার্তা

বর্ষ: ১১ | সংখ্যা: ১৯ | জ্যৈষ্ঠ: ১৪২৯ | মে: ২০২২

'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার' প্রবর্তন

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর শিল্প পরিকল্পনা ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশে শিল্পায়নের যে স্বপ্নযাত্রা শুরু হয়েছিল সেই স্বপ্নের সোনালি পথ ধরে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এঁর দৃঢ় নেতৃত্ব ও দিক-নির্দেশনায় দেশে বহুমুখী শিল্পায়নের ধারা জোরদার এবং বেসরকারি খাতে দক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার প্রবর্তন করা হলো। এ পুরস্কার প্রদানের লক্ষ্য হচ্ছে শিল্প উন্নয়নে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর অবদানকে স্মরণ করা। শিল্পমন্ত্রী আরও বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রাজ্ঞ নেতৃত্ব বাঙালি জাতিকে অন্ধকারের অমানিশায় আলোর পথ দেখিয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারির ফলে বৈশ্বিক শিল্পায়ন ও অর্থনীতি যেখানে মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত, সেখানে প্রধানমন্ত্রীর সফল নেতৃত্বে বাংলাদেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বিশ্ব নেতৃত্বের কাছে এটি একটি মিরাকল হলেও বাংলাদেশের জন্য এটি প্রতিষ্ঠিত বাস্তবতা। কোনো জাদুকাঠির স্পর্শে নয়, বরং এ দেশের মাটি ও মানুষকে নিয়ে দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এই দুঃসময়ে আমাদের অর্থনীতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছে। আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর জিডিপি এবং বৈশ্বিক গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধির চেয়ে বেশি। গত ২৮ অক্টোবর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২০' প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী এসব কথা বলেন। শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি এবং এফবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট মোঃ জসিম উদ্দিন। মুজিববর্ষে জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিদর্শনস্বরূপ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২০ প্রদানের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে বাংলাদেশকে শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত ও আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করছেন। বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে নিয়ে যেতে হলে নিজস্ব মেধা, সৃজনশীলতা ও উৎপাদনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে শিল্পোদ্যোক্তাদের বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। সভাপতির বক্তব্যে শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা বলেন, বেসরকারিখাতে শিল্প স্থাপন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বিনিয়োগ উৎসাহিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে এ পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়েছে। শিল্প ক্ষেত্রে অবদান সাপেক্ষে প্রতিবছর (১) বৃহৎ শিল্প (২) মাঝারি শিল্প (৩) ক্ষুদ্র শিল্প (৪) মাইক্রো শিল্প (৫) হাইটেক শিল্প (৬) হস্ত ও কারু শিল্প এবং (৭) কুটির শিল্পের সঙ্গে জড়িত নির্বাচিত শিল্প

উদ্যোক্তা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার প্রদান করা হবে। বিদ্যমান জাতীয় শিল্পনীতিতে বর্ণিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী মোট সাত ক্যাটাগরির শিল্পের প্রতিটিতে তিন জন করে মোট ২১ জন শিল্প উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠানকে প্রতিবছর (০১ জুলাই-৩০ জুন সময়ের জন্য) এ পুরস্কার প্রদান করা হবে। এ বছর দুইটি ক্যাটাগরিতে যৌথভাবে দু'টি করে প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত হওয়ায় মোট ২৩টি প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার দেওয়া হয়। এগুলো হচ্ছে- বৃহৎ শিল্প ক্যাটাগরিতে ০৪টি, মাঝারি শিল্প ক্যাটাগরিতে ০৪টি, ক্ষুদ্র শিল্প ক্যাটাগরিতে ০৩টি, মাইক্রো শিল্প ক্যাটাগরিতে ০৩টি, হাইটেক শিল্প ক্যাটাগরিতে ০৩টি, হস্ত ও কারু শিল্প ক্যাটাগরিতে ০৩টি এবং কুটির শিল্প ক্যাটাগরিতে ০৩টি। ১ম পুরস্কার হিসেবে প্রত্যেককে ৩ লাখ টাকা ও ২৫ গ্রাম স্বর্ণখচিত ক্রেস্ট, ২য় পুরস্কার হিসেবে প্রত্যেককে ২ লাখ টাকা ও ২০ গ্রাম স্বর্ণখচিত ক্রেস্ট এবং ৩য় পুরস্কার হিসেবে প্রত্যেককে ১ লাখ টাকা ও ১৫ গ্রাম স্বর্ণখচিত ক্রেস্ট দেওয়া হয়। স্বর্ণের ক্রেস্টগুলো ১৮ ক্যারেট মানের স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত। এছাড়া পুরস্কারপ্রাপ্ত সকলকেই সম্মাননাপত্র প্রদান করা হয়।

রাষ্ট্রপতি শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার পেল ১৯ প্রতিষ্ঠান

দেশে বেসরকারিখাতে শিল্প স্থাপন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ৬ ক্যাটাগরিতে ১৯টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে পঞ্চমবারের মতো রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০১৯ প্রদান করা হয়। গত ৪ নভেম্বর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। ছয় ক্যাটাগরির মধ্যে বৃহৎ শিল্পে ৪টি, মাঝারি শিল্পে ৪টি, ক্ষুদ্র শিল্পে ৩টি, মাইক্রো শিল্পে ৩টি, কুটির শিল্পে ২টি এবং হাইটেক শিল্পে ৩টি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। ১টি করে ক্রেস্ট এবং সম্মাননাপত্র দিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি অংশ নেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ। রাষ্ট্রপতির পক্ষে বিশেষ অতিথি হিসেবে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বিজয়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্ণধার ও প্রতিনিধিদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। এসময় বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন ও শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার। অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জাকিয়া সুলতানা। শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী ৬ ক্যাটাগরির শিল্পের জন্য ৩টি করে মোট ১৮টি শিল্প প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোক্তাকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। এ বছর ২টি ক্যাটাগরির ২টি পজিশনে যৌথভাবে দু'টি করে প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত হওয়ায় এবং ১টি ক্যাটাগরিতে মাত্র ২টি প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত হওয়ায় এ বছর মোট ১৯টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার-২০১৯' দেওয়া হয়। পুরস্কার প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলো হলো- বৃহৎ শিল্প ক্যাটাগরিতে যৌথভাবে ১ম হয়েছে বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ কোম্পানি লিমিটেড, ২য় হয়েছে মীর সিরামিক লিমিটেড এবং ৩য় হয়েছে জাবের অ্যান্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিমিটেড। মাঝারি শিল্প ক্যাটাগরিতে ১ম হয়েছে বেঙ্গল পলিমার ওয়্যারস্ লিমিটেড, ২য় হয়েছে নোমান টেরি টাওয়েল মিলস্ লিমিটেড, ৩য় হয়েছে যৌথভাবে অকো-টেক্স লিমিটেড এবং ক্রীমসন রোসেলা সি ফুড লিমিটেড। ক্ষুদ্র শিল্প ক্যাটাগরিতে ১ম হয়েছে প্রমি অ্যাগ্রো ফুডস্ লিমিটেড, ২য় হয়েছে মাধবদী ডাইং ফিনিশিং মিলস্ লিমিটেড এবং ৩য় হয়েছে এপিএস হোল্ডিং লিমিটেড। মাইক্রো শিল্প ক্যাটাগরিতে ১ম হয়েছে মাসকো ডেইরি এন্টারপ্রাইজ, ২য় হয়েছে খান বেকেলাইট প্রোডাক্টস এবং ৩য় হয়েছে র‍্যাভেন অ্যাগ্রো কেমিক্যালস্ লিমিটেড। কুটির শিল্প ক্যাটাগরিতে ১ম হয়েছে কোর-দি জুট ওয়ার্কস এবং ২য় হয়েছে সামসুন্নাহার টেক্সটাইল মিলস্। হাইটেক শিল্প ক্যাটাগরিতে ১ম হয়েছে ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ২য় হয়েছে ইনফরমেশন টেকনোলজি কনসালট্যান্টস লিমিটেড এবং ৩য় হয়েছে সামিট কমিউনিকেশনস্ লিমিটেড। বেসরকারি খাতকে প্রণোদনা এবং সৃজনশীলতাকে উৎসাহ দিতে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ লক্ষ্যে ২০১৩ সালে 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী ২০১৩' প্রণয়ন করা হয়। এর ভিত্তিতে ২০১৫ সালে প্রথমবারের মতো শ্রেষ্ঠ ১২টি শিল্প উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল।

চাকরির পেছনে না ছুটে উদ্যোক্তা হতে তরুণদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান

এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৫-১২ ডিসেম্বর ২০২১ আয়োজন করা হয় ৯ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা। ৫ ডিসেম্বর ২০২১ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের 'হল অব ফেম'-এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি (ভার্চুয়ালি) ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি। মাননীয় শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মাননীয় শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি, শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা এবং এফবিসিসিআই সভাপতি মো. জসিম উদ্দিন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মো. মাসুদুর রহমান। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, শুধু চাকরির পেছনে না ছুটে নিজেরা উদ্যোক্তা হবেন, অন্যদের চাকরি দেবেন। তিনি আরও বলেন, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে সব কর্মসূচি প্রণয়ন করা হচ্ছে। এ জন্য ক্ষুদ্র, মাঝারি, বৃহৎ সব ধরনের শিল্পের প্রসার ঘটাতে হবে। দেশজুড়ে আছে ৭৮ লাখের বেশি এসএমই প্রতিষ্ঠান। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে একজন লোকের কাজের ব্যবস্থা হলে ৭৮ লাখ বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতে পারে। এসএমই ক্লাস্টার উন্নয়ন ও অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধির জন্য আমরা সব ধরনের সহায়তা দিয়ে যাবো। তবে যত্রতত্র শিল্প গড়া যাবে না। তিনি আরও বলেন, এসএমই নীতিমালা ২০১৯, শিল্পনীতি ২০১৬, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, এসডিজি ২০৩০ ও রূপকল্প ২০৪১ সহ সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে এসএমই ফাউন্ডেশন বিরাট অবদান রাখছে। এসএমই খাতের উদ্যোক্তাদের জন্য চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ, লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার, সহজ শর্তে ঋণ প্রদান, উৎপাদিত পণ্যের প্রচার, প্রসার ও বাজারজাতকরণসহ নানামুখী কার্যক্রম দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করছে এসএমই ফাউন্ডেশন। বিশেষ করে নারী-উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকারসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে এসএমই ফাউন্ডেশন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তবে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে পৃথিবীর কোন দেশের কী চাহিদা আছে, সে অনুযায়ী আমাদের দেশে কোন ধরনের কাঁচামাল পাওয়া যায়, সে অনুযায়ী শিল্প গড়ে তুলতে উদ্যোক্তাদের পরামর্শ দেন তিনি। এর ফলে দেশের বাজার সম্প্রসারণ হবে, বিদেশেও রপ্তানি করা যাবে মর্মে উল্লেখ করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, শুধু পণ্য উৎপাদন নয়, তা যেন আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হয়, সেদিকেও বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। এ বিষয়ে অনেক বেশি প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০০৯ সাল থেকে এসএমই ফাউন্ডেশনের ক্রেডিট হোলসেলিং কর্মসূচির আওতায় ঋণ আদায়ের হার প্রায় শতভাগ, এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। তাই ক্রেডিট হোলসেলিং কর্মসূচির আওতায় এসএমই ফাউন্ডেশন যেন আরো বেশি ঋণ দিতে পারে, আমরা সেই সুযোগ করে দিতে চাই। করোনাভাইরাসের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের জন্য সরকার প্রথম দফায় ২০ হাজার কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় দফায় আরো ১৫০০ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে। এতে সরকার ৫% ভর্তুকি প্রদান করায় গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার মাত্র ৪%। এসএমই ফাউন্ডেশনকেও ৩০০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরও বলেন, এসএমই ফাউন্ডেশন অর্থনৈতিক অঞ্চলে এক খণ্ড জমি নিয়ে উদ্যোক্তাদের শিল্প-কারখানা করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে পারে। তিনি আরো বলেন, জয়িতা ফাউন্ডেশনের জন্য আমরা একটা জায়গা দিয়েছি। সেখানে একটা ভবন তৈরি করে দিচ্ছি। এসএমই ফাউন্ডেশনও এই ধরনের একটা ব্যবস্থা করতে পারে, যেন ঢাকা এবং বিভিন্ন বিভাগীয়

শহরে উদ্যোক্তাদের পণ্য ডিসপ্লে সেন্টার করে দেওয়া যায়। শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি বলেন, কোভিড-১৯ সময়েও এসএমই ফাউন্ডেশন দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের সহায়তায় নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। তাই এই খাতের উন্নয়নে এসএমই ফাউন্ডেশনের আরও সাপোর্ট দরকার সরকারের পক্ষ থেকে। শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি বলেন, নারী-উদ্যোক্তা এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে এসএমই ফাউন্ডেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। করোনাভাইরাসের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণ বিতরণে সবচেয়ে সফল প্রতিষ্ঠান এসএমই ফাউন্ডেশন। তাই এসএমই ফাউন্ডেশনকে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা প্রয়োজন। শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা বলেন, শিল্পের দ্রুত বিকাশ ও উন্নয়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করা, পণ্যের প্রসারের মাধ্যমে দক্ষ ফরওয়ার্ড ও ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ প্রতিষ্ঠায় এসএমই ফাউন্ডেশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তবে এসএমই ফাউন্ডেশনকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে এনডাওমেন্ট ফান্ড, ক্রেডিট ফান্ডের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি করার পাশাপাশি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে আয়কর অব্যাহতি প্রাপ্তি এখন সময়ের দাবি। এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মো. মাসুদুর রহমান বলেন, বর্তমান সরকার এসএমই খাতের উন্নয়নে আন্তরিক এবং বদ্ধপরিকর, যা এরইমধ্যে বিভিন্ন নীতিমালা, পরিকল্পনা ও কর্মসূচিতে প্রতিফলিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সেক্টরভিত্তির পরিকল্পনা ও প্রণোদনা প্যাকেজের ফলে কোভিড-১৯ মহামারীর ক্ষতি অনেক কম হয়েছে বাংলাদেশে। তবে দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারা এখনও নিজেদের ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণ এবং অন্যান্য সহায়তা প্রয়োজন। সিএমএসএমই খাতের উদ্যোক্তাদের জন্য এসএমই ফাউন্ডেশনের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৩০০ কোটি টাকার মধ্যে গত অর্থবছরে ১০০ কোটি টাকা মাত্র দেড় মাসের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে এবং চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বরের মধ্যে আরো ২০০ কোটি টাকা বিতরণ সম্পন্ন হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি আরো বলেন, এসএমই ফাউন্ডেশনের অনুকূলে বর্ধিত অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হলে আরো বেশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাকে ঋণের আওতায় আনা সম্ভব হবে। তিনি আরো বলেন ফাউন্ডেশনের নিজস্ব ভবন নেই এবং নিয়মিত বাজেট বরাদ্দ না থাকায় জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের এই গুরুত্বপূর্ণ খাতটির পরিপূর্ণ সম্ভাবনা কাজে লাগানো সম্ভব হচ্ছে না। তাই ফাউন্ডেশনের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীর সদয় মনযোগ আকর্ষণ করছি। এফবিসিসিআই সভাপতি মো. জসিম উদ্দিন বলেন, এসএমই পণ্য মেলা আয়োজন একটি সময়োপোযোগী উদ্যোগ। নবমবারের মতো এই মেলা আয়োজন করায় আমি এসএমই ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জানাই। করোন-াভাইরাসের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। তবে এই খাতকে বাঁচিয়ে রাখতে বিশেষ নীতি সহায়তা জরুরি। সারাদেশের ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে এসএমই খাতের জন্য জমি বরাদ্দ এবং ইউটিলিটি সুবিধা প্রদানের বিশেষ সুযোগ থাকা প্রয়োজন। অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার ২০২১ বিজয়ী ৪জন- মাইক্রো উদ্যোক্তা হুমায়রা মোস্তফা সোহানী, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ছৈয়দ মোহাম্মদ শোয়াইব হাছান ও মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম এবং মাঝারি উদ্যোক্তা মোহাম্মদ আজিজুল হক এর হাতে এক লক্ষ টাকার চেক, ট্রফি ও সার্টিফিকেট তুলে দেন। ২ ডিসেম্বর ২০২১ ৯ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা উপলক্ষ্যে আগারগাঁও পর্যটন ভবনে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি, শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি, শিল্পসচিব জাকিয়া সুলতানা, এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মো. মাসুদুর রহমান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. মফিজুর রহমান। ৯ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলায় সারাদেশ থেকে ১১টি খাতের ৩১৩টি এসএমই প্রতিষ্ঠান ৩২৭টি স্টলে তাঁদের উৎপাদিত পণ্য নিয়ে অংশগ্রহণ করে। এবার অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে ৬০% নারী এবং ৪০% পুরুষ। মেলায় অংশ নিয়েছে ফ্যাশন ডিজাইন খাতের সবচেয়ে বেশি ১১৯টি প্রতিষ্ঠান। এছাড়া চামড়াজাত পণ্য খাতের ৩৭টি, খাদ্য/কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ পণ্য খাতের ৩৬টি, হ্যান্ডিক্রাফটস আইটেম ৩৩টি, পাটজাত পণ্য খাতের ২৯টি, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য খাতের প্রতিষ্ঠান ১৭টি, আইটি খাতের ৮টি, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স খাতের ৬টি, হারবাল/অর্গানিক পণ্যের ৪টি, জুয়েলারি পণ্যের ৫টি এবং প্লাস্টিক পণ্য খাতের ৩টি প্রতিষ্ঠান। এছাড়া মেলায় মিডিয়া সেন্টার, রক্তদান কেন্দ্র ও ক্রেতা-বিক্রেতা মিটিং বুথ, একসপ: এটুআই, শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (বিটাক, বিএসটিআই, বিসিআইসি, বিসিক, বিএসইসি), জেডিপিসি, বিসিএসআইআর, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ও স্পন্সর প্রতিষ্ঠানের আরও ২৫টি স্টল ছিল। মেলার পাশাপাশি ফাউন্ডেশনের নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়ন, ফিন্যান্স ও ক্রেডিট সার্ভিস, প্রযুক্তি উন্নয়ন এবং ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট উইং চারটি সেমিনার আয়োজন করে। ১২ ডিসেম্বর ২০২১ ৯ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ২০২১ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মো. মাসুদুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান মো. সোহরাব হোসাইন এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ জাফর উল্লাহ্। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ৯ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা বাস্তবায়ন কমিটি আহবায়ক ও এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদের সদস্য এনায়েত হোসেন চৌধুরী এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. মফিজুর রহমান। অনুষ্ঠানে জানানো হয়, এবারের মেলায় ১০ কোটি টাকার পণ্য বিক্রয় ও ১৭ কোটি টাকার বিভিন্ন পণ্যের অর্ডার পেয়েছেন উদ্যোক্তারা।

'বঙ্গবন্ধু কর্নার' উদ্বোধন করলেন শিল্পমন্ত্রী

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি গত ২৮ ডিসেম্বর রাজধানীর মতিঝিলে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি) প্রাঙ্গণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মরণে নির্মিত 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' উদ্বোধন করেছেন। বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্বোধনের পর জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী বলেন, আমরা চিনিকলগুলোকে বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরণের পরিকল্পনা নিয়েছি। তিনি বলেন, চিনিকলগুলো লাভজনক করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। উচ্চ ফলনশীল আখ উদ্ভাবনের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কলকারখানাগুলো আধুনিকায়নের কাজ চলছে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শীঘ্রই চিনি শিল্পের সুদিন ফিরে আসবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। বিএসএফআইসি'র চেয়ারম্যান মো. আরিফুর রহমান অপুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে শিল্প মন্ত্রণালয় ও বিএসএফআইসি'র কর্মকর্তা এবং কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। শিল্পমন্ত্রী আরও বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ছিলেন অসাম্প্রদায়িক ও অসংবাদিত নেতা। তিনি রেসকোর্স ময়দানে দাঁড়িয়ে ৭ মার্চ যেমন স্বাধীনতার নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনি ১০ জানুয়ারি দিয়েছিলেন দেশ গড়ার নির্দেশনা। সেই কারণেই বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে মর্যাদার আসনে দেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, হয়েছে অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী। তিনি আরও বলেন, বিএসএফআইসি- তে স্থাপিত 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' এর মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- এর আদর্শ, জীবনাচার, রাজনৈতিক দর্শন, নেতৃত্বগুণ, দেশপ্রেমসহ সার্বিক কর্মকাণ্ড এবং আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে নতুন প্রজন্ম সঠিক ইতিহাস জানার সুযোগ পাবে। পরে শিল্পমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের আলোকে 'আলোর বাতিঘর বঙ্গবন্ধু' শিরোনামে স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সম্মানিত সচিব জাকিয়া সুলতানা এর শিল্প মন্ত্রণালয়ে যোগদান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সম্মানিত সচিব জাকিয়া সুলতানা শিল্প মন্ত্রণালয়ে যোগ দিয়েছেন। শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা মহোদয় এর শিল্প মন্ত্রণালয়ে যোগদান উপলক্ষে এনপিও পরিচালক নিশ্চিন্ত কুমার পোদ্দার নব নিযুক্ত সচিবকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা মহোদয়কে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছেন এনপিও পরিচালক নিশ্চিন্ত কুমার পোদ্দার।

দর্শনা সুগার মিলে আখ মাড়াই কার্যক্রম উদ্বোধন করলেন শিল্পমন্ত্রী

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় কেরু এ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেড পরিদর্শন এবং দর্শনা সুগার মিলে ২০২১-২২ মৌসুমে আখ মাড়াই কার্যক্রম উদ্বোধন করেছেন। বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সী, শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য মো. আলী আজগার টগর, বাংলাদেশ খাদ্য ও চিনি শিল্প কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মো. আরিফুর রহমান অপু, মন্ত্রণালয় ও কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগন এবং স্থানীয় আখ চাষিরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন। গত ২৪ ডিসেম্বর চুয়াডাঙ্গায় এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। পরে শিল্পমন্ত্রী কেরুজ ট্রেনিং কমপেক্স এর সম্মেলন কক্ষে আখ চাষি এবং বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের আওতাধীন সুগার মিলের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় অংশ নেন। শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী বলেন, একটি জাতিকে উন্নত সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে শিল্প-কারখানার যে বিকল্প নেই তা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর নেওয়া উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় সরকারি ও বেসরকারি খাতে দক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত দেশ বিনির্মাণে শিল্প মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কেরু এ্যান্ড কোম্পানি নিয়ে আমাদের পরিকল্পনা আছে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন, চিনিকলগুলোকে লাভজনক করতে শ্রমিক ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্টদের নিয়ে মতবিনিময় সভা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। বদলি, নিয়োগ বা প্রশাসনিক কাজে ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের হস্তক্ষেপ করা ঠিক না। শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা বলেন, লোকসানী প্রতিষ্ঠানগুলোকে লাভজনক করতে চাই। উচ্চফলনশীল জাতের আখ উদ্ভাবনের চেষ্টা করছি। আখের পাশাপাশি সাথী ফসল করতে হবে।

বঙ্গবন্ধুর ভাবনার কেন্দ্রে ছিল বাংলাদেশের মানুষের মুক্তি

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল বাংলা, বাঙালি এবং বাংলাদেশের মানুষের মুক্তি। আমরা জাতির পিতার সেই ভাবনা থেকে দেশ ও দেশের মানুষকে ভালবাসি, গড়ে তুলি একটি সুখী ও সমৃদ্ধির বাংলাদেশ। শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত মহান বিজয় দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী এসব কথা বলেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের গত ১৯ ডিসেম্বর এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি। এতে অন্যদের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং দপ্তর সংস্থার প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, উন্নত ও ডিজিটাল প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পায়ন গড়ে তুলতে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনার আলোকে শিল্প মন্ত্রণালয় কাজ করছে। এরমধ্যে এর সুফল আমরা ভোগ করছি। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি বলেন, বঙ্গবন্ধুর কন্যা প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মর্যাদাশীল, উন্নয়নশীল দেশে উন্নতি লাভ করেছে। বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল। সভাপতির বক্তব্যে শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা বলেন, বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ সর্বক্ষেত্রে মুক্তির কথা বলেছিলেন। মাত্র সাড়ে তিন বছরের শাসনকালে তিনি দেশের অগ্রগতি ও উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেন। আমরা তাঁর অসমাপ্ত কাজ শেষ করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

বিভিন্ন সূচকে প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে বাংলাদেশ এগিয়ে: শিল্প প্রতিমন্ত্রী

শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৯ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা-২০২১ উপলক্ষে "সমন্বিত উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে এসএমই ক্লাস্টারের ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন।

শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বলেছেন, বর্তমান সরকারের গৃহীত শিল্পনীতি ও কর্মসূচির ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পখাতের অবদান ক্রমেই জোরদার হচ্ছে। দেশব্যাপী টেকসই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের দ্রুত প্রসার ঘটছে। দারিদ্র্যমোচন, কর্মসংস্থান, নারীর ক্ষমতায়নসহ আর্থসামাজিক অগ্রগতির বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে এগিয়ে রয়েছে। প্রতিমন্ত্রী আজ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এসএমই ফাউন্ডেশন আয়োজিত '৯ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ২০২১' এর অংশ হিসেবে 'সমন্বিত উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে এসএমই ক্লাস্টারের ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন। কামাল আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লালিত স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো। বঙ্গবন্ধু তৃণমূল পর্যায়ে শ্রমঘন শিল্পায়নের পথে দেশকে এগিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে তাঁরই উত্তরসূরি দেশরত্ন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীকে সামনে রেখে রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়ন এবং ২০৩০ এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মধ্য দিয়ে একটি ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার পথে বর্তমান সরকার আজ সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে। তিনি এসএমই পণ্য মেলার মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের প্রচার, প্রসার ও বাজার সৃষ্টিতে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুদূর প্রসারী অবদান রাখতে শিল্প উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানান। সেমিনারে এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন ড. মো. মাসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবু ইউসুফ এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন এসএমই ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খান।

'Post COVID-19 Financing Mechanism for SMEs: Challenges and Readiness' সেমিনার

এসএমই খাতের জন্য নতুন অর্থায়ন পদ্ধতির সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে ০৯ ডিসেম্বর ২০২১ "Post-COVID 19 Financing Mechanism for SMEs: Challenges and Readiness" সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ৯ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলার অংশ হিসেবে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ। এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মো. মাসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান এবং ইস্টার্ন ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক এম. খোরশেদ আনোয়ার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন এসএমই ফাউন্ডেশন মহাব্যবস্থাপক মো. সিরাজুল হায়দার এনডিসি। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ বলেন, উদ্যোক্তারা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। কারণ তারা ঝুঁকি নিয়ে উদ্যোক্তা হয়েছেন। তিনি এসএমই ফাউন্ডেশনের প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি ব্যাংকার ও উদ্যোক্তাদেরকে Profit Maximization এর পাশাপাশি Welfare Maximization এর প্রতিও নজর দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা ও বাস্তবে এর প্রয়োগের মধ্যে কোন গ্যাপ থাকলে তা খুঁজে বের করে সমাধানের পরামর্শ দেন। ইস্টার্ন ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক এম. খোরশেদ আনোয়ার বলেন, মালিক পক্ষ বা বোর্ড অব ডিরেক্টরসদের এসএমই ফোকাস হতে হবে। এসএমই ঋণের ক্ষেত্রে ডকুমেন্টেশনকে সহজ করতে হবে এবং এমএমই ফাইন্যান্সিং এর ক্ষেত্রে ডিজিটালাইজেশনকে প্রাধান্য দিতে হবে। মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান বলেন, ব্যাংকাররা অনেক সময় অতিরিক্ত কাগজপত্র নিয়ে থাকে বিভিন্ন সংস্থার জবাবদিহিতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। তিনি পরিচালন খরচ কমানোর জন্য Digital Lending এর প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মো. মাসুদুর রহমান সবাইকে এসএমই খাত উন্নয়নে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এর মাধ্যমে আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস করা সম্ভবপর হবে। তিনি এসএমই উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন সমস্যাকে আলাদাভাবে না দেখে একটা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে তা সমাধান করতে ব্যাংকারদের প্রতি আহ্বান জানান।

মুজিব জন্মশত বর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনে বিটাকে আলোচনা সভা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)। ৯ ডিসেম্বর ২০২১ (বৃহস্পতিবার) দিনব্যাপী এসব অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার, এম.পি এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ জাফর উল্লাহ। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিটাকের পরিচালক ড. সৈয়দ মোঃ ইহসানুল করিম। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বিটাকের মহাপরিচালক আনোয়ার হোসেন চৌধুরী। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় মন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অর্থনৈতিক দর্শনের আলোকে ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণ আওয়ামী লীগ সরকারের অঙ্গীকার। সে লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ দ্রুত সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে। বাংলাদেশের এ অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় শিল্পখাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও বলেন, রাষ্ট্রীয় কারিগরি প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশীয় শিল্পের টেকসই উন্নয়নে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি, গবেষণার মাধ্যমে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশ উৎপাদনে বিটাকের প্রত্যক্ষ অবদান দেশের সামগ্রিক অগ্রগতিতে প্রতিনিয়ত ভূমিকা রেখে চলেছে। শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন, শিল্প ক্ষেত্রে একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান বিটাক। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিল্পখাতের জন্য দক্ষ জনবল তৈরি ও গবেষণার মাধ্যমে প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও হস্তান্তর করে দেশীয় শিল্পখাতের বিকাশে প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা রেখে চলেছে বিটাক। বিগত দিনে বিটাক বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান এবং দেশের বিভিন্ন সার কারখানার জন্য আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশ উৎপাদনের মাধ্যমে বহু মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করেছে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে বিটাক যে প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখছে, আমি তার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সভাপতির বক্তব্যে আনোয়ার হোসেন চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে এক সন্ধিক্ষণ ২০২১ সাল। স্বাধীন বাংলাদেশ এ বছর ৫০'এ পা দিয়েছে। সরকার ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের ঘোষণা দিয়েছে। একেই সাথে উদযাপিত হচ্ছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থাপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী। তাই সময়ের এই তাৎপর্যকে ধারণ করে বিটাক আজকের এই উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি আরও বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি এই অব্যাহত অগ্রগতির মধ্য দিয়ে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে এবং এর মধ্য দিয়েই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে। এ অগ্রযাত্রায় বিটাক অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেছেন, স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশের অন্যতম দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। গত এক দশক ধরে প্রতিবছর প্রায় ৭% হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। এমনকি বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারির কঠিন সময়েও বাংলাদেশ ২০২০ সালে ৫% জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬.৪% হবে বলে বিশ্বব্যাংক পূর্বাভাস দিয়েছে। শিল্পমন্ত্রী গত ২৯ নভেম্বর জাতিসংঘ শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (ইউনিডো)'র ১৯তম সধারণ সম্মেলনে (The 19th General Conference of the UNIDO) ঢাকা থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে বক্তৃতাকালে এসব কথা বলেন। অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে বাংলাদেশের পক্ষে অস্ট্রিয়ায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও ইউনিডোতে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মুহাম্মদ আবদুল মুহিত উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ১৭০টি সদস্য দেশের মন্ত্রী, প্রতিনিধিরা সরাসরি ও ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, করোনা ভাইরাসের নতুন নতুন ভ্যারিয়ান্টের কারণে বিশেষত স্বল্পোন্নত দেশগুলোর উন্নয়নের গতিশীলতা কমে গেছে। এ বিষয়গুলো থেকে উত্তরণে ইউনিডোর সহযোগিতা প্রয়োজন।

আখ চাষিদের প্রশিক্ষণ দিতে কুষ্টিয়া সুগার মিলে পাইলট প্রকল্প নেওয়া হয়েছে: শিল্প সচিব

শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা বলেছেন, আখ চাষিদের প্রশিক্ষণ দিতে চলতি বছর কুষ্টিয়া সুগার মিলে একটি পাইলট প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এ উদ্যোগ সফল হলে দেশে অধিক চিনি আহরণযোগ্য উন্নতজাতের আখ চাষ বাড়বে। এতে একদিকে যেমন সচল চিনিকলগুলোতে উৎপাদন অব্যাহত থাকবে, অন্যদিকে উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাওয়া চিনিকলগুলো পুনরায় চালু করা সম্ভব হবে। শিল্প সচিব বলেন, আখের টেকসই জাত উদ্ভাবন ও ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর সহযোগিতায় আমাদের চাষিদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশে আখের উৎপাদন বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে চিনি ও খাদ্য শিল্প করর্পোরেশন। তিনি সংশিষ্টদের স্বল্প-মধ্য-দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের পাশাপশি সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও একাগ্রতার প্রদর্শনপূর্বক সুগারমিলসমূহের ইতিবাচক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখার আহবান জানান। গত ১৭ নভেম্বর কুষ্টিয়ার চেঁচুয়ায় ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর (বিএটিবিসি) অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত জাতীয় পর্যায়ের "আখ চাষের টেকসই মডেল' শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্প সচিব এ সব কথা বলেন। কর্মশালায় শিল্প সচিব গুণগত মানসম্পন্ন আখ চাষ ও চিনি উৎপাদনে সমস্যাবলি চিহ্নিতকরণের পাশাপাশি উত্তরণের কর্মপন্থা নিরুপণে সংশিষ্টদের প্রতি আহবান জানান। ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন যৌথভাবে চিনি শিল্পের উন্নয়নে পাইলট প্রজেক্টের মাধ্যমে কাজ করে একটি টেকসই মডেল নির্ধারণ করবে, যা পরবর্তীতে প্রান্তিক চাষিদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শিল্পমন্ত্রীর সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার শিল্পমন্ত্রীর দ্বিপাক্ষিক বৈঠক

ইন্দোনেশিয়া সফররত বাংলাদেশের শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপির সাথে ইন্দোনেশিয়ার শিল্পমন্ত্রী এগাস গুমিওয়াং কারতাসাসমিতা (Agus Gumiwang Kartasasmita)-এর দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘের শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (UNIDO)-র সহযোগিতায় ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় শিল্প উন্নয়নের ওপর ২য় আঞ্চলিক সম্মেলন (The 2nd Regional Conference on Industrial Development) শুরুর প্রাক্কালে ৯ নভেম্বর এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে শীঘ্রই অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে উভয়পক্ষ একমত পোষণ করেন। এছাড়া ব্লু ইকোনমি, কারিগরি দক্ষতা এবং হালাল শিল্প বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরেও উভয়পক্ষ সম্মত হন। এ লক্ষ্যে কিছু দিনের মধ্যেই ইন্দোনেশিয়ার শিল্পমন্ত্রী তাদের বাণিজ্যমন্ত্রী এবং ব্যবসায়িক প্রতিনিধিদের নিয়ে বাংলাদেশ সফর করবেন।

সুস্থ ও মেধাবী প্রজন্ম গঠনে আয়োডিন লবণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ: শিল্পমন্ত্রী

সুস্থ ও মেধাবী প্রজন্ম গঠনে আয়োডিনযুক্ত লবণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। তিনি বলেন, ভোজ্য লবণে আয়োডিনযুক্তকরণ এবং মানুষ ও অন্যান্য প্রাণির খাদ্য তৈরিতে আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশের লবণ খাতের সার্বিক ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে বিদ্যমান আয়োডিন অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধ আইন-১৯৮৯ রহিত করে প্রয়োজনীয় সংশোধন এর মাধ্যমে 'আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন, ২০২১' প্রণয়ন করা হয়েছে। গত ১৫ নভেম্বর রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন, ২০২১: অবহিতকরণ শীর্ষক জাতীয় কর্মশালা'য় প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী এসব কথা বলেন। শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এম.পি। শিল্পমন্ত্রী বলেন, 'আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন, ২০২১' একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও যুগোপযোগী আইন। এই আইনের আওতায় একটি জাতীয় লবণ কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটি লবণের চাষ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, আয়োডিনযুক্তকরণ, মজুদ ও বিক্রয়সহ ইত্যাদি বিষয়ে এবং লবণ কারখানার জন্য আয়োডিন সরবরাহ এবং ব্যবস্থাপনা নীতির বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন করবে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি বলেন, জাতির সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে, দৈনন্দিন খাবারে আয়োডিন যুক্ত লবণের কোনো বিকল্প নেই। তিনি আয়োডিনযুক্ত লবণের ঘাটতি পূরণে আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন ২০২১ প্রতিপালনে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের পাশাপাশি লবণ শিল্প মালিকদের সারাদেশে আয়োডিনযুক্ত লবণ সরবরাহের আহ্বান জানান। সভাপতির বক্তব্যে শিল্প সচিব বলেন, এই আইনে মানুষের জন্য ভোজ্য লবণ এবং প্রাণিখাদ্য প্রস্তুতে ব্যবহৃত লবণে আয়োডিন না থাকলে সর্বোচ্চ তিন বছরের জেল এবং ১৫ লাখ টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পারস্পরিক সহযোগিতা অপরিহার্য: শিল্পমন্ত্রী

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেছেন, বর্তমান বিশ্ব প্রযুক্তিগত রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বিগত কয়েক দশক ধরে প্রযুক্তি অসীম গতিতে বিকশিত হচ্ছে এবং বৈশ্বিক অর্থনীতিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহ অর্থাৎ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবট, ইন্টারনেট অব থিংস, স্বনিয়ন্ত্রিত যানবাহন, ন্যানোপ্রযুক্তি, জৈবপ্রযুক্তি ইত্যাদি আমাদের জন্য যেমন সুযোগ তৈরি করছে, তেমনি নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের উদ্ভব হচ্ছে। এ চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা অপরিহার্য। মন্ত্রী বলেন, চতুর্থ শিল্প বিপব বৈশ্বিক আয় বৃদ্ধি এবং বিশ্বব্যাপী মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। জাতিসংঘের শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (UNIDO)-র সহযোগিতায় ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় শিল্প উন্নয়নের উপর ২য় আঞ্চলিক সম্মেলনে (The 2nd Regional Conference on Industrial Development) বক্তৃতাকালে গত ১০ নভেম্বর তিনি এ কথা বলেন। দু'দিন ব্যাপী আয়োজিত এ সম্মেলনে জাতিসংঘের শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (ইউএনআইডিও) এর প্রতিনিধিবৃন্দ, শ্রীলংকা ও ইন্দোনেশিয়াসহ কয়েকটি দেশের শিল্পমন্ত্রীগণ, আসিয়ানের প্রতিনিধিসহ প্রায় ২৫টি দেশের সরকারী ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

প্রতিটি শিশু বেড়ে উঠুক নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায়: শিল্পমন্ত্রী

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের আত্মত্যাগের স্মৃতি বুকে নিয়ে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে আমাদের অঙ্গীকার হোক- বাংলার বুকে আর একটি শিশুর জীবনও অকালে ঝরে যাবে না। প্রতিটি শিশু বেড়ে উঠুক নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায়। গত ১৮ অক্টোবর শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে শহীদ শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষে আয়োজিত দোয়া মাহফিল এবং আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী এসব কথা বলেন। এ উপলক্ষে শিল্পমন্ত্রী শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং জন্মদিনের কেক কাটেন। শেখ রাসেল সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করে শিল্প মন্ত্রী বলেন, শেখ কামাল আমার বন্ধু ছিলেন। যখন তাঁদের বাসায় যেতাম, দেখতাম শেখ রাসেল মাঝে মাঝে বল নিয়ে খেলা করছে। প্রায়ই আমাদের কাছে ছুটে আসতো। বন্ধুর ছোট ভাই এবং বঙ্গবন্ধুর পুত্র হিসেবে আমরা তাঁকে অসম্ভব স্নেহ করতাম। শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে শিল্প মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশকে উন্নত শিল্পসমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ চলছে: শিল্পমন্ত্রী

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেছেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন এবং বাংলাদেশকে একটি উন্নত শিল্পসমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার জন্য সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ চলছে। গত ১৪ অক্টোবর সকালে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে বিএসটিআই প্রধান কার্যালয়ে বিশ্ব মান দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত "Shared vision for a better world – Standards for SDGs" অর্থাৎ 'সমন্বিত উদ্যোগে টেকসই উন্নত বিশ্ব বিনির্মাণে – মান' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী এ সব কথা বলেন। বিএসটিআই'র মহাপরিচালক ড. মোঃ নজরুল আনোয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা এবং এফবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট মোঃ জসিম উদ্দিন। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা বলেন, বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিএসটিআই অনেক সুসংগঠিত হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক জনবল ও কর্মপরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে, যা জনমনে ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে। বিএসটিআই'র কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। ভবিষ্যত প্রজন্মের কথা চিন্তা করে ভেজালমুক্ত খাদ্য ও পণ্য উৎপাদন এবং সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। সভাপতির বক্তব্যে বিএসটিআই মহাপরিচালক ড. মোঃ নজরুল আনোয়ার বলেন, মানসম্পন্ন পণ্য এবং সঠিক ওজন ও পরিমাপ নিশ্চিককরণে মাঠ পর্যায়ে বিএসটিআই'র প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ১০টি আঞ্চলিক ও নতুন নতুন জেলা কার্যালয় স্থাপন, পণ্য পরীক্ষার জন্য আন্তর্জাতিকমানের নতুন নতুন ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০২১

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০২১ উপলক্ষে ভার্চুয়ালি আয়োজিত 'অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় উৎপাদনশীলতা' শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তৃতা করেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি।

অন্যান্য বছরের মতো ২ অক্টোবর, দেশব্যাপী নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০২১ উদযাপন করা হয়। জাতীয় পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের শিল্প, কৃষি ও সেবাসহ বিভিন্ন খাতে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে এই দিবসটি উদযাপন করা হয়। এ বছর দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল ('অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় উৎপাদনশীলতা') Productivity for irresistible Advancement. দিবসটি উপলক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পৃথক পৃথক বাণী দেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) কর্মসূচির অংশ হিসেবে ০২ অক্টোবর, ২০২১ সকাল ১০.০০ টায় ভার্চুয়াল মাধ্যমে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) আয়োজিত এ আলোচনা সভায় শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি বক্তব্য প্রদান করেন। শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি। অনুষ্ঠানে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ গোলাম ইয়াহিয়া, ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশনের (এনপিও) নবনিযুক্ত মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মুহম্মদ মেসবাহুল আলম বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশনের (এনপিও) পরিচালক এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) মোঃ ফয়জুর রহমান ফারুকী স্বাগত বক্তব্য দেন। এতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে এপিও সদস্যভুক্ত ২১টি দেশের কর্মকর্তারা ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন। অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী বলেন, জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি শুধু একটি নির্দিষ্ট খাতের অবদানের ওপর নির্ভরশীল নয়। এর জন্য প্রয়োজন জাতীয় অর্থনীতির সব খাতের সামগ্রিক অগ্রগতি ও অবদান। উৎপাদনশীলতার সুফল শুধু উৎপাদনকারী এককভাবে ভোগ করে না। এর সুফল সরকার, মালিক, শ্রমিক ও ভোক্তাসহ সমাজের সবাই সমানভাবে ভোগ করে। তাই এই সুফল ভোগ করতে সমাজের সবার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং অঙ্গীকার প্রয়োজন। আর এ সামগ্রিক অঙ্গীকার ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার একমাত্র পথ হচ্ছে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কর্মসূচিকে জাতীয় আন্দোলনে রূপান্তর করা। উৎপাদনশীলতার স্তরে আমাদের কিছুটা পিছিয়ে থাকা প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, এ অবস্থা থেকে আমাদের দ্রুত উত্তরণ করতে হবে। দেশের কৃষি শিল্প কারখানা সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসা কেন্দ্র প্রভৃতি জাতীয় অর্থনীতির সব কর্মকাণ্ডের পদ্ধতিগত ও ধারাবাহিকভাবে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির আন্দোলনে সবাইকে শামিল করতে হবে। বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি বলেন, বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হলে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কৌশলের ব্যাপক চর্চা একান্ত প্রয়োজন। তা না হলে সামঞ্জস্যপূর্ণ টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ জন্য উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে আধুনিক কলাকৌশলের ওপর প্রশিক্ষণ, সেমিনার, নতুন নতুন কৌশল, পদ্ধতি উপায়ে উদ্ভাবনী কর্মসূচির ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। শ্রমিক, মালিক ও সরকারকে একত্রে উৎপাদনশীলতা কার্যক্রমের সফলতার জন্য কাজ করতে হবে। সভাপতির বক্তৃতায় শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা বলেন, সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কোনো

বিকল্প নেই। তিনি আরও বলেন, শুধু শ্রমের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। আধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক পরিবেশবান্ধব উচ্চ উৎপাদনশীল শিল্প ব্যবস্থাপনার চর্চা করা প্রয়োজন। ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশনের (এনপিও) পরিচালক এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) মোঃ ফয়জুর রহমান ফারুকী বলেন, ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশনের তথ্য অনুযায়ী, ২০১০ সালের পর থেকে বাংলাদেশের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশব্যাপী উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি মাস্টার প্ল্যান ২০২১-২০৩০ প্রণয়ন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তারা আরও বলেন, উৎপাদনশীলতার বিচারে এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ তুলনামূলক ভাবে এখনও পিছিয়ে রয়েছে। উৎপাদনশীলতার উন্নয়নে মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নের মাধ্যমে আগামী চার বছরের মধ্যেই জাতীয় পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করা সম্ভব। খাতভিত্তিক উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে বাংলাদেশ শিল্পায়নে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছে যাবে বলে তারা আশা প্রকাশ করেন। দিবসটি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন মোবাইল অপারেটরদের মাধ্যমে আপামর জনগণের কাছে জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০২১ এর শুভেচ্ছা বার্তা সংবলিত ভয়েস কল ও এসএমএস পাঠানো হয়েছে। দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে দৈনিক বাংলাদেশের খবর, দৈনিক ভোরের কাগজ, দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক যুগান্তর, প্রতিদিনের সংবাদ, আমাদের নতুন সময়, দৈনিক বর্তমান কথা ও The Asian Age পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। একই সঙ্গে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী সম্বলিত একটি স্মরণিকাও প্রকাশ করা হয়।

জাতীয় উৎপাদানশীলতা দিবস-২০২১ উপলক্ষ্যে স্যুভেনির এর মোড়ক উন্মোচন করেন শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা এবং এনপিও'র মহাপরিচালক মুহম্মদ মেসবাহুল আলম ।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন
চুক্তি বাস্তবায়নে এনপিও'র প্রথম স্থান অর্জন

গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১২টি দপ্তর/সংস্থার মধ্যে এনপিও ১ম স্থান অর্জন করে। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি, মাননীয় শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি, এবং শিল্প সচিব জনাব জাকিয়া সুলতানার কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন এনপিও'র পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ও যুগ্ম সচিব (প্রশাসন), শিল্প মন্ত্রণালয় জনাব মোঃ ফয়জুর রহমান ফারুকী। এ সময় মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে এনপিও প্রথম স্থান অর্জন করায় শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি, মাননীয় শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি, এবং সম্মানিত শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানার কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন এনপিও'র পরিচালক ও যুগ্ম সচিব (প্রশাসন), শিল্প মন্ত্রণালয় মোঃ ফয়জুর রহমান ফারুকী।

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে মেঘনার পাড়ে বিসিক শিল্পনগরী হবে: শিল্পমন্ত্রী

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য মেঘনা নদীর পাড়ে বিসিক শিল্পনগরী গড়ে তুলার ঘোষণা দিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। গত ২৮ সেপ্টেম্বর নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে মুক্তিযোদ্ধা এস এম মাজহারুল হক অডিটরিয়ামে আড়াইহাজার উপজেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত দেশরত্ন শেখ হাসিনার ৭৫ তম জন্মদিন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর গড়া বাংলাদেশে এখন তারই কন্যা শেখ হাসিনা নেতৃত্ব দিয়ে অন্ধকার থেকে দেশকে আলোর পথে নিয়ে এসেছেন। দেশরত্ন শেখ হাসিনার সুযোগ্য পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়ের হাত ধরে ডিজিটাল বাংলাদেশের সুযোগ পাচ্ছে দেশ। শেখ হাসিনা সাধারণ মানুষের জন্য বাসস্থান, চিকিৎসা, খাদ্য ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে যাচ্ছেন। মন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার ৭৫তম জন্মদিনে তার জন্য সকলের কাছে দোয়া প্রার্থনা করেন।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রী'র জন্মদিন উদযাপন

শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রী'র ৭৫তম জন্মদিন উদযাপন করা হয়। গত ২৮ সেপ্টেম্বর শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি। এতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং দপ্তর/সংস্থার প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন। এ সময় কেক কাটা হয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে বাংলাদেশের উত্তরোত্তর সাফল্যের জন্য মোনাজাত করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানিয়ে শিল্পমন্ত্রী বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশে আজ শিল্পায়নসহ সকল ক্ষেত্রে অপ্রতিরোধ্য গতিতে উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। এ উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখে ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণ বর্তমান সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকার। এ অঙ্গীকার পূরণে সরকার জনগণের জীবন-মান উন্নয়নে ব্যাপক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি বলেন, জাতির পিতাকে হত্যার পর শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে বুকে ধারণ করে তাঁর আজীবন লালিত স্বপ্ন সুখি সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, খাদ্যে স্বনির্ভরতা, নারীর ক্ষমতায়ন, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য গ্রামীণ অবকাঠামো এবং যোগাযোগসহ প্রতিটি খাতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে বাংলাদেশ। তিনি শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন অলাভজনক প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে সংশ্লিষ্টদের আন্তরিক হওয়ার আহ্বান জানান।

বিসিক অনলাইন মার্কেট উদ্বোধন করলেন শিল্পমন্ত্রী

কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসহ (সিএমএসএমই) সব উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য অনলাইনে বিক্রির জন্য চালু হয়েছে 'বিসিক অনলাইন মার্কেট'। এ অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থেকে উদ্যোক্তারা তাদের উৎপাদিত পণ্য বিনামূল্যে প্রদর্শন ও বাজারজাতকরণ করতে পারবেন। গত ১৬ সেপ্টেম্বর রাজধানীর একটি অভিজাত হোটেলে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন 'বিসিক অনলাইন মার্কেট (www.bscic-emarket.gov.bd)' নামের এ ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের (বিসিক) চেয়ারম্যান মো. মোশতাক হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য কাজিম উদ্দিন আহমেদ, এফবিসিসিআইয়ের সভাপতি মো. জসিম উদ্দিন, শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা প্রমুখ। শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেন, তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে অনলাইনের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় এখন বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশে তথ্য প্রযুক্তি খাতে যে অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন হয়েছে তাতে দেশে ই-কমার্সসহ অন্যান্য ডিজিটাল সার্ভিসের সুফল মানুষ এরইমধ্যে ভোগ করতে শুরু করেছেন। 'বিসিক অনলাইন মার্কেট' শিল্প সমৃদ্ধ ডিজিটাল বাংলাদেশের গতিকে আরও বেগবান করবে। শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন, করোনা পরিস্থিতির ফলে উদ্যোক্তারা তাদের পণ্য বিক্রয়ে যে বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন বিসিকের এই অনলাইন মার্কেট হওয়ায় তা অনেকাংশে কমে যাবে। শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা বলেন, বিসিক সরকারি নীতিমালা ও নির্দেশিকাসহ অন্যান্য বিধি বিধান অনুসরণ করে 'বিসিক অনলাইন মার্কেট' পরিচালনা করে দেশের ই-কমার্স ইন্ডাস্ট্রিকে আরও গতিশীল ও শক্তিশালী করবে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

দেশের সব অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনকে প্রাধান্য দিয়ে প্রণীত হচ্ছে শিল্পনীতি-২০২১

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর শিল্প দর্শন তথা অভ্যন্তরীণ সম্পদের পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার নিশ্চিত, ক্যাপিটাল পণ্য শিল্পের প্রসারের মাধ্যমে একটি দক্ষ ব্যাকওয়ার্ড ও ফরোওয়ার্ড লিংকেজ প্রতিষ্ঠা, গবেষণার মাধ্যমে শিল্পখাতে দেশীয় প্রযুক্তির প্রসার, বেসরকারি খাতের দক্ষতা বৃদ্ধিতে ক্ষুদ্র, কুটির ও গ্রামীণ শিল্পের বিকাশ, স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে রপ্তানিমুখী ও আমদানি বিকল্প শিল্পের প্রসার এবং দেশের সব অঞ্চলে সুষমভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠাকে প্রাধান্য দিয়ে প্রণীত হচ্ছে জাতীয় শিল্পনীতি-২০২১। গত ১৩ সেপ্টেম্বর ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যাণ্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "প্রস্তাবিত জাতীয় শিল্পনীতি ২০২১-এ ব্যক্তিখাতের প্রত্যাশা" শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী এসব কথা বলেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, আসন্ন শিল্পনীতি ২০২৫ সাল পর্যন্ত বলবত থাকবে এবং এতে ব্যক্তি খাতের প্রত্যাশা পূরণের চেষ্টা করা হয়েছে। উন্নয়নের জন্য শিল্প পণ্য উৎপাদন বৈচিত্রায়নে সহায়তা, নতুন, যোগ্য ও সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তা সৃষ্টিকল্পে সহায়ক ভৌত সুবিধাদি প্রাপ্তিতে সহায়তা করা এবং স্টার্টআপ ফাইন্যান্সিং, ক্রেডিট গ্যারান্টি ইত্যাদি প্রদানের মাধ্যমে এসএমইখাতের প্রসারকে ত্বরান্বিত করা হবে। প্রস্তাবিত জাতীয় শিল্পনীতি ২০২১-এ বেসরকারি তথা ব্যক্তিখাতের প্রত্যাশা পূরণের সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছে। দেশ ও জনগণ এর সুফল ভোগ করবে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের শিল্পখাতে যে শ্রমিকবান্ধব ব্যক্তিখাত নির্ভর শিল্পায়ন এবং উৎপাদনের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাঁরই সফল বাস্তবায়নকে মূল উপজীব্য করে জাতীয় শিল্পনীতি-২০২১ প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয়।

২০২৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশে হুন্দাই এর যাত্রীবাহী গাড়ি তৈরি হবে

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি বলেন, ২০২৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশে হুন্দাই এর যাত্রীবাহী গাড়ি তৈরি হবে। এর ফলে দেশেই তুলনামূলক কমমূল্যে পাওয়া যাবে বিদেশি ব্রান্ডের গাড়ি। এ লক্ষ্যে হুন্দাই এবং ফেয়ার টেকনোলজি যৌথভাবে বাংলাদেশে হুন্দাই যাত্রীবাহী যানবাহন উৎপাদন কারখানা গড়ে তুলছে। গাজীপুরের কালিয়াকৈরে বঙ্গবন্ধু হাইটেক পার্কে এ কারখানা স্থাপন করা হবে। ফেয়ার গ্রুপ আয়োজিত ফেয়ার টেকনোলজিস-হুন্ডাই 'থ্রি এস সেন্টার'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী এসব কথা বলেন। রাজধানীর তেজগাঁওয়ের হুন্দাই থ্রি এস সেন্টারে গত ০৫ সেপ্টেম্বর এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। ফেয়ার গ্রুপের চেয়ারম্যান রুহুল আলম আল মাহবুবের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ক্যাপ্টেন এ.বি. তাজুল ইসলাম (অব.)। এতে সম্মানিত অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত লি জ্যাং-কিউন (Lee Jang-Keun)। শিল্পমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশীয় শিল্পের বিকাশের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশে কাজ করার সুযোগ দিচ্ছেন। ফলে এখন থেকে দেশেই বিক্রয়, বিক্রয় পরবর্তী সেবা এবং খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়ের সুবিধা পাবেন গাড়ি প্রস্তুত ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকেরা।

বাংলাদেশে যানবাহন ও যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানা স্থাপনের আহ্বান শিল্পমন্ত্রীর

দেশি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে যানবাহন ও যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানা স্থাপনের আহবান জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। ২ সেপ্টেম্বর শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশে মিটসুবিশি ব্রান্ডের গাড়ি তৈরি কারখানা স্থাপনের সমীক্ষা কার্যক্রম (Feasibility Study) সম্পাদনের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ ইস্পাত শিল্প কর্পোরেশন (বিএসইসি) এবং জাপানের মিটসুবিশি মোটর কর্পোরেশন (এমএমসি) এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ আহবান জানান। বাংলাদেশ ইস্পাত শিল্প কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান শহীদুল হক ভূঁইয়া এনডিসি এবং মিটসুবিশি মোটর কর্পোরেশনের ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্য/আফ্রিকা/দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের মহাব্যবস্থাপক কুরাহাশি মাসাতসুগু তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি। এছাড়াও বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি (Mr. Ito Naoki) জাপানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সাহাবুদ্দিন আহমেদ, মিটসুবিশি মটর কর্পোরেশেনের প্রতিনিধিরা এবং শিল্প মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তারা এ অনুষ্ঠানে সরাসরি/ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হন। এই সমঝোতা স্মারকের অধীনে মিটসুবিশি মোটর কর্পোরেশন বাংলাদেশে মিটসুবিশি ব্র্যান্ডের যানবাহন উৎপাদন ও সংযোজনের জন্য যৌথ উদ্যোগে একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। ২০২৫ সালের মধ্যে 'বাংলা কার' ব্রান্ড চালুর আশা ব্যক্ত করে শিল্পমন্ত্রী বলেন, দেশকে উন্নয়নের সর্বোচ্চ বা বৃহত্তর পর্যায়ে পৌছাতে আমাদের সরকার শিল্পায়ন ও শিল্পের বিকাশের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি বলেন, অটোমোবাইল শিল্প একটি সম্ভাবনাময় শিল্পখাত হিসেবে বাংলাদেশে বিবেচিত হচ্ছে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে প্রশংসনীয় অবদান রাখছে। ভোক্তা পর্যায়ে ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে দেশে অটোমোবাইলের চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে। আমাদের পারস্পারিক সম্পর্ক আগামী দিনগুলোতে আরও সৌহার্দ্যপূর্ণ, সহযোগিতামূলক হবে এবং মিটসুবিশি মোটর কর্পোরেশন, বাংলাদেশ ইস্পাত কর্পোরেশন এর যৌথ উদ্যোগে শিল্প স্থাপনে বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরণে আমরা একত্রে কার্যক্রম চালিয়ে যাব।

জাতীয় শোক দিবস ২০২১ উপলক্ষে স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান কর্মসূচি

গত ৩১ আগস্ট স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৬ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২১ উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয়ে স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি এবং সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান সমিতির মহাসচিব মোঃ জয়নুল ইসলাম। অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন শিল্প সচিব জনাব জাকিয়া সুলতানা।

গত ৩১ আগস্ট শিল্প মন্ত্রণালয়ে শিল্প সচিব জনাব জাকিয়া সুলতানার সভাপতিত্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৬ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২১ উপলক্ষে স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান কর্মসূচি আয়োজিত হয়। এ সময় রক্ত দেন এনপিওর উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা আবিদা সুলতানা ও পরিসংখ্যান তথ্যানুসন্ধানকারী মোঃ লিমন লাবু।

বঙ্গবন্ধু সবসময় শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের পাশে থেকেছেন: শিল্পমন্ত্রী

বঙ্গবন্ধু সব সময় শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের পাশে থেকেছেন বলে মন্তব্য করেছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাও বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। আজ দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশেও বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম নিয়ে গবেষণা হচ্ছে, আলোচনা হচ্ছে এবং গ্রন্থ প্রকাশ হচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস-২০২১ উপলক্ষে মাসব্যাপী আয়োজিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী এসব কথা বলেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে গত ১৩ আগস্ট এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি এবং সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান সমিতির মহাসচিব ড. মোঃ জয়নুল ইসলাম। এতে অন্যদের মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও দপ্তর/সংস্থার প্রধানগরা উপস্থিত ছিলেন করেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু এদেশ ও জাতির কল্যাণে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সে স্বপ্ন বাস্তবায়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা দুই জন মুক্তিযোদ্ধার ওপর শিল্প মন্ত্রণালয়ের যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে শিল্প কারখানাগুলোকে শিল্প সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিতে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। তিনি বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন নতুন নতুন শিল্প-কারখানা স্থাপন করে জাতির কল্যাণে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সবার প্রতি আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট পরিদর্শনে শিল্প সচিব

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জাকিয়া সুলতানা, মাননীয় শিল্প সচিব মহোদয় এবং বিআইএম এর বোর্ড অব গর্ভনরস এর মাননীয় চেয়ারম্যান ৯ আগস্ট, ২০২১ তারিখে বিআইএম পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি বিআইএম এর মহাপরিচালক, অনুষদ সদস্য ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে এ মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। করোনাকালীন বিআইএম এর প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা কার্যক্রম অনলাইনে সফলভাবে চলমান রাখার জন্য তিনি বিআইএম এর মহাপরিচালক এবং সংশ্লিষ্টদের সাধুবাদ জানান। দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে বিআইএম এর কার্যক্রম আরো সম্প্রসারিত করার জন্য সচিব মহোদয় বিআইএম এর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

মাননীয় শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা মহোদয় বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট পরিদর্শনকালে বিআইএম এর মহাপরিচালক মহোদয়, অনুষদ সদস্য ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় মিলিত হন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদাৎ বার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে মাননীয় শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা মহোদয় বিআইএম পরিদর্শনকালে অসহায় ও দুস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ করেন।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে এনপিও'র বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মাননীয় শিল্প মন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এমপি, মাননীয় শিল্প প্রতিমন্ত্রী জনাব কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি এবং শিল্প সচিব জনাব জাকিয়া সুলতানা মহোদয়ের কাছে স্বাক্ষরিত চুক্তিনামার কপি তুলে দিচ্ছেন এনপিও এর পরিচালক জনাব নিশ্চিন্ত কুমার পোদ্দার।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ২০২১-২২ অর্থ বছরে বাস্তবায়নের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে এনপিও'র বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার, এমপি। শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন সবগুলো দপ্তর/সংস্থার প্রধানরা। অনুষ্ঠানে দপ্তর প্রধানরা তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এনপিও'র পক্ষ থেকে এনপিও এর পরিচালক জনাব নিশ্চিন্ত কুমার পোদ্দার শিল্প সচিব জনাব জাকিয়া সুলতানা মহোদয়ের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি করতে হবে

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। তিনি বলেন, করোনা মহামারির মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের মানুষের জীবন ও জীবিকা সচল রাখতে মন্ত্রণালয়ের দপ্তর/সংস্থার ভূমিকা অনস্বীকার্য। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত আয়ের শিল্প সমৃদ্ধ দেশ গড়তে সম্মিলিতভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন নির্ভর করে দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার ওপর। সরকার নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে দপ্তর/সংস্থা চালু রাখতে হবে। দপ্তর/সংস্থার সাফল্যই মন্ত্রণালয়ের সাফল্য। শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মধ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী এসব কথা বলেন। গত ২৮ জুন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়। শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানার সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মোঃ আবুল খায়ের। শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১২টি দপ্তর/সংস্থার প্রধানদের সঙ্গে শিল্প মন্ত্রণালয়ের পক্ষে শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর করেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিল্প প্রতিমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার প্রধানদের উদ্দেশে বলেন, অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে। প্রকল্পের সময়সীমা বৃদ্ধি করা থেকে বিরত থাকতে হবে, কেননা প্রকল্পের সময়সীমা বৃদ্ধি পেলে ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়। রাষ্ট্রায়ত্ত অলাভজনক প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক করতে হবে এবং বন্ধ প্রতিষ্ঠানকে চালু করতে হবে। এপিএ বাস্তবায়নে দপ্তর/সংস্থাসমূহের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করতে হবে। উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। সভাপতির বক্তব্যে শিল্পসচিব বলেন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে। এপিএ বাস্তবায়নে পরিকল্পনা মাফিক কাজ করতে হবে। রূপকল্প ২০৪১ অর্জন করতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নের কোনো বিকল্প নেই। সঠিক সুপারভিশন ও মনিটরিং এপিএ বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে হবে।

২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন (APA) চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিল্পমন্ত্রী, শিল্প প্রতিমন্ত্রী ও শিল্প সচিব।

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা পরিচালক সম্মেলন আয়োজন

ব্যবস্থাপনা পরিচালক সম্মেলন ২০২১ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের উদ্দেশ্যে বলেন, সার কৃষি উৎপাদনের অন্যতম প্রধান উপকরন। দক্ষ সার ব্যবস্থাপনার ওপর খাদ্য নিরাপত্তা নির্ভর করে। কৃষিখাত ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার করতে সারের সুষ্ঠু সরবরাহ নিশ্চিত করা খুবই জরুরি। সেক্ষেত্রে উৎপাদন, আমদানি ও দেশব্যাপী সারের সুষ্ঠু সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। আমি আশা করব আপনারা নিরবিচ্ছিন্ন উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি সুষ্ঠু সার ব্যাবস্থাপনা এবং আমদানী নির্ভরতা কমিয়ে নিজস্ব উৎপাদন থেকে সারের জোগান বাড়ানোর দিকে দৃষ্টি রাখবেন। তিনি আরও বলেন দেশে খাদ্যে সয়ম্ভরতা অর্জনের জন্য কৃষিখাতে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করা আপনাদের জন্য একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। ভবিষ্যতেও আপনারা এই সাফল্যের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখবেন বলে আমার বিশ্বাস। বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনা মোতাবেক আপনারা স্বাস্থ্যবিধি মেনে কারখানাগুলোর উৎপাদন ও সরবরাহ অব্যাহত রেখে বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন। তিনি কারখানার রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত এবং সঠিকভাবে পরিচালনা করে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের কর্মদক্ষতা বিকাশের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণই একমাত্র মাধ্যম। তিনি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিসিআইসির জনশক্তিকে দক্ষশক্তি হিসেবে গড়ে তোলায় আহ্বান জানান এবং প্রশিক্ষণে অর্জিত জ্ঞান যার যার অবস্থান থেকে তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন বাস্তবায়নাধীণ ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া সারকারখানা উৎপাদনে গেলে বিসিআইসিকে বিদেশ থেকে সার আমদানি করতে হবে না। ফলে সার আমদানি ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক সম্মেলন ২০২১ অনুষ্ঠানে সংস্থার পরিচালক (বাণিজ্যিক) মোঃ আলিম উল আহসান বলেন, বিসিআইসি শুধু সার উৎপাদন করেনা সার বিতরন ব্যবস্থাপনাও সফলভাবে করে আসছে। এ জন্য তিনি সংশ্লিষ্ঠ সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি কারখানা ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণকে নিউক্লিয়াস হিসেবে গণ্য করে দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কারখানার উৎপাদনশীলতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কারখানার নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদনের লক্ষ্যে ওভারহোলিং কার্যক্রম নিয়মিত করার জন্য পরিকল্পনা তৈরি করে বস্তবায়নের ওপর জোর দেন। সময়মতো পরিকল্পনা করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় মেরামত/সম্পন্ন করার আহ্বান জানান। তিনি সার বিতরণ ব্যবস্থাপনার জন্য বাফার গোডাউনের গুরুত্বপূর্ন ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। সার সংরক্ষণ এবং বিতরনকালে যাতে সারের অপচয় না হয় এ ব্যাপারে বাফার গোডাউন ইনচার্জদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে পরিচালক (অর্থ) জেসমিন নাহার বলেন, কারখানাগুলো বিসিআইসির প্রাণকেন্দ্র। কারখানা লাভজনক হওয়ায় অর্থই বিসিআইসি লাভজনক হওয়া। তিনি টেকনিক্যাল এক্সপার্ট তৈরি করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বিসিআইসির পণ্যের প্রচার এবং প্রসারের জন্য জেলা-উপজেলা পর্যায়ে সেল সেন্টার করা যেতে পারে বলে মতামত ব্যক্ত করেন। পরিচালক (উৎপাদন ও গবেষণা) শাহীন কামাল সম্মেলন আয়োজনের যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। তিনি এ এফসিসিএল এবং জেএফসিএলকে সময়মতো ওভারহোলিং সম্পন্ন করার নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি এনার্জি ইফিসিয়েন্সি বাড়ানোর জন্য steam loss কমানোর জন্য steam trap/insulation মেরামত/পরিবর্তনের ওপর জোর দেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক সম্মেলন ২০২১ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন। কারখানার উৎপাদনের স্বার্থে গ্যাস প্রেসার ঠিক রাখার ডেডিকেটেড গ্যাসলাইন, ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর মাধ্যমে পানির সমস্যা দূরীকরণ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এ ছাড়াও করোনা কালীন সার উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য সরকার ঘোষিত প্রনোদনা প্রদানের জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উক্ত সম্মলনে উর্ধ্বতন মহাব্যবস্থাপক মোঃ ছাকী হোসেন বলেন শিফট এলাউন্স যৌক্তিকীকরন করার উদ্যেগ গ্রহন করা হয়ছে। তিনি কেন্দ্রীয় ক্যাডারভুক্ত সকল কর্মকর্তাদের (বিভিন্ন কারখানায় কর্মরত) বেতন/ভাতা প্রধান কার্যালয় থেকে প্রদানের অনুরোধ করেন। তিনি কারখানার সম্পত্তির হালনাগাদ তথ্য/খরিজ/মামলা নিষ্পত্তি/বাউন্ডারি ওয়াল দেওয়া এবং আইনী জটিলতা নিষ্পত্তির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

গত ২৭ জুন ২০২১ তারিখ বিসিআইসি প্রধান কার্যলয়ে অনুষ্ঠিত হয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক সম্মেলন ২০২১। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা। অনুষ্ঠানে সংস্থার পরিচালক, কর্পোরেট ডিরেক্টর, কর্মচারী প্রধান, বিভাগীয় প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন। ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালকরা।

বেকার যুব সমাজের কর্মসংস্থান তৈরি করছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি বলেন, দেশে বেকার যুব সমাজের ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাত। এ খাতের উন্নয়নে সব ধরনের সহায়তা দিচ্ছে এসএমই ফাউন্ডেশন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় সারা দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের পণ্য উৎপাদন, বাজার সংযোগ সৃষ্টি এবং দক্ষতা উন্নয়নে কাজ করছে এসএমই ফাউন্ডেশন। এসব উদ্যোগের ফলে দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য আজ সারা বিশ্বে রপ্তানি হচ্ছে। কোভিড-১৯ এর মধ্যেও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ও গ্রামে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা ছোট ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারা নিজেরাই নিজেদের কর্মসংস্থান তৈরি করছে। এ সকল উদ্যোক্তাদের জন্য দরকার দক্ষতা উন্নয়ন। এসএমই ফাউন্ডেশনের দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম দেশে দক্ষ উদ্যোক্তা তৈরির প্রয়াস আরো জোরদার করবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমই ফাউন্ডেশন) এবং The United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত আন্তর্জাতিক 'এমএসএমই দিবস ২০২১' উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী গত ২৭ জুন ভার্চুয়ালি এ সব কথা বলেন। এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ আখতার হোসেন, শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা এবং এফবিসিসিআই'র প্রেসিডেন্ট মো: জসিম উদ্দিন। এতে সম্মানিত অতিথি হিসেবে অংশ নেন ইউএনআইডিও দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক প্রতিনিধি ভান বার্কেল রেনে (Mr. Van Berkel Rene)। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান। শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি বলেন, অর্থনীতিতে কটেজ, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (সিএমএসএমই) খাতের অবদান অনস্বীকার্য। জাতীয় অর্থনীতিতে এখাতের অবদান আরও বৃদ্ধি করতে হবে। সিএমএসএমই খাতের জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে কাজ করছে এসএমই ফাউন্ডেশন। বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এসএমই খাতের অবদান ২৫ শতাংশ। এসএমই নীতিমালা ২০১৯ অনুযায়ী ২০২৪ সালের এসএমই খাতের অবদান ৩২ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনে এসএমই ফাউন্ডেশনের জন্য বিশেষ বরাদ্দ রাখতে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর প্রতি অনুরোধ জানান শিল্প প্রতিমন্ত্রী। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের তরুণ ও যুব সমাজ এখন চাকরি খুঁজছে না, নিজেরাই চাকরি দেওয়ার ব্যবস্থা করছে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাত। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্যোক্তা গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রত্যন্ত দ্বীপ জেলা ভোলা থেকে ২০১০ সালে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার গড়ে তুলেছিলেন। বর্তমানে ৭ হাজার ডিজিটাল সেন্টারে ১৩ হাজার উদ্যোক্তা কাজ করছে। আইসিটি খাতে ২০২৫ সালের মধ্যে ৩০ লক্ষাধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে বলেও জানান তিনি। সভাপতির বক্তব্যে এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান বলেন, এসএমই উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন, অর্থায়ন, বাজার সংযোগ সৃষ্টিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা বাস্তবায়নে কাজ করছে এসএমই ফাউন্ডেশন। জাতীয় অর্থনীতিতে এসএমই খাতের অবদান বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সরকারের দ্বিতীয় দফা প্রণোদনা প্যাকেজের মধ্যে বরাদ্দকৃত ১০০ কোটি টাকা ২৪ জুনের মধ্যে বিতরণ করতে সক্ষম হয়েছে এসএমই ফাউন্ডেশন। কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপটে ডিজিটাল মার্কেটিং প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার বৃদ্ধিতে উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে এসএমই ফাউন্ডেশন। উল্লেখ্য, 'আন্তর্জাতিক এমএসএমই দিবস ২০২১' উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রথমবারের মতো এসএমই ফাউন্ডেশন এবং UNIDO'র যৌথ উদ্যোগে ভার্চুয়ালি আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। এবারের 'আন্তর্জাতিক এমএসএমই দিবস ২০২১' এর প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'MSMEs: Key to an inclusive and sustainable recovery'

চামড়া সংগ্রহ ও সংরক্ষণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান শিল্পমন্ত্রীর

আসন্ন ঈদ-উল-আজহায় কোনোভাবেই চামড়া সংগ্রহ ও সংরক্ষণে যাতে অব্যবস্থাপনা তৈরি না হয়, সেদিকে সবাইকে লক্ষ্য রাখার আহ্বান জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। তিনি বলেন, কোরবানির চামড়া সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ লবণের মজুদ রয়েছে। করোনা পরিস্থিতি বিবেচনা করে কোরবানীর চামড়া ছাড়ানো, সংগ্রহ ও সরংক্ষণে স্বাস্থ্যগত সুরক্ষার বিষয়ে জনগণকে সচেতন করতে বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি আরও বলেন, কোরবানীর জন্য দেশে পর্যাপ্ত সংখ্যক গবাদি পশু রয়েছে এবং কোনো গবাদি পশু আমদানি করতে হবে না। আসন্ন ঈদে যাতে দেশে অবৈধভাবে গবাদি পশু প্রবেশ করতে না পারে এবং পশুর চামড়া যেন পাচার না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। চামড়াখাতের উন্নয়নে সুপারিশ প্রদান ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে টাস্কফোর্সের তৃতীয় সভায় (ভার্চুয়ালি) সভাপতিত্বকালে শিল্পমন্ত্রী গত ২১ জুন এসব কথা বলেন। সভায় বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি এমপি, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন এমপি, শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী পরিচালক মো: সিরাজুল ইসলাম, শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা, বিসিক চেয়ারম্যান মোশতাক হাসান এনডিসি, জননিরাপত্তা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোঃ শাহেদ আলী, অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো: সাইদুর রহমান, বাংলাদেশ ট্যানার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি মোঃ শাহিন আহমেদ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। সভায় জানানো হয়, আসন্ন ঈদ-উল-আজহা ২০২১ উপলক্ষে ট্যানারি মালিকদের সহজশর্তে ঋণ প্রদান এবং চামড়া ব্যবসায়ীদের পূর্বের ঋণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থবিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সংশিষ্ট সবাইকে নিয়ে দ্রুত সভা করা হবে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় শীঘ্রই সভা করে চামড়ার মূল্য নির্ধারণ করবে। সঠিকভাবে পশুর চামড়া ছাড়ানো, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যগত সুরক্ষার বিষয়সমূহ বিজ্ঞাপন/টিবিসি আকারে বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। আসন্ন ঈদে দেশে অবৈধভাবে পশু প্রবেশ করতে না পারে এবং পশুর চামড়া যাতে পাচার না হয় সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে হবে। এ ছাড়া, টাস্কফোর্সের কর্মপরিধি (টিওআর) অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করার জন্য সাব কমিটি গঠন করা হবে। সভায় আরও জানানো হয়, আসন্ন ঈদ-উল-আজহা উপলক্ষে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সহায়তায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন উদ্যোগে মসজিদের ইমাম, মৌসুমী চামড়া ব্যবসায়ী, চামড়া ছড়ানোর সঙ্গে জড়িতদের চামড়া ছড়ানো ও সংরক্ষণের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে এবং বাকি দিনগুলোতে আরও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। সভায় তথ্য মন্ত্রণালয় ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলের মাধ্যমে ঈদ-উল-আজহার কয়েকদিন পূর্ব হতে টেলিভিশনে জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন প্রচারসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারণা কার্যক্রম চালানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, খুব শীঘ্রই ব্যবসায়ীদের নিয়ে চামড়ার মূল্য নির্ধারণের সভা করা হবে এবং নির্ধারিত মূল্যে চামড়া ক্রয় বিক্রয়ের জন্য মনিটরিং টিম গঠন করতে হবে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী বলেন, কোরবানির পশু জবাইয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্মতভাবে বিধি নিষেধ অনুসরণ করতে হবে। যেখানে সেখানে কোরবানির পশু জবাই করা যাবে না। বিশেষ করে, রাস্তার ওপর কোরবানির পশু জবাই করা যাবে না। সভায় শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, চামড়া ব্যবসায়ীরা যাতে চামড়া সঠিকভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে পারে, সে জন্য স্থানীয় প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। চামড়া সঠিকভাবে ছাড়ানো, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারণা বাড়াতে হবে এবং চামড়ার ন্যায্য মূল নিশ্চিত করতে হবে। জননিরাপত্তা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোঃ শাহেদ আলী বলেন, কোরবানিকে কেন্দ্র করে অবৈধ গবাদি পশু আসা এবং কোরবানির পশুর চামড়া চোরাচালান প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়ে পুলিশ মহাপরিদর্শক, মহাপরিচালক বিজিবি, ঢাকা ও মহাপরিচালক বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, ঢাকাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হবে। ঈদের দিন ও পরদিন চামড়া নিয়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং এ সময় যাতে কোনো গুজব না ছড়ায়, সে বিষয়ে পুলিশকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হবে। সমাপনী বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী বলেন, তৈরি পোশাক শিল্পের পরেই চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য শিল্পের অবস্থান। করোনা পরিস্থিতির উত্তরণ ঘটিয়ে চামড়া শিল্পখাত যাতে ঘুরে দাঁড়াতে পারে সে লক্ষ্যে ট্যানারী মালিক, আড়তদার, চামড়াখাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকসহ সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। বিগত বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে আসন্ন ঈদ-উল-আযহার সময় চামড়ার সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে সরকার কাজ করছে।

সবচেয়ে বড় মেধাসম্পদ ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি বলেন, বাংলাদেশ এবং বঙ্গবন্ধু একটা থেকে আরেকটা আলাদা করা যায় না। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মেধাসম্পদ ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বাংলাদেশের ডিজাইন করেছেন, দিয়েছেন পেটেন্ট। বঙ্গবন্ধুর চেয়ে বড় ডিজাইনার আর কেউ নাই। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু'র স্বপ্ন, ডিজাইন ও নির্দেশনা দিয়েই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল। তাঁরই কারণে বাংলাদেশ হলো, একটি জাতি হলো এবং একটি মানচিত্রের জন্ম নিলো। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু'র সুযোগ্য উত্তরাধিকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে আমরা আজকের জায়গায় এসে পৌঁছেছি। কোভিডকালীন প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে জীবন ও জীবিকা নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। তিনি বলেন, করোনা মহামারির মধ্যেও আমাদের কোনো কিছু বন্ধ হয়ে যায়নি, সংকিত হয়ে যাইনি এমনকি থেমেও যায়নি। আমাদের শিল্প ব্যবসায়ী উদ্যোক্তারা যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তালমিলিয়ে আমাদের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে সক্ষম হয়েছি। শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস্ অধিদপ্তরের (ডিপিডিটি) উদ্যোগে আয়োজিত 'জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে মেধাসম্পদ' শীর্ষক সেমিনার এবং বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস ২০২১ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী এ সব কথা বলেন। রাজধানীর অফিসার্স ক্লাবে গত ১৭ জুন এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানার সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন মাননীয় শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন ডিপিডিটি'র ডেপুটি রেজিস্ট্রার মো: ওবায়দুর রহমান। মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব লুৎফুন নাহার বেগম এবং মো: সানোয়ার হোসেন। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডিপিডিটি'র রেজিস্ট্রার মো: আবদুস সাত্তার। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিশ্ব সৃজনশীলতার প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যেতে হলে দেশের সফল গবেষক, প্রযুক্তিবিদ, শিল্পপতি, ব্যবসায়ীসহ সংশিষ্ট সকলকে মেধাসম্পদ সংরক্ষণ এবং এর যথাযথ ব্যবহারে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু অনেক আগেই উপলব্ধি করেছিলেন দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য মেধাসম্পদকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে। মেধাসম্পদকে সংরক্ষণ ও কাজে লাগাতে হলে এর গুরুত্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, গবেষণা বাড়াতে হবে, ট্রেনিং বাড়াতে হবে এবং সবাইকে সচেতন হতে হবে। সভাপতির বক্তব্যে শিল্পসচিব বলেন, সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমেই কেবল একটি দেশের উন্নয়ন করা সম্ভব। এ জন্য মেধাসম্পদের যথাযথ ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের মাধ্যমেই সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব। আর এ লক্ষ্যে মেধা সম্পদ সংরক্ষণে অগ্রণী প্রতিষ্ঠান পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস্ অধিদপ্তর তথা শিল্প মন্ত্রণালয় এক সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। ডিপিডিটি'র রেজিস্ট্রার বলেন, পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস্ অধিদপ্তর মেধাসম্পদ সংরক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করছে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে আমরা ৬ হাজার ২১টি পেটেন্ট সনদ, ১৮ হাজার ৪৯৮টি ডিজাইন সনদ এবং ৬২ হাজার ৬০৯টি ট্রেডমার্কস্ নিবন্ধন সনদ প্রদান করেছি। আমরা বাংলাদেশের ইলিশ, জামদানি, ঢাকাই মসলিম, খিরসাপাত আম, চিনিগুড়া ও কাটারীভোগ চাল, শতরঞ্জি, রাজশাহী সিল্ক এর ভৌগোলিক পণ্যের নিবন্ধন সনদ প্রদান করেছি। এছাড়াও আমরা অনলাইন সেবা চালু করেছি, যার মাধ্যমে সেবাগ্রহীতা এখন ঘরে বসে নিবন্ধন সেবা নিতে পারছে। পরে মন্ত্রী পেটেন্ট, ডিজাইন, ট্রেডমার্কস্ এবং ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের (জিআই) সনদ প্রদান করেন। 'পেটেন্ট' এ বিজয় ডিজিটালের মোস্তাফা জব্বার ও হিসাব লিমিটেডকে এবং 'ডিজাইন' এ বিডি ফুড লি., জিহান পাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ, আমান প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজকে এবং 'ট্রেডমার্কস' এ মোহনা টেলিভিশন লি., একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম, ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লি., স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল লি., গোল্ডেন ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল বিডি, প্রাণ আরএফএল গ্রুপ লি. এবং ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড-কে সনদ প্রদান করেন। এছাড়া, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (জিআই) হিসেবে ঢাকাই মসলিন বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ শাহ আলম, রংপুরের শতরঞ্জি বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের (বিসিক) চেয়ারম্যান মো: মোশতাক হাসান (এনডিসি), রাজশাহী সিল্ক বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মু. আবদুল হাকিম, বিজয়পুরের সাদা মাটি নেত্রকোণার জেলা প্রশাসক কাজি মো: আবদুর রহমান, দিনাজপুরের কাটারীভোগ ও বাংলাদেশ কালিজিরা বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউশনের (ব্রি) মহাপরিচালক ড. মো: শাহজাহান কবীর-কে সনদ প্রদান করেন।

করোনা মহামারি সত্বেও বাংলাদেশে শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা চলমান রয়েছে

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারী সত্বেও বাংলাদেশে শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা চলমান রয়েছে। বেসরকারি খাত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি। আমাদের সরকার শিল্পবান্ধব সরকার, বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে শিল্পায়নকে সরকার সব সময় অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে। আমাদের সরকার শিল্পে সকল প্রকার বিনিয়োগকে উৎসাহিত করছে। বর্তমান বাজেটে দেশীয় শিল্পের উন্নয়নের গুরুত্ব দিয়ে শিল্পবান্ধব বাজেট প্রস্তাব করা হয়েছে। নেসলে বাংলাদেশ লিমিটেড গাজীপুরের শ্রীপুরে তাদের অত্যাধুনিক 'ইনফ্যান্ট ফর্মুলা প্রসেসিং, ফিলিং এবং প্যাকেজিং প্ল্যান্ট' এর ভার্চুয়ালি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী গত ১৬ জুন এ সব কথা বলেন। নেসলে বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দীপাল আবেইউইক্রেমা (Deepal Abezwicrkrema) এর সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটির (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান মোঃ সিরাজুল ইসলাম খান। শিল্পমন্ত্রী বলেন, আমি ২০১৯ সালে অক্টোবরে সুইজারল্যান্ডের নেসলের হেড কোয়ার্টার, কোনলফিঙ্গান ফ্যাক্টরি (Konolfingan Factory) এবং নেসলে গবেষণা কেন্দ্র পরিদর্শন করেছি এবং সেই সময়ে নেসলের নেতৃত্ব দানকারী দলের সঙ্গে বাংলাদেশে তাদের বিশ্বমানের কারখানা স্থাপনে বিনিয়োগের বিষয়ে আলোচনা করেছি। এটি আমার কাছে সন্তুষ্টির বিষয় যে, নেসলে তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে। নেসলে বাংলাদেশ করোনা মহামারির মধ্যেও তারা এ প্ল্যান্ট স্থাপনের মাধ্যমে বিনিয়োগ করেন। এতে দেশে শিল্পায়ন বৃদ্ধির পাশাপাশি অধিকহারে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে।

বিসিকের 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' কে 'নন স্টপ সার্ভিস' রূপে সেবা দিতে হবে

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি বলেছেন, বিসিকের 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' কে 'নন স্টপ সার্ভিস' রূপে সেবা দিতে হবে। 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' যেন কার্যকর "ওয়ান স্টপ সার্ভিস'ই হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ওয়ান স্টপ সার্ভিস যেমন আনন্দের, তেমনি এর দায়িত্বও অনেক বেশি। বিসিকের অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের মত এই 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' যেন সফল হয়। বিসিকের 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' সেন্টার উদ্বোধনের মাধ্যমে নতুন যুগের সূচনা হলো। এর ফলে নতুন নতুন বিনিয়োগ ও শিল্পায়নের গতি ত্বরান্বিত হবে, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) এর 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' (One Stop Service)-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী এ সব কথা বলেন। গত ১৩ জুন 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিসিক-এর চেয়ারম্যান মোঃ মোশতাক হাসান এনডিসি এতে সভাপতিত্ব করেন। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কে এম আলী আজম, শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা এবং এফবিসিসিআই'র সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, দেশ শিল্পায়নের কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে আমাদের সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের মত বাংলাদেশে শিল্পায়নে আমরা নতুন ইতিহাস তৈরিতে সক্ষম হবো। বিসিকের চলমান কার্যক্রম এই ইতিহাস তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। এ ক্ষেত্রে শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদেরও অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি আরও বলেন, জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' এর কোনো বিকল্প নাই। কেননা বাংলাদেশের জনগণের জীবনমান দ্রুত উন্নয়নের স্বার্থে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ ও পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশের উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারীকে প্রয়োজনীয় সকল সেবা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো ধরণের ভোগান্তি ছাড়াই নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এই ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করা হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। বিশেষ অতিথি বক্তব্যে শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিসিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস শিল্পায়নের জন্য সত্যি এক মাইলফলক। কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তাদের দ্রুততম সময়ে হয়রানিমুক্ত সেবা প্রদানের নিমিত্তে ওয়ান স্টপ সার্ভিস এর কোনো বিকল্প নেই। ওয়ান স্টপ সার্ভিস এর মাধ্যমে উদ্যোক্তাগণ দ্রুততম সময়ে হয়রানিমুক্ত সেবা পাবেন। তিনি বলেন, এক সময় আমাদের দেশে শিল্প স্থাপন বা ব্যবসায়ী উদ্যোগকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় ছিল দাপ্তরিক হয়রানি এবং জটিলতা। ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করার মাধ্যমে আমাদের দেশ সে অবস্থা থেকে উত্তরণ লাভ করবে বলে আমার বিশ্বাস। সভাপতির বক্তব্যে বিসিক চেয়ারম্যান বলেন, ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালুর ফলে বিনিয়োগে আগ্রহী উদ্যোক্তাগণকে দ্রুততম সময়ে সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এতে বিসিক শিল্পনগরীগুলোতে নতুন দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট হবে ও দেশে পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন গতিশীল হবে। দেশে পরিবেশবান্ধব শিল্পায়নের মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ সম্ভব হবে। তিনি আরও বলেন, ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালুর ফলে বিসিক শিল্পনগরীগুলোতে বিদেশি বিনিয়োগ হবে এবং Doing Business Ranking এ বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান থেকে উত্তরণ সম্ভব হবে।

বিসিকের 'নন স্টপ সার্ভিস' এর শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির সভায় বক্তব্য দেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি, উপস্থিত ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী, কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি

অর্থনীতিকে শক্তিশালী ও টেকসই উন্নয়নের জন্য সিএমএসএমই খাতকে সম্প্রসারিত করার বিকল্প নেই

অর্থনীতিকে শক্তিশালী ও টেকসই উন্নয়নের জন্য কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি (সিএমএসএমই) শিল্প খাতকে সম্প্রসারিত করার কোনো বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। তিনি বলেন, করোনা মহামারির মধ্যেও বিসিক শিল্পনগরী এলাকাগুলোতে উৎপাদন অব্যাতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে সিএমএসএমই শিল্পখাতকে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এ খাত কর্মসংস্থান, জিডিপি প্রবৃদ্ধি, নারীর আর্থিক ক্ষমতায়ন ও রপ্তানি আয় বাড়াতে উলেখযোগ্য অবদান রাখছে। ২০২৬ সালের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে এলডিসি গ্রাজুয়েশন, ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সাল নাগাদ শিল্পোন্নত বাংলাদেশ গড়ার মতো সরকারের নির্ধারিত উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো অর্জনে এ খাত ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রিজম প্রকল্পের টেকনিক্যাল অ্যাসিসটেন্স কম্পোনেন্ট ও ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) আয়োজিত 'Impact of Covid-19 on CMSMEs and Understanding thier Recovery: Evidence from BSCIC Industrieral Estates' শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী গত ০৬ জুন ভার্চুয়ালি এসব কথা বলেন। ইআরএফ এর প্রেসিডেন্ট, শারমিন রিনভী সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত ও হেড অব ডেলিগেশন রেনজি থ্রিংক (Rensje Teerink), বিসিকের চেয়ারম্যান মোশতাক হাসান এনডিসি এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) মো: গোলাম ইয়াহিয়া। শিল্পমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশ এখন স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা ভোগ করেছে। যা জাতির জন্য এক মহান গৌরবের বিষয়। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, তথ্য-প্রযুক্তি, নারীর ক্ষমতায়ন, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিসহ আর্থসামাজিক প্রতিটি সূচকে এগিয়েছে বাংলাদেশ। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর এই ক্ষণে সমৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী সম্মিলিতভাবে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে রেনজি থ্রিংক কোভিড-১৯ এর আর্থিক ক্ষতি মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকারের গৃহিত পদক্ষেপের প্রশংসা করেন। করোনা মহামারিতে যারা কর্ম হারিয়েছে, তাদের দ্রুত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে সিএমএসএমইখাতের আরও নজর বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। তিনি বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন মানবিক সহায়তার পাশাপাশি স্বাস্থ্যখাতে সমস্যা নিরসন, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও পানি সুবিধা নিশ্চিতসহ করোনা মহামারির গবেষণা খাতকে শক্তিশালী করতে জোর দিচ্ছে। ভবিষ্যতেও ইইউ বাংলাদেশের পাশে থাকবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বিএবি কর্তৃক অ্যাক্রেডিটেশন প্রদান

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) এ পর্যন্ত খাদ্য, মৎস্য, কৃষি, পোশাক রপ্তানি, স্বাস্থ্যসেবা ও ঔষধশিল্প খাতের ৬২ টি টেস্টিং ল্যাবরেটরি, ১৩ টি ক্যালিব্রেশন ল্যাবরেটরি, ০৩ টি মেডিকেল ল্যাবরেটরি, ১৪ টি পরিদর্শন সংস্থা ও ০৩ টি সনদ প্রদানকারী সংস্থাসহ দেশীয় ও বহুজাতিক মোট ৯৫ টি প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মান অনুসারে এ্যাক্রেডিটেশন প্রদান করেছে। ফলে দেশে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার মানোন্নয়ন এবং রপ্তানি বাণিজ্যে কারিগরি বাধা দূরীকরণের মাধ্যমে বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশি পণ্য ও সেবার চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে সহায়তার পাশাপাশি রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণ তথা দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে।

ঢাকায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত বিএবি'র সার্বিক কর্মকাণ্ড উপস্থাপনা বিষয়ক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএবি'র চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) ও শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা। এতে সভাপতিত্ব করেন বিএবি'র মহাপরিচালক মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম (অতিরিক্ত সচিব)

প্রান্তিক জনগোষ্ঠির অর্থনীতি সচল থাকলে দেশে উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে

এসএমই ফাউন্ডেশনের 'ক্রেডিট হোল সেলিং' ঋণ কর্মসূচির উদ্বোধন এবং ঋণের চেক হস্তান্তর করছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি এবং শিল্পসচিব জাকিয়া সুলতানা।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠির অর্থনীতি সচল থাকলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে বলে মন্তব্য করেছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। তিনি বলেন, তৃণমূল উদ্যোক্তারা যেভাবে অর্থনীতিকে সচল রেখেছেন, তাতে করোনা মহামারির মধ্যেও জীবন ও জীবিকা চলমান রয়েছে। প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণ প্রদানে যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। করোনার মহামারীর মধ্যে জাতীয় অর্থনীতি সচল রাখার ক্ষেত্রে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় কোভিড-১৯ এর প্রথম ঢেউ যেভাবে মোকাবিলা করা হয়েছে, সেভাবেই আমরা দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলা করতে সক্ষম হচ্ছি। তৃতীয় বিশ্বের একমাত্র উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ প্রথম করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে টিকা প্রদানে সক্ষম হয়েছে। এ টিকা তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দিতে আমরা সক্ষম হয়েছি। করোনা মহামারির কারণে ক্ষতিগস্ত গ্রামীণ অর্থনীতি পুনরুদ্ধার এবং পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত দ্বিতীয় দফার প্রণোদনার আওতায় এসএমই ফাউন্ডেশনের 'ক্রেডিট হোল সেলিং' ঋণ কর্মসূচির উদ্বোধন এবং ঋণের চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী এ সব কথা বলেন। গত ২৭ মে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো: মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন মাননীয় শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি এবং শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, সত্যিকার অর্থে যারা প্রণোদনা পাওয়ার যোগ্য, তারাই যেন প্রণোদনা ঋণ পায়। প্রণোদনা ঋণ পেতে উদ্যোক্তারা যেন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অযথা হয়রানির স্বীকার না হয়। তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যোগ্য নেতৃত্বে করোনা মহামারির প্রভাব সফলভাবে মোকাবিলা করে আমরা অদম্য অগ্রযাত্রায় এগিয়ে যাচ্ছি। এক্ষেত্রে মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের প্রতিও আমাদের বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান এবং কৃতজ্ঞা প্রকাশ করেন তিনি। বিশেষ অতিথি বক্তব্যে শিল্পসচিব বলেন, প্রকৃতা ক্ষতিগ্রস্তদের হাতেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণ তুলে দিতে হবে। বিশেষ করে প্রান্তিক নারী ও শারীরিকভাবে অক্ষম উদ্যোক্তাদের গুরুত্ব দিয়ে এই ঋণ বিতরণ করতে হবে। তৃণমূল উদ্যোক্তারা উপকৃত হলেই এসএমইখাতের প্রকৃত উন্নয়ন বৃদ্ধি পাবে। উল্লেখ্য, প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় উদ্যোক্তাগণ ৪% সুদে ঋণ পাবেন। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের পরিমাণ হবে সর্বনিম্ন ১ লাখ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৭৫ লাখ টাকা পর্যন্ত। ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ২৪টি সমান মাসিক কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করা যাবে। এসএমই ফাউন্ডেশনের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৩০০ কোটি টাকার মধ্যে চলতি অর্থবছরে ১০০ কোটি টাকা এবং আগামী অর্থবছরে ২০০ কোটি টাকা বিতরণ করা হবে। এই ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে সরকার নির্দেশিত সব ধরনের নির্দেশনা অনুসরণ করা হবে। এরইমধ্যেই ১১টি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ঋণ বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এসএমই ফাউন্ডেশন। প্রণোদনা প্যাকেজের মোট ঋণের ২৫-৩০% নারী-উদ্যোক্তাদের মাঝে বিতরণের লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে।

রপ্তানি বৃদ্ধিতে পণ্যের হালাল সার্টিফিকেশন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে বিএসটিআই

বিএসটিআই আয়োজিত বিশ্ব মেট্রোলজি দিবস উদযাপন উপলক্ষে ভার্চুয়ালি আলোচনা সভায় উপস্থিত আছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি এবং শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা।

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি বলেন, রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিএসটিআই'র মাধ্যমে পণ্যের হালাল সার্টিফিকেশন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বিএসটিআই'র সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ল্যাবের আধুনিকায়ন ও মাঠ পর্যায়ে বিএসটিআই'র কার্যক্রম সম্প্রসারণসহ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, করোনা মহামারির ক্ষতি কাটিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা বেগবান করতে পরিবেশবান্ধব ও গুণগত মানসম্পন্ন শিল্পায়ন জরুরি। জাতীয় মান প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এই গুরু দায়িত্ব বিএসটিআই-এর ওপর বর্তায়। সকল ক্ষেত্রে সঠিক ওজন ও পরিমাপক যন্ত্রের পরিমাপে সঠিকতা নিশ্চিত করতে বিএসটিআই'র কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) আয়োজিত বিশ্ব মেট্রোলজি দিবস উদযাপন উপলক্ষে "শিল্পোন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর ভাবনা: পণ্য ও স্বাস্থ্য সেবায় পরিমাপের গুরুত্ব" শীর্ষক ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী গত ২০ মে এসব কথা বলেন। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি এবং শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিএসটিআই'র মহাপরিচালক ড. মোঃ নজরুল আনোয়ার এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মেট্রোলজির পরিচালক প্রকৌশলী শামীমা আরা বেগম। শিল্পমন্ত্রী আরও বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৃণমূল পর্যায়ে শিল্পায়নের ধারা অব্যাহত রেখে টেকসই ও সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে দেশকে এগিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশে আজ শিল্পায়নসহ সকল ক্ষেত্রে অপ্রতিরোধ্য গতিতে উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। এ উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখে ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণ বর্তমান সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকার। এ অঙ্গীকার পূরণে সরকার জনগণের জীবন-মান উন্নয়নে ব্যাপক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পণ্য ও সেবার মান উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের শিল্প উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি শিল্প পণ্য উৎপাদনসহ ক্রয় বিক্রেয়ের সকল ক্ষেত্রে সঠিক ওজন ও পরিমাপ নিশ্চিত করাতে ভোক্তা, শিল্প উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী এবং বিএসটিআই এর প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা ও দূরদর্শী নেতৃত্বে জিডিপিতে শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধির হার দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। দেশ আজ শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। শিল্প সচিব বলেন, স্বাস্থ্য- চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওজন ও পরিমাপে পরীক্ষণ যন্ত্রসমূহের সঠিকতা নির্ণয়েও বিএসটিআই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। স্বাস্থ্য পরীক্ষায় ব্যবহৃত যন্ত্রাংশের কোন ত্রুটি থাকলে উহা রোগ-ব্যাধি নির্ণয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সঠিকভাবে ডায়াগনোসিস করা না গেলে যথাযথ চিকিৎসা সম্ভব হবে না। তাই সকল ক্ষেত্রে সঠিক পরিমাপ নিশ্চিত করা জরুরি। ওজন ও পরিমাপক যন্ত্রের পরিমাপে সঠিকতা নিশ্চিতে ভোক্তা, ব্যবসায়ী ও শিল্পোদ্যোক্তাগণসহ সবাইকে সঠিক পরিমাপের বিষয়ে অধিকতর সচেতন হতে হবে। এক্ষেত্রে বিএসটিআই'র কার্যক্রম আরও জোরদারের আহ্বান জানান তিনি। বিএসটিআই'র মহাপরিচালক স্বাগত বক্তব্যে বলেন, মানসম্পন্ন পণ্য এবং সঠিক ওজন ও পরিমাপ নিশ্চিককরণে ১০ জেলায় আঞ্চলিক এবং ৩ জেলায় বিএসটিআই'র জেলা কার্যালয় স্থাপন করা হয়। এছাড়া, লোগোর নিরাপত্তা বিধানে অনলাইন কিউআর কোড সংবলিত সার্টিফিকেট প্রদান, নতুন নতুন পণ্য পরীক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য ল্যাবরেটরি স্থাপনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে উল্লেখ করেন। উল্লেখ্য, পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ এবং ওজন ও পরিমাপে কারচুপিরোধে বিগত ১০ মাসে (জুলাই ২০২০-এপ্রিল ২০২১) মোট ৮৯০টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ১ হাজার ৪৮৯টি মামলা দায়ের এবং ৬ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়। এ সময়ে ১ হাজার ৫০৪টি সার্ভিল্যান্স পরিচালনার মাধ্যমে ৫০৯টি মামলা দায়ের করা হয়।

এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক অনলাইনে আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা ২০২১ আয়োজন

এসএমই উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন প্রতি বছর 'আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা' আয়োজন করে। দেশের সব বিভাগীয় শহর, জেলা এবং প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এসএমই প্রতিষ্ঠান তাদের উৎপাদিত পণ্য নিয়ে এই মেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে। চলমান করোনা পরিস্থিতি বিবেচনায় জনসমাগম এড়াতে এবং সরকারের নির্দেশনার আলোকে এসএমই ফাউন্ডেশন সরকারের a2i, ekShop এর কারিগরি সহায়তায় ৩ মে-৩১ জুলাই ২০২১ ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে ৩৮টি জেলার উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে 'আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা ২০২১' (www.smemelabd.com) আয়োজন করেছে। জেলাগুলো হলো- ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, বরিশাল, সিলেট ও ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, নড়াইল, বাগেরহাট, বগুড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, পাবনা, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, ঝালকাঠি, বরগুনা, হবিগঞ্জ, জামালপুর ও নেত্রকোনা। ৩ মে ২০২১ অনলাইনে আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলার উদ্বোধন করেন এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমান। এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে এ টু আই এর প্রতিনিধি অনলাইন মেলা সম্পর্কে একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদের সদস্য, এসএমই ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ, এটুআই এর কর্মকর্তা ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন। মেলায় অংশগ্রহণের জন্য কোনো রেজিস্ট্রেশন ফি নেই। মেলায় একইসাথে পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রয়ের পাশাপাশি সারাদেশে পণ্য ডেলিভারি এবং ক্রেতা-বিক্রেতার ভিডিও চ্যাট করার ব্যবস্থা রয়েছে। মেলার ওয়েবসাইট www.smemelabd.com এ অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন ও পণ্য আপলোড করা যাবে। এ ছাড়াও এ বিষয়ে অন্য কোনো তথ্যের জন্য এসএমই ফাউন্ডেশনে যোগাযোগ করা যাবে।

নিবন্ধন ও প্রোডাক্ট আপলোড করার পদ্ধতি: মেলার ওয়েবসাইটে নিবন্ধনের জন্য প্রবেশ করে বিক্রেতা নিবন্ধন-এ ক্লিক করে, আবেদন ফরম পূরণ করে সাবমিট বাটনে ক্লিক করতে হবে। তারপর আবেদন ফরমে উল্লিখিত মোবাইল নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করে ড্যাসবোর্ডে পণ্যের ছবি, বিবরণ ইত্যাদি তথ্য দিয়ে প্রোডাক্ট আপলোড করা যাবে।

এসএমই উদ্যোক্তাদের মেধাস্বত্ব সংরক্ষণে রেজিস্ট্রেশনের আহ্বান

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি বলেন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের (এসএমই) মেধাস্বত্বকে যথাযথ প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণের জন্য রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। এসএমই খাতকে অর্থনৈতিকভাবে আরও সমৃদ্ধ ও টেকসই করতে এ খাতের উদ্যোক্তাদের মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ করতে হবে। এসএমই খাতসহ সকল শিল্প ক্ষেত্রের গুরুত্বারোপ করে নতুন পেটেন্ট আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। মেধাস্বত্ব একটি প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে বড় সম্পদ, বিশেষ করে এখন এসএমই খাতের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সৃজনশীল মেধাস্বত্ব সুরক্ষা ও সংরক্ষণে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে কাজ করছে। বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদযাপন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের আইন অনুষদ আয়োজিত "Protection of IP Rights in Bangladesh with special reference to SMEs" শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী গত ২৪ এপ্রিল এ সব কথা বলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডিন, প্রফেসর ড. মোঃ রহমত উলাহ এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ তৌহিদুল ইসলাম। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আইপি কাউন্সিলর ফর সাউথ এশিয়া অফ দ্য ইউএস পেটেন্ট অ্যাণ্ড ট্রেডমার্ক অফিসের ইউএসপিটিও, জন কাবেকা (John Cabeca), ডিপিডিটি'র রেজিস্ট্রার মোঃ আব্দুস সাত্তার, কপিরাইট অফিসের রেজিস্ট্রার জাফর রেজা চৌধুরী, WIPO এর আইপি ফর বিজনেস ডিভিশনের কাউন্সিলর ক্রিস্টোফার কালানজে (Christopher Kalanje)। শিল্পমন্ত্রী বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের শিক্ষকগণের মেধাস্বত্ব আইনের উপর দক্ষতা কাজে লাগিয়ে আইন অনুষদে মেধাস্বত্ব আইন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে, যেখানে মেধাস্বত্বের ওপর নানা ধরনের গবেষণা ও প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা থাকবে। তিনি আরও বলেন, আইন অনুষদ একটি টেকনোলজি ট্রান্সফার সেন্টারের মাধ্যমে আবিষ্কারক ও ইন্ডাস্ট্রির মাঝে সেতুবন্ধনরূপের কাজ করে এর বাণিজ্যকীকরণসহ ফ্রাঞ্চায়, জিং, লাইসেন্সিং, রয়ালটি নিশ্চিতকরণ, মূল্য নির্ধারণ ও শুরুর জন্য তহবিল গঠনে সাহায্য করতে পারে। একটি রিয়েল টাইম মেধাস্বত্ব আইন ক্লিনিকের মাধ্যমে এসএমই-কে ব্রান্ড নিরাপত্তা, নকশা ও আবিষ্কার এবং মেধাস্বত্ব এর বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে যেমন-রেজিস্ট্রেশনে সাহায্য করা কিংবা তাদের পক্ষে মামলা পরিচালনা করা ইত্যাদি। মেধাস্বত্ব অধিকার সংরক্ষণ ও সুরক্ষায় শিল্প মন্ত্রণালয় সম্ভব সব ধরনের নীতি সহায়তা দেবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেন। বিশেষ অতিথি বক্তব্যে বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল বলেন, বাংলাদেশকে একটি শিল্পোন্নত দেশে পরিণত করতে হলে মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ করতে হবে। মেধাস্বত্ব সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবনে এসএমই উদ্যোক্তাদের মাঝে বেশি বেশি সভা সেমিনারের মাধ্যমে সচেতনতামূলক কার্যক্রম প্রচার করতে হবে। একটি দেশের মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ যত শক্তিশালী হবে, সে দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ তত বেশি হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

অটোমোবাইল শিল্পখাতের যন্ত্রাংশ উৎপাদনে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের এগিয়ে আসার আহ্বান

বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে অটোমোবাইল শিল্পখাতের যন্ত্রাংশ উৎপাদনে নিয়োজিত দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের শিল্প-কারখানা স্থাপনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। তিনি বলেন, দেশকে উন্নয়নের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাতে আমাদের সরকার শিল্পায়ন ও শিল্পের বিকাশের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশে শিল্পায়নের জন্য আমরা বিদেশি বিনিয়োগকারীদের শিল্প বিনিয়োগের সুবিধার্থে সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করছি। দেশে উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন এবং রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের সরকার শিল্পনীতি সহায়তাসহ সকল প্রকার সহযোগিতা করে আসছে। গবেষণা ও উদ্ভাবন অটোমোবাইল শিল্পের বিকাশের পাশাপাশি অন্যান্য সহায়তা শিল্পগুলোকে বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকিয়ে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। অটোমোবাইল খাতের সার্বিক উন্নয়নে শিল্প ও শিক্ষাখাতের সমন্বয় খুবই জরুরি বলে তিনি উলেখ করেন। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'অটোমোবাইল শিল্পের উন্নয়ন: বর্তমান বাস্তবতা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা' (Automobile Industry Development: Present Situation and Future Prospects) শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী গত ১৮ এপ্রিল এসব কথা বলেন। বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি (Mr. ITO Naoki), ওয়েবিনারে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। শিল্পমন্ত্রী আরও বলেন, করোনা মহামারির ধাক্কা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে লাগলেও গত বছরে জিডিপি ৫.২৪ শতাংশ ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। এখন করোনা মহামারির দ্বিতীয় ঢেউ চলছে, দেশে লকডাউনের মধ্যেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিশেষ ব্যবস্থায় শিল্প কলকারখানা চালু রাখা হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজির লক্ষ্যেমাত্রায় পৌঁছানো এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত হতে সর্বাক্ষণিক শিল্প কারখানার চালু রাখার কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় বাড়ার সাথে সাথে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধিও পেয়েছে। ক্রমবর্ধমান আয় জনগণের নিরাপদ যানবাহন হিসেবে ব্যক্তিগত যানবাহনের চাহিদা বৃদ্ধির পাশাপাশি আধুনিক সুবিধা সম্বলিত যানবাহন ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ছে। মানুষের এখন ব্যক্তিগত গাড়ি ক্রয় করার সামর্থও বেড়েছে। অটোমোবাইল নির্মাতারা স্থানীয় উৎপাদনের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অগ্রাহও বেড়েছে। এ সব কিছু বিবেচনায় রেখে আমরা খুব তাড়াতাড়িই অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা চূড়ান্ত করা হবে। সম্মানিত অতিথি'র বক্তব্যে জাপানের রাষ্ট্রদূত ইতো নওকি বলেন, অনেক দেশের শিল্পায়নে অটোমোবাইল খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, বিশেষ করে জাপানে এখাতে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে অটোমোবাইল শিল্প উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে এবং বাংলাদেশের সেই উদাহরণ অনুসরণের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এখাতের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় ১০ বছর মেয়াদী 'বাংলাদেশ অটোমোবাইল সেক্টর রোডম্যাপ ২০২১-২২' এবং 'অটোমোবাইল-ম্যানুফেকচারিং ডেভেলপমেন্ট পলিসি'-এর খসড়া প্রস্তুত করেছে, যা দ্রুততম সময়ের মধ্যে চূড়ান্তকরণ করা একান্ত অপরিহার্য বলে তিনি উল্লেখ করেন

কোভিডকালীন সময় ডিজিটাল ডিভাইস নিয়ে তৃণমূলের কাছে পৌঁছানোয় সরকারের ওপর গণমানুষের আস্থা তৈরি হয়েছে

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি বলেন, প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল ও সাহসী নেতৃত্বে কোভিডকালীন সময় ডিজিটাল ডিভাইস নিয়ে তৃণমূলের গণমানুষের কাছে পৌঁছানোর কারণে আমাদের সরকারের ওপর মানুষের নতুন করে আস্থা তৈরি হয়েছে। ডিজিটাল ডিভাইস এর ফলে করোনা মহামারীকে সাহসিকতার সঙ্গে উত্তরণ ঘটানোর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবন ও জীবিকা দুইটাকে নিয়েই সমান তালে সামনে এগিয়ে চলছে আমাদের সরকার। তিনি বলেন, করোনায় বিশ্ব যখন দিশেহারা তখন প্রধানমন্ত্রীর ওপর নতুন করে তৃণমূলের গণমানুষ আস্থা তৈরি হলো। বাংলাদেশ সরকারের তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক অথরিটি (বিএইচটিপিএ), আইডিয়া প্রজেক্ট,

এটুআই, স্টার্টআপ বাংলাদেশ প্রাইভেট লিমিটেড এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি (বিসিএস) এর যৌথ উদোগে আয়োজিত ডিজিটাল ডিভাইস অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো-২০২১ এর সমাপনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে শিল্প মন্ত্রী গত ০৩ এপ্রিল ভার্চুয়ালি এ সব কথা বলেন। আইসিটি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক এমপি'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি এ কে এম রহমতউলাহ এমপি। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ অডিটোরিয়ামে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে শিল্প মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ ডিজিটাল ডিভাইস ও ইনোভেশন এর মধ্যে আমাদের যে উদ্ভাবন বা অর্জন হয়েছে, তার মেধাসত্ত্ব ও পেটেন্ট সংরক্ষণ করতে হবে। আমাদের উদ্ভাবনী/অর্জন কেউ চুরি করে বা অন্যভাবে কেউ যেন ব্যবহার করতে না পারে। ডিজিটাল ডিভাইস এর সুফলের কারণে তৃণমূল ও গণমানুষ প্রধানমন্ত্রীর ওপর আস্থা রাখায় ষড়যন্ত্রকারীরা কোনো সুযোগ এখনো পাচ্ছে না বলে মন্তব্য করেন তিনি।

অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে শিল্প কারখানা স্থাপনে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ানোর আহবান

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি বলেন, দেশে অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে শিল্প কারখানা স্থাপনে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পাশাপাশি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানাসমূহ লাভজনক করতে এর কার্যক্রম সারা বছর চালু রাখার পরামর্শ দেন। অলাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক করতে নতুন বিনিয়োগের আহ্বান জানান তিনি। শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি'র সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ইসসা ইউসেফ ইসসা আল দুহাআলান (Mr. Essa Yousef Essa Alduhailan) এক সৌজন্য সাক্ষাৎকালে গত ৩১ মার্চ শিল্প মন্ত্রী এ সব কথা জানান। শিল্প মন্ত্রণালয়ে এ সাক্ষাৎতকার অনুষ্ঠিত হয়। সাক্ষাৎকালে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কর্পোরেশনে সৌদি সরকারের বিনিয়োগের সর্বশেষ অগ্রগতি এবং বিনিয়োগ কার্যক্রম দ্রুত চূড়ান্ত করার বিষয়ে সার্বিক আলোচনা হয়। শিপবিল্ডিং, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, অটোমোবাইল এবং এগ্রো ফুড প্রসেসিং শিল্পে সৌদি সরকারকে বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানান শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। তিনি বলেন, সৌদি সরকার ইতোমধ্যে বাংলাদেশে স্টিল ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন, কেমিক্যাল কর্পোরেশন ও সুগার কর্পোরেশনের মাধ্যমে সৌর বিদ্যুৎ, বিদ্যুৎ, ওষুধ, সার ও সিমেন্টখাতে বিনিয়োগ কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। বর্তমানে বাংলাদেশে শিল্প কারখানা স্থাপন ও ব্যবসা-বাণিজ্যসহ বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশে রয়েছে বলে জানান বাংলাদেশ নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ইসসা ইউসেফ ইসসা আল দুহাআলান (Mr. Essa Yousef Essa Alduhailan)। তিনি বলেন, বাংলাদেশ সরকার বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টিতে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করছে। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হিসেবে শিল্প কারখানা সম্প্রসারণ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে এগিয়ে রয়েছে। সৌদির রাষ্ট্রদূত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনে বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানান। সৌদি আরবের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত বাংলাদেশি শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ও তাদের কাজের প্রশংসা করেন। রাষ্ট্রদূত শিল্পমন্ত্রীকে সৌদি আরবে সফরের আমন্ত্রণ জানান।

জাতির পিতা প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরই এনে দিয়েছে স্বাধীনতা

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু'র সাহসী প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর এনে দিয়েছে বাঙ্গালির স্বাধীনতা। প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের কারণেই শেখ মুজিবুর রহমান হয়েছেন বাঙালির নেতা। বঙ্গবন্ধু ছেলেবেলা থেকেই প্রতিবাদী ছিলেন। তিনি আজীবন দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য প্রতিবাদ, আন্দোলন সংগ্রাম করেছেন। জাতির পিতা বাংলাদেশকে পাকিস্তানি শাসন-শোষণ থেকে মুক্ত করেছেন, প্রতিষ্ঠা করেছেন শোষণমুক্ত অর্থনৈতিক বাংলাদেশ। শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী: স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল বাংলাদেশ' শীর্ষক আলোচনায় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্প মন্ত্রী এ সব কথা বলেন। শিল্প সচিব কে এম আলী আজমের সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি। মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) লুৎফর নাহার বেগম এর সঞ্চালনায় আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) মোঃ ইয়াহিয়া এবং বিসিআইসি'র চেয়ারম্যান মোঃ এহছানে এলাহী। এতে মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ দপ্তর/সংস্থার প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন। গত ২৬ মার্চ শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ সেমিনার আয়োজন করা হয়। শিল্পমন্ত্রী আরও বলেন, বাংলাদেশ তার যোগ্যতা দিয়ে স্বল্পোন্নত দেশে থেকে উন্নয়নশীল দেশ হয়েছে। আগামীতে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাজারে টিকে থাকতে হলে যোগ্যতা দিয়েই টিকে থাকতে হবে। বঙ্গবন্ধু'র দেখানো উন্নয়নের পথেই আমরা চলছি, বাংলাদেশ চলছে। জাতির

পিতা বঙ্গবন্ধু'র কন্যা প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব দরবারে প্রমাণ করেছেন, করোনা মহামারি মধ্যেও একটি দেশকে কীভাবে তার অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে হয়। দেশ পরিচালনায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্ব প্রমান করেছে সারা বিশ্বের মধ্যে তাঁর নেতৃত্বই সেরা নেতৃত্ব। আমাদেরকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর কন্যার দেখানো উন্নয়নের রাজনীতিকে ধরে রাখতে হবে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, করোনা মহামারিকে পুঁজি করে একশ্রেণির সিন্ডিকেটেরা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করছে, কৃত্রিম সংকট তৈরি করছে। এদের ব্যাপারে সর্তক থাকতে হবে। দেশে শক্তিশালী সিন্ডিকেট রয়েছে, সিন্ডিকেট ভাঙতে না পারলে, দেশের উন্নয়ন সম্ভব হবে না। আজ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে সকল সূচকে আমরা এগিয়ে আছি। দেশে ভারি শিল্পকারখানা স্থাপিত হচ্ছে, শিল্প পার্ক হচ্ছে, অর্থনৈতিক জোন তৈরি হচ্ছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান বিসিক ও এসএমই ফাউন্ডেশন শিল্প উদ্যোক্তা তৈরি করছে। এ ছাড়া, বিটাক ও এনপিও সরকারি-বেসরকারি শিল্প-প্রতিষ্ঠানে কারিগরি সহায়তাসহ প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০৪১ সালে শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত আয়ের দেশে পরিণত করতে হলে শিল্প মন্ত্রণালয়কে আরো দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছে হবে। শিল্প সচিব বলেন, উন্নয়নশীল দেশে থেকে উন্নত শিল্পসমৃদ্ধ দেশ গড়তে শিল্প মন্ত্রণালয়কে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি আরও বলেন, আমাদের প্রত্যেকের চেতনায় দেশ ও জাতিকে কিছু দেওয়ার মনোভাব থাকতে হবে এবং দেশপ্রেম থাকতে হবে। এর আগে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রাঙ্গণে শিল্পমন্ত্রী, শিল্প প্রতিমন্ত্রী, শিল্প সচিব, মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ দপ্তর/সংস্থার প্রধান বঙ্গবন্ধু'র প্রতিকৃতি বেদীতে ও লবিতে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু'র ম্যুরালে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও দোয়া-মোনাজাত করেন এবং সম্প্রসারিত বঙ্গবন্ধু কর্ণার উদ্বোধন করেন এবং পরিদর্শন পারেন।

মানুষের মধ্যে সৃজনশীলতা ও উদ্যোগের আগ্রহ বাড়াতে ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি জরুরি

মানুষের মধ্যে সৃজনশীলতা ও উদ্যোগের আগ্রহ বাড়াতে প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি করা জরুরি বলে মন্তব্য করেছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। তিনি বলেন, সরকারি বেসরকারি যৌথ প্রচেষ্টায় দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা সম্ভব। একবিংশ শতাব্দীর চালিকাশক্তি হিসেবে মানুষের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স ইন বাংলাদেশ (অ্যামচেম) আয়োজিত Human Skills required for Bangladesh to Navigate through New 'Normal' due to the Pandemic শীর্ষক ভার্চুয়াল প্যানেল আলোচনায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে গত ২৩ মার্চ শিল্প মন্ত্রী এ সব কথা বলেন। অ্যামচেমের প্রেসিডেন্ট সৈয়দ এরশাদ আহমেদের সভাপতিত্বে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মার্কিন দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অফ মিশন মিসেস জো অ্যান ওয়াগনার (Ms. JoAnne Wagner)। শিল্প মন্ত্রী বলেন, জনসংখ্যা আমাদের দেশে মূল সম্পদ, যারা বিভিন্ন দুর্যোগে সহজে হার মানে না। এই বিশাল জনসংখ্যাকে সম্পদে রূপান্তরের মাধ্যমেই দেশের সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব। দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্ব বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও মাঝারি পর্যায়ে ব্যাপক সংখ্যক উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। এই উদ্যোক্তারাই করোনা মহামারির পরিস্থিতিতেও প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী দেশে অর্থনীতিতে গতিশীল রাখতে সফল হয়েছে।

করোনার ক্ষতি কাটাতে ৩১০৬ উদ্যোক্তার মাঝে ৩০০ কোটি টাকা বিতরণ

করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা এবং পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সরকারের দ্বিতীয় দফার প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (সিএমএসএমই) উদ্যোক্তাদের মাঝে মাত্র সাড়ে ৪ মাসে ৩০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে এসএমই ফাউন্ডেশন। প্রথম দফায় ২০২০-২১ অর্থবছরে ১০টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৯২৫জন ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তার মাঝে মাত্র দেড় মাসে ১০০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়। দ্বিতীয় দফায় চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে বিতরণের জন্য ২০০ কোটি টাকা ছাড় করে অর্থ বিভাগ। তবে নির্ধারিত সময়ের ৬ মাস আগেই অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর, মাত্র তিন মাসে ১৯টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ২১৮১জন ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তার মাঝে ২০০ কোটি টাকা বিতরণ সম্পন্ন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। এই ঋণ বিতরণ কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রথম দফায় ১২টি এবং দ্বিতীয় দফায় ১৯টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে ঋণ বিতরণ চুক্তি স্বাক্ষর করে এসএমই ফাউন্ডেশন।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো হলো, ব্র্যাংক ব্যাংক, ব্যাংক এশিয়া, বেসিক ব্যাংক, দ্যা সিটি ব্যাংক, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, ঢাকা ব্যাংক, এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক, প্রিমিয়ার ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, ওয়ান ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক, ইস্টার্ন ব্যাংক, সাউথইস্ট ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি

উন্নয়ন ব্যাংক, বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক, আইপিডিসি ফাইন্যান্স, আইডিএলসি ফাইন্যান্স ও লঙ্কাবাংলা ফাইন্যান্স। চুক্তিবদ্ধ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ৩১০৬জন সিএমএসএমই উদ্যোক্তার মাঝে ৩০০ কোটি টাকা বিতরণ করেছে। ঋণপ্রাপ্ত উদ্যোক্তাদের মধ্যে ১৪৬২ জন ট্রেডিং খাতের, ১১৬৭ জন উৎপাদন খাতের এবং ৪৭৭ জন সেবা খাতের। ৫০ শতাংশ উদ্যোক্তাই ৫ লাখ টাকার চেয়ে কম ঋণ নিয়েছেন। প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় উদ্যোক্তাগণ ৪% সুদে ঋণ পেয়েছেন। প্রথম দফায় গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের পরিমাণ ছিলো সর্বনিম্ন ১ লাখ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৭৫ লাখ টাকা পর্যন্ত। তবে দ্বিতীয় দফায় আরো বেশি উদ্যোক্তাকে ঋণের আওতায় আনার লক্ষ্যে ঋণের সর্বোচ্চ সীমা ৫০ লাখ টাকা নির্ধারণ করা হয়। গ্রামীণ অঞ্চলের প্রান্তিক পর্যায়ের সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে এবং স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার দ্বিতীয় দফায় ১৫০০ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে, যার মধ্যে এসএমই ফাউন্ডেশনের অনুকূলে ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে এসএমই ফাউন্ডেশনের অনুকূলে ১০০ কোটি টাকা এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে ২০০ কোটি টাকা ছাড় করে অর্থ বিভাগ। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সারাদেশের প্রায় ১০০টি এসএমই ক্লাস্টার, চেম্বার, অ্যাসোসিয়েশন-এর সদস্য উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি সারাদেশের নারী-উদ্যোক্তা এবং এসএমই ফাউন্ডেশন ও বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংগঠন ও অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সুপারিশকৃত এসএমই উপখাত, ট্রেডবডি এবং গ্রুপের তালিকাভুক্ত উদ্যোক্তা এবং সিএমএসএমই খাতের জন্য সরকার ঘোষিত প্রথম দফার প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ না পাওয়া পল্লী ও প্রান্তিক পর্যায়ের উদ্যোক্তাগণকে ঋণ প্রদান করে। উল্লেখ্য, ২১ মার্চ ২০২১ ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মো. মাসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে পরিচালক পর্ষদের সভায় এই ঋণ কর্মসূচি বিতরণ বিষয়ক নীতিমালা ও নির্দেশিকা অনুমোদন করা হয়।

শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত দেশ গড়তে শিক্ষার বিকল্প নেই

শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত দেশ গড়তে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই বলে উল্লেখ করেছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। তিনি বলেন, শিক্ষা ছাড়া কোনো কিছু হয় না, এমনকি একজন দক্ষ শ্রমিকও হয় না। শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত দেশ গড়তে শিক্ষা অপরিহার্য। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারে ব্যবসায়ী শিল্পপতিসহ সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশের ইতিহাস আন্দোলন সংগ্রামের ইতিহাস। আন্দোলন সংগ্রাম করে দেশে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, কারও দানে বা অনুদানে নয়। নারায়ণগঞ্জ একটি অত্যন্ত ঐতিহ্যবাহী জেলা। প্রত্যেকটা আন্দোলন সংগ্রামে এই জেলার অবদান রয়েছে। দেশে শিল্প ও উন্নয়নে এই জেলার রয়েছে অসামান্য অবদান। আগামীর শিল্পসমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে নারায়ণগঞ্জের ব্যবসায়ী শিল্পপতিসহ সকলে তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। হোসেনপুর এস. পি. ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের ৯০ বছর পূর্তি উপলক্ষে পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান-২০২১ এর প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্প মন্ত্রী এসব কথা বলেন। আলহাজ্ব মোঃ বজলুর রহমান সিআইপি এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি বক্তব্য রাখেন নারায়ণগঞ্জ-২ এর সংসদ সদস্য মোঃ নজরুল ইসলাম বাবু। গত ২০ মার্চ হোসেনপুর ইউনিয়ন, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিল্প মন্ত্রী বলেন, শুধুমাত্র একটি সরকারই দেশেকে এগিয়ে নিয়ে যায় না, এর সাথে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। হোসেনপুর এস.পি. ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয় জাতি গঠন ও উন্নয়নে অবদান রেখে চলছে। এ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনীসহ মুক্তিযুদ্ধের বই পড়তে দিতে হবে। কোভিড-১৯ মহামারিতে সারা বিশ্ব যখন হিমশিম খাচ্ছে তার মধ্যেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রীর দক্ষ নেতৃত্বে দেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা চলমান রয়েছে। পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, কর্ণফুলি টানেল, বিদ্যুৎ প্রকল্প, গভীর সমুদ্রবন্দরসহ প্রত্যেকটা মেগা প্রজেক্টের কাজ চলমান রয়েছে।

জাতির পিতার অসাম্প্রদায়িক চেতনায় শিশুদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি বলেন, প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অনুসরণ করে দেশ পরিচালনায় এগিয়ে যাচ্ছেন। আওয়ামী লীগ দীর্ঘ সময় রাষ্ট্র পরিচালনায় আছে বলেই দেশ শিল্পসমৃদ্ধ হয়েছে এবং এই উন্নয়নের সুফল সবাই ভোগ করতে পারছে। বঙ্গবন্ধু আজীবন গণতান্ত্রিক ও উন্নয়নের রাজনীতি করেছেন বলেই, দেশ আজ উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেশ পরিচালনায় পরিপূর্ণ জ্ঞান ছিল বলেই স্বাধীনতা পরবর্তী অতি অল্প সময়েই দেশ পুনর্গঠন করতে পেরেছিলেন। শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে 'শিশু অধিকার রক্ষায় বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী এ সব কথা বলেন। শিল্প সচিব কে এম আলী আজমের সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন মোঃ আরিফুর রহমান অপু, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন

(বিএসএফআইসি)। মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন, মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, মোঃ গোলাম ইয়াহিয়া, যুগ্মসচিব, ড. নাছিম আহমেদ, মোঃ মোশতাক হাসান, এনডিসি, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) এবং ড. মোঃ মফিজুর রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমইএফ)। এতে মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ দপ্তর/সংস্থার প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন। গত ১৭ মার্চ শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ সেমিনার আয়োজন করা হয়। শিল্পমন্ত্রী আরও বলেন, জাতির পিতা অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক চেতনায় কোমলমতি শিশুদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে, যাতে আগামী দিনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক দেশ বিনির্মাণে আত্মনিয়োগ করতে পারে। আমরা ভাগ্যবান জাতির পিতার গড়া এ শিল্প মন্ত্রণালয়ে দায়িত্বে থেকে তাঁর অসমাপ্ত কাজের অংশ নিতে পারছি। আজকের দিনে জাতির কাছে আমাদের প্রতিজ্ঞা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণে শিল্প মন্ত্রণালয়ে অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবো। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, ১৯৭৫ সালে ঘাতকরা শুধু বঙ্গবন্ধুকেই হত্যাই করেনি, করেছিল তাঁর লালিত স্বপ্ন ও আদর্শকে। ৭৫' পরবর্তী সময়ে জাতির পিতার গড়া শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে ধ্বংস করে জাতীয় শিল্প উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করেছিল। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার দেশের শিল্পখাতকে ঢেলে সাজিয়ে শিল্পখাতের উন্নয়ন ও গুণগত পরিবর্তন এনেছে। এর ফলে বাংলাদেশ আজ স্বল্প উন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় উঠে এসেছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের উন্নয়নের এই সূচকের ধারাকে অব্যাহত রাখতে হবে। তিনি আরও বলেন, স্ব-স্ব পরিবারের শিশুদেরকে সঠিক যত্ন নিয়ে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। শিল্প সচিব বলেন, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে আমাদের অঙ্গীকার থাকবে আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে আগামী প্রজন্মের জন্য একটি শিল্প সমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারি। এর আগে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রাঙ্গণে শিল্প মন্ত্রী, শিল্প প্রতিমন্ত্রী, শিল্প সচিব, মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ দপ্তর/সংস্থার প্রধানরা বঙ্গবন্ধু'র প্রতিকৃতি বেদীতে ও লবিতে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু'র ম্যুরালে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও দোয়া-মোনাজাত করেন এবং বঙ্গবন্ধু কর্ণার পরিদর্শন করেন। পরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে কেক কাটেন।

'ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দেশব্যাপী উৎপাদনশীলতা বিষয় অবহিতকরণ' শীর্ষক সেমিনার

'ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দেশব্যাপী উৎপাদনশীলতা বিষয় অবহিতকরণ' প্রকল্পের আওতায় গত ১৪ মার্চ, ২০২১ এনপিও, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি (নাসিব) এর যৌথ উদ্যোগে দিনব্যাপী 'উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে উৎপাদনশীলতার গুরুত্ব' শীর্ষক সেমিনার খুলনা জেলায় অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) জনাব মোঃ কামাল হোসেন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে মির্জা নূরুল গণি শোভন (সিআইপি), সভাপতি, নাসিব কেন্দ্রীয় পরিচালনা পর্ষদ ও বিশেষ অতিথি জনাব মোঃ হেলাল হোসেন, জেলা প্রশাসক, খুলনা উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. তুহিন রায়, অধ্যাপক সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সভাপতিত্ব করেন নিশ্চিন্ত কুমার পোদ্দার, পরিচালক (যুগ্ম-সচিব), এনপিও, শিল্প মন্ত্রণালয়। এ ছাড়াও আলোচক হিসেবে মোঃ ইউসুফ আলী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), খুলনা এবং মোঃ ইফতেখার আলী (বাবু), সভাপতি, নাসিব, খুলনা জেলা শাখা অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারের শুরুতে পবিত্র কুরআন ও গীতা পাঠ কার্যক্রম সম্পন্নের পর জনাব নিশ্চিন্ত কুমার পোদ্দার, পরিচালক (যুগ্ম-সচিব), এনপিও স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি তার বক্তব্যে প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, আলোচক, মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক, সেমিনারে অংশগ্রহণকারীরা ও উপস্থিত সাংবাদিকদের আন্তরিক শুভেচ্ছা প্রদান করেন। তিনি আলোচ্য প্রকল্পের প্রেক্ষাপট, সেমিনারের উদ্দেশ্য ও দিনব্যাপী

কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করেন। স্বাগত বক্তব্যের পর ড. তুহিন রায়, অধ্যাপক সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় 'উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে উৎপাদনশীলতার গুরুত্ব, শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তাঁর মূল্যবান উপস্থাপনায় উৎপাদন এবং উৎপাদনশীলতার ধারণা, গুরুত্ব, সম্পর্ক ও পার্থক্য স্পষ্ট হয়। তিনি উৎপাদনশীলতাকে বর্তমান সরকারের সাফল্যের অন্যতম প্রভাবক হিসেবে উল্লেখ করেন। কিভাবে উৎপাদনশীলতা একটি দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে তার বর্ণনা করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বিভিন্ন উন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে উৎপাদনশীলতার প্রভাব যুগে যুগে কেমন ছিল তা বিভিন্ন তথ্য ও পরিসংখ্যানের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন। এক্ষেত্রে এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও), যুক্তরাজ্যভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রাইস ওয়াটার হাউজ কুপারস, দি ইকোনমিস্ট ম্যাগাজিন উল্লেখযোগ্য।

খুলনা জেলায় অনুষ্ঠিত শিল্প মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি (নাসিব) এর যৌথ উদ্যোগে দিনব্যাপী 'উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে উৎপাদনশীলতার গুরুত্ব' শীর্ষক সেমিনারে উপস্থিত অতিথিরা।

নারী উদ্যোক্তাদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিসিকে প্লট দেওয়া হবে

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি বলেন, নারী উদ্যোক্তাদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিসিকে প্লট দেওয়া হবে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিসিক ও এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। নারী শ্রমিকদের আন্তরিক ও স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ তৈরি পোশাকখাতে দ্রুত অগ্রসর হয়েছে। তিনি বলেন, দেশ উন্নয়নশীল হওয়ায় আমাদের সুযোগ সুবিধা কমেনি বরং বেড়েছে, তবে আমাদের দায়িত্বও বেড়েছে। এ ধারা অব্যাহত রাখতে শিল্পায়নে নারীদের অংশগ্রহণ আরো বাড়াতে হবে। তিনি আরও বলেন, বিশ্ব অর্থনীতি টিকে থাকতে হলে নারী উদ্যোক্তাদেরকে নতুন নতুন রপ্তানিমুখী পণ্য উৎপাদনে এগিয়ে আসতে হবে। আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত 'মুজিববর্ষে নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্প মন্ত্রী এসব কথা বলেন। গত ১৪ মার্চ পর্যটন ভবন মিলনায়তন, পশ্চিম আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকায় এ সেমিনার আয়োজন করা হয়। এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো: মাসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি এবং শিল্প সচিব কে এম আলী আজম। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো: মফিজুর রহমান। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিআইডিএস এর সিনিয়র রিসার্স ফোলো ড. নাজনীন আহমেদ। শিল্প মন্ত্রী বলেন, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শুধু মুনাফার কথা ভাবলেই হবে না, দেশ প্রেম ও মানবিকতা থাকবে হবে। নতুন নারী উদ্যোক্তাসহ শিল্পখাতে নারীদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদানে ব্যাংক ও আথিক প্রতিষ্ঠানের মালিকদের আহবান জানান। তিনি আরও বলেন, আমাদের দেশের নারীরা তাদের মেধা ও দক্ষতা দিয়ে সব কিছুতেই এগিয়ে রয়েছে এবং নারীরা তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত প্রতিটি আন্দোলন, সংগ্রাম, সমাজ সংস্কার, অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ সর্বক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ছিল, এখনও আছে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশের অর্থনৈতিক টেকসই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সকল দুর্নীতির উর্ধ্বে থেকে পুরুষদের পাশাপাশি দেশের নারী জনগোষ্ঠিকে সমানভাবে এগিয়ে যেতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় নারীদের অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন সর্বক্ষেত্রে নিশ্চিত করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ থাকা স্বত্ত্বেও করোনা মহামারীর মধ্যেও নারী উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদানে ব্যাংকগুলোর কেন অনিহা, তা খতিয়ে দেখা হবে এবং দায়িদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে। নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে বিসিক, এসএমই ফাউন্ডেশন ও বিটাককে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন তিনি। শিল্প সচিব বলেন, এই মুহূর্তে বাংলাদেশের কর্মক্ষম নারী-পুরুষের সর্বোচ্চ সম্ভাবনাকে যদি কাজে না লাগাতে পারি, তাহলে ২০৪১ সালের উন্নত আয়ের শিল্পসমৃদ্ধ দেশ গড়া সম্ভব নয়। দেশের সার্বিক উন্নয়নে নারীর অবস্থানের পরিবর্তন ঘটানোর পাশাপাশি সর্বক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। নতুন শিল্পনীতি ২০২১ প্রণয়নে নারী উদ্যোক্তাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। সভাপতির বক্তব্যে এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান বলেন, এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যবসা সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা এসএমই ফাউন্ডেশনের অন্যতম অঙ্গীকার। এ লক্ষ্যে ফাউন্ডেশনের অ্যাডভাইজারি সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে নতুন ব্যবসা সৃষ্টি, ঋণ সুবিধা প্রাপ্তি, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, পণ্যের বাজার সম্প্রসারণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্যোক্তারা সহায়তা পেয়ে থাকেন। পরে শিল্প মন্ত্রী আগারগাঁওয়ের পর্যটন ভবনের এসএমই ফাউন্ডেশনের নতুন কার্যালয় উদ্বোধন এবং ঘুরে দেখেন।

সিলেট ও সুনামগঞ্জে শিল্প অঞ্চল গড়তে বেসরকারি শিল্প মালিকদের এগিয়ে আসার আহ্বান

সিলেট ও সুনামগঞ্জে শিল্প অঞ্চল গড়তে বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। তিনি বলেন, শিল্পোন্নত দেশে গড়তে সরকারি বেসরকারি উভয়ের সমন্বিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। বাংলাদেশের প্রত্যেক অঞ্চলকে শিল্প সমৃদ্ধি করতে হবে, সরকার সে লক্ষ্যে কাজ করছে। আমাদের শিল্পায়ন বান্ধব সরকার উন্নত আয়ের শিল্প সমৃদ্ধ দেশ গড়তে জনগণকে সম্পৃক্ত করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কাজ করছে। নিটল-নিলয় গ্রুপের উদ্যোগে নিটল কার্টিজ এন্ড পেপার মিলের এক্সপোর্ট কোয়ালিটির টারজান পেপার (TARZAN PAPER) রপ্তানি প্রক্রিয়ার শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী এসব কথা বলেন। নিলট-নিলয় গ্রুপের চেয়ারম্যান আবদুল মাতলুব আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী এবং বিসিআইসির চেয়ারম্যান এহছানে এলাহী। এতে নিটল নিলয় গ্রুপের ভাইস আবদুল মারিব আহমাদসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সিলেট-সুনামগঞ্জের চেম্বার অ্যান্ড কমার্সের প্রতিনিধি, স্থানীয় ব্যবসীয় নেত্রীবৃন্দ, ও নিটল নিলয় গ্রুপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। গত ১২ মার্চ অনুষ্ঠানটি নিটল কার্টিজ এন্ড পেপার মিল, কুমনা, ছাতক, সুনামগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়। শিল্পমন্ত্রী আরও বলেন, শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন শ্রমিকদেরকে উৎপাদন এবং কর্মদক্ষতা বাড়াতে হবে। দেশে শিল্প কারখানা বাড়াতে এবং মানুষের কর্মসংস্থানের জন্য শিল্পমন্ত্রী নিটল-নিলয় গ্রুপকে অভিনন্দন জানান। দেশের নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি এবং ব্যাপক কর্মসংস্থান তৈরিতে নিটল-নিলয় গ্রুপের মতো অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী এই আন্দনঘন মুহূর্তে নিলট নিলয় গ্রুপের চেয়ারম্যান আবদুল মাতলুব আহমাদ ছাতকবাসীকে একে পর এক শিল্প প্রতিষ্ঠান উপহার দিচ্ছে, তা এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানে বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ আবদান রাখবে।

রাষ্ট্রায়াত্ত বন্ধ সব শিল্প কারখানা ফের চালু হবে

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি বলেন, রাষ্ট্রায়াত্ত কোনো শিল্প কারখানা বন্ধ হবে না, আর বন্ধ সকল শিল্প কারখানা পুনরায় চালু করা হবে। আমরা শ্রমিকদের স্বার্থ দেখি, কোনো শ্রমিকের চাকুরি যাবে না। কারখানা লাভজনক করতে কর্মকর্তা, শ্রমিক, কর্মচারি সকলকে কাজ করতে হবে। সিলেট সুনামগঞ্জের শিল্পায়নে সকলের কাজ করতে হবে। শিল্পায়নের জন্য সুনামগঞ্জ অঞ্চলে অর্থনৈতিক জোন করা হবে। এ অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করছে। এ অঞ্চলের শিল্প সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দেশ শিল্পসমৃদ্ধ করতে হবে। ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লিমিটেডের উৎপাদন পদ্ধতি ওয়েট প্রসেস থেকে ড্রাই প্রসেসে রূপান্তরকরণ প্রকল্পের নির্মাণ কাজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী গত ১১ মার্চ এ সব কথা বলেন। বিসিআইসির চেয়ারম্যান মো: এহছানে এলাহীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি, সংসদ সদস্য সুনামগঞ্জ-৫ মহিবুর রহমান মানিক ও সংসদ সদস্য সুনামগঞ্জ -১ ইঞ্জিনিয়ার মোয়াজ্জেম হোসেন রতন। এতে সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, এসপি মোঃ মিজানুর রহমান, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেত্রীবৃন্দসহ সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। শিল্পমন্ত্রী আরও বলেন, প্রাচীনকাল থেকেই সিলেট সুনামগঞ্জ শিল্প প্রতিষ্ঠানে সমৃদ্ধ। সে কারণে দেশে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এ এলাকায় শ্রমিকরা এসে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে। ২০৪১ সালে শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত আয়ের দেশে উন্নতিতে সিলেট সুনামগঞ্জ অঞ্চলের শিল্প কারখানা গুরুত্বপূর্ণ পূর্ণ অবদান রাখবে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমাদের সরকার ট্রেড ইউনিয়নের বিরুদ্ধে নয়। শ্রমিক নেতাদেরও সাধারণ শ্রমিকদের ন্যায় কাজ করতে হবে। শ্রমিক নেতারা কারখানার কোনো নিয়োগ বাণিজ্য না করার আহ্বান জানান। কোনা কর্মকর্তা ওভার টাইম না করে ওভার টাইম নেবেন না। প্রতিষ্ঠান/কারখানার উন্নয়নে শ্রমিক নেতাদের আন্তরিক হয়ে কাজ করার অনুরোধ জানান। ১৯৯১ ও ২০০১ সালে সরকার ক্ষমতায় এসে সরকারি শিল্প কারখানা বন্ধ করেছে, ধ্বংস করে দিয়েছে দেশের শিল্প উন্নয়নের গতিধারা। সবসময় আওয়ামী লীগ বন্ধ কারখানা চালু করে সচল রাখে দেশের অর্থনীতি, তৈরি করেছে ব্যাপক কর্মসংস্থান। সংসদ সদস্য মহিবুর রহমান মানিক বলেন, ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড এর মাধ্যমেই সুনামগঞ্জের শিল্পায়ন শুরু হয় এবং এই ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লিমিটেডই এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে। তাই যে কোনো উপায় এই সিমেন্ট কোম্পানি বন্ধ হতে দেওয়া যাবে না। সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোয়াজ্জেম হোসেন রতন বলেন, বর্তমান সরকারের আমলেই সিলেট সুনামগঞ্জ অঞ্চলে শিল্পায়নসহ ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে। এ ধারাকে অব্যাহত রাখতে ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লিমিটেডকে লাভজনকভাবে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। ছাতক সিমেন্ট

কোম্পানি লিমিটেডই এ এলাকায় মানুষের জীবিকা এবং কর্মসংস্থান তৈরি করছে। সভাপতি বক্তব্যে বিসিআইসির চেয়ারম্যান মো: এহছানে এলাহীর বলেন, ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড লাভজনক করতে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একান্ত সহযোগিতা কামনা করেন। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ে মধ্যে শেষ করার আহ্বান জানান। শিল্পমন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড এর আধুনিকায়নের নির্মাণ কাজের শেষে ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড এর কর্মকর্তা ও শ্রমিক-কর্মচারীর সঙ্গে মতবিনিময় সভা অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, এ প্রকল্পটি সম্পন্ন হলে বিদ্যমান ওয়েট প্রসেস থেকে ড্রাই প্রসেসে রূপান্তরের মাধ্যমে দৈনিক ১ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি নতুন জ্বালানি সাশ্রয়ী, পরিবেশবান্ধব এবং সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ক্লিংকার কারখানা স্থাপিত হবে। এর মাধ্যমে বিদ্যমান সিমেন্ট কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা ন্যূনতম ১৫ বছর ধরে রাখা সম্ভব হবে। এ প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৮৯০ কোটি টাকা।

বিটাকে 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' উদ্বোধন অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি বলেন, সারাবিশ্বে সবাই যখন করোনা মহামারি নিয়ে আতঙ্ক ছিল, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ নেতৃত্বে আমরা করোনা মহামারি জয় করে দেশের অর্থনীতি সচল রাখতে সক্ষম হয়েছি। আজ দেশের অর্থনীতিতে জোয়ার এসেছে। আজ আমাদের কৃষক শ্রমিকরা কেউ ঘরে বসে নেই, সবাই কাজ করছে। বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশ যে জায়গায় পৌঁছেছে, প্রতিযোগিতামূলক এ বাজারে আমাদের টিকে থাকতে হলে দক্ষ শ্রমিক তৈরি করতে হবে। পাশাপাশি আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে দেশেই তৈরি করতে হবে কল-কারখানার খুচরা যন্ত্রাংশ। বাংলাদেশ কারিগরি সহায়তা কেন্দ্রকের (বিটাক) মাধ্যমেই তৈরি করতে হবে দেশের সবচেয়ে বড় ইঞ্জিনিয়ারিং শপ এবং উৎপাদিত হবে কল-কারখানার খুচরা যন্ত্রাংশ (Spare Parts)। বাংলাদেশ কারিগরি সহায়তা কেন্দ্রের (বিটাক) প্রশাসনিক ভবনে 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী এসব কথা বলেন। এতে সভাপতিত্ব করেন বিটাকের মহাপরিচালক আনোয়ার হোসেন চৌধুরী। গত ১০ মার্চ তেজগাঁও এর বিটাক প্রাঙ্গণে এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। শিল্পমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ছিলেন অসাম্প্রদায়িক ও অসংবাদিত নেতা। তিনি রেসকোর্স ময়দানে দাঁড়িয়ে ৭ মার্চ যেমন স্বাধীনতার নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনি ১০ জানুয়ারি দিয়েছিলেন দেশ গড়ার নির্দেশনা। আর সেই কারণেই বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে মর্যাদার আসনে দেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, হয়েছে অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী। তিনি আরও বলেন, বিটাকে স্থাপিত 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' এর মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- এর আদর্শ, জীবনাচার, রাজনৈতিক দর্শন, নেতৃত্বগুণ, দেশপ্রেমসহ সার্বিক কর্মকাণ্ড এবং আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে নতুন প্রজন্ম সঠিক ইতিহাস জানার সুযোগ পাবে। সভাপতির বক্তব্যে বিটাকের মহাপরিচালক বলেন, বঙ্গবন্ধু কর্নারের মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু এবং মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে শিল্পোন্নত সোনার বাংলাদেশ গড়ার ভূমিকা রাখবে। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর এই মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করে বিটাক পরিবার গর্বিত বলে তিনি মন্তব্য করেন। পরে মন্ত্রী বিটাকের প্রশাসনিক ভবনে 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' উদ্বোধন শেষে কর্নারটি ঘুরে দেখেন এবং কিছু সময় অবস্থান করেন।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৯-২০২০ বাস্তবায়নে এনপিও'র তৃতীয় স্থান অর্জন

শিল্প মন্ত্রণালয়ের দপ্তর/সংস্থা সমূহের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৯-২০২০ বাস্তবায়নে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) ৩য় স্থান অর্জন করেছে। এ উপলক্ষে গত ০৯ মার্চ, ২০২১ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত অনাড়ম্বর এক অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী এবং শিল্প প্রতিমন্ত্রী এনপিও'র পরিচালক জনাব নিশ্চিন্ত কুমার পোদ্দার মহোদয়ের হাতে ক্রেস্ট এবং সার্টিফিকেট তুলে দেন। এ সময় শিল্পসচিব মহোদয় সহ মন্ত্রণালয়ের উর্ধতন কর্মকর্তারা এবং বিভিন্ন দপ্তর/ সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৯-২০২০ বাস্তবায়নে এনপিও ৩য় স্থান অর্জন করায় শিল্পমন্ত্রী এবং শিল্প প্রতিমন্ত্রী মহোদয় এনপিও'র পরিচালক (যুগ্ম সচিব) নিশ্চিন্ত কুমার পোদ্দার মহোদয়ের হাতে ক্রেস্ট এবং সার্টিফিকেট তুলে দেন।

শিল্প মন্ত্রণালয়ে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন ও শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান

শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি বলেন, শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে সকলের ঐক্যবদ্ধ ও সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। কোভিড-১৯ এর কারণে গত এক বছরে আমরা অনেক পিছিয়ে গেছি, এখন আর পিছনে ফিরে তাকানোর সময় নেই, সবাইকে আরও কাজের গতি বৃদ্ধি করে এগিয়ে যেতে হবে। মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তার সমাধানে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। শিল্পমন্ত্রী ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন ও শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ সব কথা বলেন। এতে শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বিশেষ অতিথি ছিলেন। শিল্প সচিব কে এম আলী আজমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত সচিব (এপিএ টিম প্রধান) মো: গোলাম ইয়াহিয়া। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে গত ৯ মার্চ এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। শিল্পমন্ত্রী বলেন, আমরা এখন উন্নয়নশীল দেশের কাতারে, শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। এক্ষেত্রে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্য অর্জনে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর আন্তরিকতা ও সহযোগিতা প্রয়োজন। শিল্পমন্ত্রী ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন ও শুদ্ধাচার পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভিনন্দন জানান। এপিএ বাস্তবায়ন পুরস্কার প্রাপ্ত দপ্তর/সংস্থা থেকে ১ম পুরস্কার পেয়েছে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশনের (বিএসটিআই); ২য় পুরস্কার পেয়েছে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্টের (বিআইএম) এবং ৩য় পুরস্কার পেয়েছে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশনের (এনপিও)। শিল্প মন্ত্রণালয়ের এপিএ বাস্তবায়ন ও শুদ্ধাচারে পুরস্কার পেলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার প্রধান বিএসটিআই এর সাবেক মহাপরিচালক মো: মুয়াজ্জেম হোসাইন, গ্রেড-১ থেকে গ্রেড-১০ ভুক্ত কর্মকর্তা

বেগম ফারজানা মমতাজ, যুগ্মসচিব এবং গ্রেড-১১ থেকে গ্রেড-২০ ভুক্ত কর্মচারী মোছা: শাম্মি আক্তার তিথী, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে আরও গতিশীলতা আনতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানের সুনাম ধরে রাখতে হবে। লোকসানি প্রতিষ্ঠানসমূহের দিকে বিশেষ নজর দিয়ে তা লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করতে হবে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বাড়াতে শ্রমিদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর দপ্তর/সংস্থাকে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে। তিনি আরও বলেন, যারা সারের কৃত্রিম সংকট তৈরি করে অস্থিরতা সৃষ্টি করছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। সভাপতির বক্তব্যে শিল্পসচিব বলেন, ২০৪১ সালে উন্নত আয়ের বাংলাদেশ গড়তে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নের পাশাপাশি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়াতে সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

বাংলাদেশ-কসোভো'র মধ্যে শিল্প সম্প্রসারণ ও ব্যবসা-বাণিজ্যিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করার আহ্বান

বাংলাদেশ-কসোভোর মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ও আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন মিটিংয়ের আহ্বান জানান বাংলাদেশে নিযুক্ত কসোভোর রাষ্ট্রদূত গুনের উরেয়া (Guner Ureza)। তিনি বলেন, বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র, ব্যবসা-বাণিজ্য, আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধি এবং শিল্প কারখানা সম্প্রসারণে এই যৌথ কমিশন মিটিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি'র সঙ্গে এক সৌজন্য সাক্ষাৎ কালে বাংলাদেশে নিযুক্ত কসোভোর রাষ্ট্রদূত গত ০৮ মার্চ এ কথা জানান। শিল্প মন্ত্রণালয়ে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ থেকে ফুড প্রসেসিং, চামড়াজাত পণ্য, কৃষি উৎপাদিত পণ্য এবং উৎপাদিত কাঁচামাল রপ্তানির আহ্বান জানান শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। তিনি বলেন, যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন মিটিংয়ের আগে উভয় দেশের ব্যবসায়িক প্রতিনিধি ও ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতাদের মধ্যে আলোচনা ও সফরের প্রয়োজন। এ সফরের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প সম্প্রসারণে উভয় দেশে যেসব সম্ভাবনা রয়েছে তা জানা যাবে। তিনি আরও বলেন, তৈরি পোশাক (আরএমজি) ও ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য বাংলাদেশ থেকে কসোভোয় রপ্তানি হচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে আরও পণ্য আমাদানি করতে কসোভোর রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে সে দেশের সরকারকে আহবান জানান। সাক্ষাৎ কালে কসোভোর রাষ্ট্রদূত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী উদযাপনে বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানান। শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণ এবং কসোভোয় শান্তি রক্ষায় নিয়োজিত বাংলাদেশিদের প্রসংশা করেন। রাষ্ট্রদূত শিল্প মন্ত্রীকে কসোভো সফরের আমন্ত্রণ জানান।

এনপিও'কে আরো আধুনিক ও শক্তিশালী সংস্থায় রূপান্তরিত হতে হবে

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি বলেন, স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের ফলে সারা বিশ্বের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে, পণ্যের গুণগত মান ও পরিমাণ বৃদ্ধির ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। এ লক্ষ্যে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) কে আরও আধুনিক ও শক্তিশালী সংস্থায় রূপান্তরিত হতে হবে এবং ভবিষ্যতে এনপিও'র পরিধি আরও বাড়াতে হবে। প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ উন্নত মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। উন্নয়নের এ ধারাকে অব্যাহত রাখতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকল্পে প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। শিল্পমন্ত্রী আরও বলেন, মার্চ মাস আবেগ ও অঙ্গীকারের মাস। এ মাসে আমাদের অঙ্গীকার করতে হবে জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে গতি এসেছে, সেই ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদ (এনপিসি)-এর ১৬তম সভায় সভাপতিত্বকালে শিল্পমন্ত্রী এসব কথা বলেন। এনপিও'র পরিচালক ও পরিষদের সদস্য সচিব নিশ্চিন্ত কুমার পোদ্দারের পরিচালনায় কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি এতে সহসভাপতি এবং শিল্প সচিব কে এম আলী আজম সদস্য হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। গত ০৭ মার্চ শিল্প মন্ত্রণালয়ে সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এনপিসি সভার সহ-সভাপতি কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে সরকারের গৃহিত পদক্ষেপের সঙ্গে জাতীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি যেমন প্রয়োজন, তেমনি বাংলাদেশ ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি মাস্টার প্যান বাস্তবায়নে যুব সমাজকে কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করতে হবে। এর জন্য দেশের অর্থনীতিকে স্বনির্ভর ও উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে শ্রমিক-মালিকসহ সর্বস্তরের জনগণের দায়িত্বশীল ভূমিকা থাকা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ জাতীয় উৎপাদনশীলতা মাস্টার প্যান ২০২১ থেকে ২০৩০ এর প্রস্তাবিত এজেন্ডাসমূহ যথাযথভাবে পালনে সংশিষ্টদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। সভায় জানানো হয়, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা

কারিকুলামে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক কন্টেন্টটি শিক্ষাবর্ষ ২০২২ সালে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্তকরণের লক্ষ্যে প্রথম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। এনপিও পেশাজীবী কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দেশব্যাপী উৎপাদনশীলতা বিষয়ক অবহিতকরণ শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে পাঁচ জেলায় সেমিনার কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি মাস্টার প্ল্যানটি সরকারের অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সে অনুযায়ী সরকারের মিশন ও ভিশন বাস্তবায়নে যুযোপেযোগী পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সমন্বয় করার লক্ষ্যে এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) জাপান হতে বিশেষজ্ঞদের মতামত ও পরামর্শ সেবা গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সভায় শিল্প, বাণিজ্য, পাট ও বস্ত্র, তথ্য, কৃষি এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ, বিদ্যুৎ ও সড়ক বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, এফবিসিসিআই, জাতীয় শ্রমিক লীগ ও নাসিবের প্রেসিডেন্ট, ডিসিসিআই, এমসিসিআই, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতি, আইইবি, বাংলাদেশ জুট মিলস্ অ্যাসোসিয়েশন, এপিও সোসাইটি ফর বাংলাদেশ, এনপিও, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিসহ কমিটির সংশিষ্ট সদস্যরা ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশে বাংলাদেশি পণ্যের সঠিক প্রদর্শন নিশ্চিত জরুরি

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি বলেন, আমাদের রপ্তানিযোগ্য অনেক পণ্য আছে যার সঠিক প্রদর্শন (showcasing) প্রয়োজন। চীন একটি বড় বাজার, এ বাজারে প্রবেশ করতে হলে সঠিকমানের পণ্য উৎপাদন করে তা সঠিকভাবে ক্রেতাদের কাছে তুলে ধরতে হবে। আমাদেরকে চামড়াজাত পণ্য, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ও ফুড প্রসেসিং (agro based) শিল্পের ওপর গুরুত্ব দিয়ে পণ্য উৎপাদনে যেতে হবে। বর্তমান বিশ্বে এ শিল্পের চাহিদা অনেক বেশি। মন্ত্রী আরও বলেন, যে কোনো সময়ের চেয়ে বাংলাদেশে বিনিয়োগের পরিবেশ এখন ভালো। বিশ্বের অনেক উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ এখানে বিনিয়োগ করছে। বিনিয়োগের জন্য সরকার সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা প্রদান করছে। বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিসিসিসিআই) এর একটি প্রতিনিধি দলের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে গত ৭ মার্চ শিল্পমন্ত্রী এ সব কথা বলেন। শিল্পমন্ত্রীর অফিস কক্ষে এ সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। তের সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন বিসিসিসিআই'র সভাপতি গাজী গোলাম মুর্তজা। শিল্পমন্ত্রী বাংলাদেশ-চায়না ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দেন।

২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে আঞ্চলিক অটোমোবাইল শিল্প উৎপাদনের কেন্দ্রে উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি বলেন, ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে আঞ্চলিক অটোমোবাইল শিল্প উৎপাদনের কেন্দ্রে উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনে সরকার অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। এক্ষেত্রে তিনি সরকারের পাশাপাশি অটোমোবাইল শিল্প উদ্যোক্তাদেরকেও এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশ অটোমোবাইল শিল্পে স্থানীয় চাহিদা সৃষ্টির পাশাপাশি দেশজ উৎপাদিত অটোমোবাইল পণ্য সামগ্রীর রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০৩০ সালে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও ২০৪১ সালের উন্নত আয়ের বাংলাদেশ বিনির্মাণে অটোমোবাইল শিল্পখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। শিল্পমন্ত্রী গত ৪ মার্চ ইফাদ গ্রুপ কর্তৃক আয়োজিত ইফাদ অটোস লিমিটেড বাংলাদেশে বিশ্বমানের এয়ার কন্ডিশন বাস ও কমার্সিয়াল বাসের বডি এবং ট্রাকের কেবিন তৈরির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ সব কথা বলেন। ইফাদ গ্রুপের চেয়ারম্যান ইফতেখার আহমেদ টিপু অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. এনামুর রহমান এমপি, মাননীয় সংসদ সদস্য বেনজির আহমেদ এবং বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান, মুন্সী শাহাবুদ্দিন আহমেদ এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন এবং বক্তব্য রাখেন। ইফাদ অটোস ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ধামরাই, ঢাকায় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিল্পমন্ত্রী আরও বলেন, প্রায় তিন যুগ ধরে ইফাদ অটোস লিমিটেড দেশের পরিবহনখাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। গুণগতমানের কারণে ইফাদ গ্রুপের ইফাদ মাল্টি প্রডাক্টসের পণ্য বিশ্বের ৩২টি দেশে রপ্তানী হচ্ছে। ভালোমানের পণ্য বাজারজাত করায় প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইফাদ গ্রুপ সাধারণ মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনে সমর্থ হয়েছে। তিনি বলেন, ভবিষ্যতেও যেন তাদের এই ধারা অব্যাহত থাকে। ইফাদ গ্রুপ শিল্পায়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও

কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ইফাদ গ্রুপের এ উদ্যোগ স্থানীয় ভেন্ডরের উন্নয়ন করতে বিশেষভাবে সহায়ক হবে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ইফাদ গ্রুপের শিল্প উন্নয়নে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস প্রদান করেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. এনামুর রহমান এমপি বলেন, বর্তমান সরকার শিল্পবান্ধব। যার ফলে সাভার ও ধামরাই এ শিল্পায়ন হয়েছে, এলাকার উন্নয়ন হয়েছে এবং এ অঞ্চলের দারিদ্র্য বিমোচন হয়েছে। তিনি শিক্ষাব্যবস্থা/প্রতিষ্ঠান/অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ার বিষয় বিভাগ খোলা আহ্বান জানান। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সংসদ সদস্য আলহাজ্ব বেনজির আহমেদ বলেন, দেশে যেভাবে শিল্প উন্নয়ন ঘটছে, তাতে ২০৪১ সালের আগেই বাংলাদেশ উন্নত আয়ের দেশে পরিণত হবে। তিনি নতুন প্রজন্মকে টেকনিক্যালি আরো সাউন্ড হওয়ার আহ্বান জানান। সভাপতির বক্তব্যে ইফাদ গ্রুপের চেয়ারম্যান ইফতেখার আহমেদ টিপু বলেন, বেসরকারি উদ্যোগে ইতিহাসে নব দিগন্তের সূচনা করেছে ইফাদ অটোস লিমিটেড। জাতীয় অর্থনীতিতে এই সংযোজন কারখানা বিশেষ ভূমিকা পালন করার পাশাপাশি দেশীয় কাঁচামালের ব্যবহার, দক্ষ কর্মী সৃষ্টিসহ নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। উল্লেখ্য, শিল্পমন্ত্রী এয়ার কন্ডিশন বাস ও কমার্সিয়াল বাসের বডি এবং ট্রাকের কেবিন তৈরির উদ্বোধন শেষে ইফাদ অটোস লিমিটেড এর কারখানা পরিদর্শন করেন। আরও উলেখ্য যে, বছরে এক হাজার এসি নন-এসি লাক্সারি বাসের বডি তৈরির লক্ষ্য নিয়ে উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করেছে ইফাদ অটোস লিমিটেড। বছরে ১২ হাজার গাড়ি সংযোজনের লক্ষ্য নিয়ে ২০১৭ সালে ইফাদ অটোস লিমিটেডের সংযোজন কারখানা চালু হয়। কারখানাটিতে ভারতের অশোক লেল্যান্ড ব্র্যান্ডের বিভিন্ন মডেলের গাড়ি তৈরি হচ্ছে।

প্রকল্প পরিচালকদের নিজ নিজ প্রকল্প এলাকায় অবস্থান করে কাজের গতি বাড়ানোর তাগিদ

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি বলেন, প্রকল্পসমূহের প্রকল্প পরিচালদের নিজ নিজ প্রকল্প এলাকায় অবস্থান করতে হবে এবং কাজের গতি বাড়াতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নে যে নির্দেশনাগুলো রয়েছে, সে আলোকে প্রকল্পসমূহ পরিচালিত হতে হবে। দপ্তর/সংস্থার প্রধানদের প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন কার্যক্রম বাড়াতে হবে। কোভিড-১৯ সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে যে ধীরগতি ছিল, কাজের গতি বাড়িয়ে তা পূরণ করতে হবে। শিল্পমন্ত্রী গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০-২০২১ অর্থবছরে (২০২১ জানুয়ারি মাসের) শিল্প মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন। শিল্প সচিব কে এম আলী আজমের সভাপতিত্বে সভায় মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থা ও করপোরেশনের প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন। এ সময় বিভিন্ন প্রকল্পের পরিচালকগণ ভার্চুয়াল মাধ্যমে সংযুক্ত ছিলেন। সভায় জানানো হয়, ২০২০-২০২১ অর্থবছরে শিল্প মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট ৪৮টি উন্নয়ন প্রকল্প রয়েছে। এর মধ্যে ৪৪টি বিনিয়োগ প্রকল্প, ০৩টি কারিগরি সহায়তা এবং ০১টি নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প রয়েছে। সব মিলিয়ে এ সব প্রকল্পে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৩ হাজার ৪০৭ কোটি ৬৬ লাখ টাকা। এর মধ্যে জিওবি খাতে ১ হাজার ২৭৭ কোটি ২৮ লাখ টাকা, প্রকল্প সাহায্যখাতে ২ হাজার ৯৬ কোটি ৮০ লাখ টাকা এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নখাতে ৩৩ কোটি ৫৮ লাখ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। জানুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পগুলোর বিপরীতে ১ হাজার ১২০ কোটি ৭৩ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে বলে সভায় তথ্য প্রকাশ করা হয়। সভায় জানানো হয়, শিল্প মন্ত্রণালয় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অগ্রগতি ৩২.৮৯ শতাংশ যা জাতীয় পর্যায়ের অগ্রগতির চেয়ে (জাতীয় পর্যায়ের অগ্রগতি ২৮.৪৫ শতাংশ) বেশি। সভায় আরও জানানো হয়, রাসায়নিক গুদাম নির্মাণ প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে ৭টি গুদাম নির্মাণ কাজ মার্চ ২০২১ সমাপ্ত হবে। এ ছাড়াও এ প্রকল্পের বাকি গুদাম নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হবে। সভায় জানানো হয়, জুন ২০২১ এর মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মোট ৪৮টি প্রকল্পের মধ্যে ১৪টি প্রকল্প কার্যক্রম সমাপ্ত হবে। সভায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনিটরিং টিমের পরিদর্শনকৃত ৪টি প্রকল্পের প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি বলেন, প্রকল্পের কাজের গুণগতমান সঠিক রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই কাজ শেষ করতে এবং প্রকল্পে কাজের তদারকি বাড়াতে হবে। সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার জন্য বাফার গোডাউনের নির্মাণ কাজ দ্রুত শেষ করার তাগিদ দেন। প্রকল্পের কাজের গতি বাড়াতে মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা উইংয়ের সঙ্গে দপ্তর/সংস্থার সর্বাক্ষণিক যোগাযোগ রাখার ওপর গুরুত্ব দেন। সভাপতির বক্তব্যে শিল্পসচিব কে এম আলী আজম বলেন, সভায় যেসব সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে তা বাস্তবায়নে সবাইকে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে।

বাংলাদেশ বেভারেজ পণ্য উৎপাদনে আগ্রহী শ্রীলংকা ও ডেনমার্কের কোম্পানি

বাংলাদেশের চিনিকলগুলোর কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে সরকার চিনিকলের সহায়ক শিল্প হিসেবে বেভারেজ পণ্য উৎপাদনে 'বাংলাদেশ বেভারেজ প্রজেক্ট' এর অগ্রগতি নিয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি'র সভাপতিত্বে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি এমপি এবং শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি উপস্থিত ছিলেন। সভাটি পরিচালনা করেন শিল্প সচিব কে এম আলী আজম। শ্রীলংকা ও ডেনমার্কের দু'টি কোম্পানি বাংলাদেশে বেভারেজ পণ্য উৎপাদনে আগ্রহ প্রকাশ করায় এই আন্তঃমন্ত্রণালয় অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শ্রীলংকার লায়ন ব্রিওয়েরি (সিলন) পিএলসি (Lion Brewery (Cezlon) PLC কোম্পানির সিইও বোব কুনডানমাল (Mr. Bob Kundanmal) এবং ডেনমার্কের Carlsberg Group কোম্পানির পরিচালক পিটার স্টেনবার্গ (Mr. Peter Steenberg) সভায় ভার্চুয়ালি অংশ নেন। সভায় জানানো হয়, বাংলাদেশের চিনিকলগুলোতে উৎপাদিত পণ্যে বৈচিত্র আনার ক্ষেত্রে চিনিকলের সহায়ক শিল্প হিসেবে বেভারেজ পণ্য উৎপাদনের উপর গুরুত্ব দিয়ে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সারা বছর যাতে চিনিকলগুলো চলমান থাকতে পারে এবং অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এ প্রকল্প সহায়তা করবে। চিকিকলগুলোর উৎপাদিত উপজাত থেকে বেভারেজ পণ্য উৎপাদিত হবে। বেভারেজ পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্থানীয় কাঁচামাল দিয়ে এসব পণ্য উৎপাদন হবে। সভায় সিদ্ধান্ত হয় খুব শিঘ্রই শ্রীলংকা ও ডেনমার্কের এ দু'টি কোম্পানির সাথে সমঝোতা স্মারক সাক্ষরিত হবে।

এসএমই ফাউন্ডেশন-এটুআই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

দক্ষতা উন্নয়ন, কর্মসংস্থান তৈরি এবং উদ্যোক্তা উন্নয়নে সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করার জন্য এসএমই ফাউন্ডেশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের এটুআই, আইসিটি বিভাগ-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ এসএমই ফাউন্ডেশনের পক্ষে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান এবং এটুআই-এর পক্ষে স্বাক্ষর করেন প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. মোঃ আব্দুল মান্নান (পিএএ)। ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ইসমাত জেরিন খান সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সমঝোতা স্মারকের আওতায় দেশের এসএমই খাতের উন্নয়নে উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে পরস্পরকে সহযোগিতা প্রদান করবে: সেমিনার, ওয়ার্কশপ, প্রশিক্ষণ, মেলা আয়োজনে পলিসি সহায়তা; কোভিড-১৯ পরবর্তীতে স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ কারিকুলাম তৈরি এবং প্রশিক্ষণ আয়োজন; নারী-উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন; চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজন; এসএমই পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে 'অনলাইন মার্কেট প্ল্যাটফর্ম' তৈরি করা; এবং

ডিজিটাল সেন্টারসমূহকে কাজে লাগিয়ে এসএমই ডেটাবেজ তৈরি। উল্লেখ্য, যৌথভাবে 'নারী আইসিটি ফ্রী-ল্যান্সার এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন এবং এটুআই-এর মধ্যে ১০ ডিসেম্বর ২০১৪ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়, যার মেয়াদ শেষ হয় ২০১৮ সালে। উক্ত সমঝোতা স্মারকের ক্ষেত্র সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নতুন এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৯ এবং ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন ক্রেস্ট-২০১৯ প্রদান

শিল্প খাতে বিশেষ অবদানের জন্য সপ্তম বারের মত ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৯ এবং ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন ক্রেস্ট-২০১৯ প্রদান করেছে শিল্প মন্ত্রণালয়ের দপ্তর এনপিও। শিল্প খাতে বিশেষ অবদানের জন্য এবার ৩১ টি শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয় উৎপাদনশীলতা ও মান উৎকর্ষ এর জন্য পুরস্কার পেয়েছে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও গুণগত মান সম্পন্ন পণ্য তৈরিতে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি হিসেবে প্রতিবছর এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে ২০১৯ সালের জন্য এ পুরস্কার দেওয়া হয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব কে এম আলী আজম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী জনাব কামাল আহমেদ মজুমদার, এমপি। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এনপিও এর পরিচালক জনাব নিশ্চিন্ত কুমার পোদ্দার। অনুষ্ঠানে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও উৎপাদিত পণ্যের উৎকর্ষতা সাধনে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য পুরস্কার পাওয়া এসব প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের হাতে ট্রফি ও সনদ তুলে দেন শিল্পমন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এমপি। এবার বৃহৎ শিল্পে ইস্পাত ও প্রকৌশলে বঙ্গ বিল্ডিং

ম্যাটেরিয়ালস প্রথম, আরএফএল ইলেকট্রনিকস দ্বিতীয় ও রংপুর মেটাল তৃতীয় পুরস্কার পায়। খাদ্যে যথাক্রমে ইস্পাহানি টি ও নাটোর অ্যাগ্রো, বস্ত্র ও তৈরি পোশাকে পামি ফ্যাশনস, ইউনিভার্সেল জিন্স ও জেনেসিস ফ্যাশনস, প্লাস্টিকে আরএফএল প্লাস্টিক ও ডিউরেবল প্লাস্টিক, পাটে আকিজ জুট মিলস ও আইয়ান জুট মিলস, সেবায় ওয়ান ব্যাংক ও সোনার বাংলা ইন্স্যুরেন্স, তথ্য প্রযুক্তিতে ব্রেইন স্টেশন ২৩, ফার্নিচারে হাতিল কমপ্লেক্স এবং মাঝারি শিল্পের ইস্পাত ও প্রকৌশলে গেট ওয়েল, খাদ্যে নর্দান ফ্লাওয়ার ও রোমানিয়া ফুড, বস্ত্র ও পোশাকে কনসেপ্ট নিটিং, প্লাস্টিকে বঙ্গ প্লাস্টিক পুরস্কার পায়। অন্যান্য খাতে প্যাকমেট ইন্ডাস্ট্রিজ, বসুমতি ডিস্ট্রিবিউশন ও কিউএনএস শিপিং, ক্ষুদ্র শিল্পে এসআর হ্যান্ডিক্র্যাফটস ও রংপুর ফাউন্ড্রি, অতিক্ষুদ্র শিল্পে মাসকো ডেইরি ও জনতা ইঞ্জিনিয়ারিং, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে গাজী ওয়্যারস, কেরু অ্যান্ড কোম্পানি ও প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনষ্ট্রিটিউট, ইনষ্ট্রিটিউশনাল অ্যাপ্রিসিয়েশনে বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন (বিইএফ) ও ঢাকা চেম্বার পুরস্কার পেয়েছে। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় শিল্প মন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এমপি বলেন, উৎপাদনশীলতা বাড়াতে এনপিও শুরু থেকেই সরকারি-বেসরকারি শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতার উন্নয়নে অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। বিশেষ করে, শিল্প-কারখানায় অনুকূলে কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি, উৎপাদিত পণ্য ও সেবার উৎকর্ষ সাধন এবং উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে মালিক, শ্রমিক, কর্মচারি সহ সকলের আর্থিক সক্ষমতা বাড়াতে এ প্রতিষ্ঠান সহায়কের ভূমিকা পালন করেছে।

মাননীয় শিল্পমন্ত্রী মহোদয় এবং প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৯ গ্রহণ করছেন পুরস্কার জয়ী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রদান ও এনপিও'র একটি সৃজনশীল উদ্যোগ। এ মাধ্যমে শিল্প ও সেবাখাতে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার সংস্কৃতি তৈরি হবে। প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন এনে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে আগ্রহী হবে। এর মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে জাতীয় অর্থনীতি টেকসই উন্নয়ন ও সমৃদ্ধ হবে।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৯ এবং ইনস্টিটিউশনাল এ্যাপ্রিসিয়েশন ক্রেস্ট-২০১৯ প্রদান অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এমপি বক্তব্য রাখেন।

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার, এমপি বলেন, উৎপাদনশীলতা বাড়লে মালিক, শ্রমিক ও ভোক্তা এমনকি সরকারও সুফল পাবে। টেকসই শিল্পায়নে সরকারের নানামুখি পদক্ষেপের ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্প খাতের অবদানসহ শিল্প খাতে শ্রমশক্তি নিযুক্তির হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি শিল্প সমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা রূপকল্প ঘোষণা করেছেন। পাশাপাশি, ৪র্থ শিল্প বিপ্লব এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০'র চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলার জন্য সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সরকারের এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উৎপাদনশীলতার উন্নয়ন অপরিহার্য। এ লক্ষ্য অর্জনের অভিপ্রায়ে এনপিও বিভিন্ন খাত, উপখাত এবং কুটির শিল্পসহ এসএমই ও শিল্প এবং সেবা প্রতিষ্ঠান খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির স্বীকৃতিস্বরূপ 'ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড এবং ইনষ্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করে আসছে। শিল্প প্রতিমন্ত্রী পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করে দেশীয় পণ্যের রপ্তানি বাজার সম্প্রসারিত করার জন্য পুরস্কারজয়ীদের প্রতি পরামর্শ দেন। নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ও মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাজারে শিল্পের প্রচার ও প্রসার এবং ভোক্তাদের সঙ্গে সমন্বয় রাখতে উৎপাদনশীলতা একটি অপরিহার্য নিয়ামক। টেকসই ও জ্ঞানভিত্তিক শিল্পায়নের লক্ষ্য অর্জনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা নিজেই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির তাগিদ দিয়ে আসছেন। তিনি সবাইকে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির আন্দোলনে শামিল হওয়ার আহ্বান সহ জাতীয় পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক জনসচেতনতা বাড়াতে শিল্প ও সেবাখাতে বিশেষ অবদানের জন্য 'ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড' প্রদানের ঘোষণা প্রদান করেন। এর আলোকে এনপিও প্রতিবছর ০৬টি ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠ শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠান এবং সেরা উদ্যোক্তাদের 'ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করে আসছে। শিল্প সচিব কে এম আলী আজমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন এনপিও পরিচালক জনাব নিশ্চিন্ত কুমার পোদ্দার।

নারীকে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে চাকরির পাশাপাশি উদ্যোক্তা হওয়ার আহ্বান

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি বলেছেন, নারীকে তার কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে চাকরির পাশাপাশি শিল্প উদ্যোক্তা হতে হবে। শিল্প উৎপাদন ও প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে। অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে নারী উদ্যোক্তাদের সামনে এগিয়ে আসতে হবে। কুসুমকলি সু ফ্যাক্টরির উদ্যোগে নতুন পণ্যের (ভিনকা ও ডক্টর মার্ক সু) (Vinca & Dr. Mark Shoe) মোড়ক উন্মোচন ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী এসব কথা বলেন। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠানটি হোটেল রেডিসন ব্লু ওয়াটার গার্ডেন, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) মোঃ মোশতাক হাসান এনডিসি। শিল্পমন্ত্রী বলেন, নতুন জাতীয় শিল্পনীতি-২০২১ প্রণয়নের কাজ চলছে। নতুন এ শিল্পনীতিতে সরকার নারী শিল্প উদ্যোক্তা উন্নয়নে সর্বাধিক সুযোগ সুবিধা প্রদানের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করছে। বিদেশি ব্র্যান্ডগুলোর ভিড়ে দেশি চামড়া শিল্প ব্র্যান্ডগুলো নিজের চেষ্টায় জায়গায় নিচ্ছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি চামড়া শিল্প উদ্যোক্তাগণ নিজেরদের চেষ্টায় দেশে চামড়া শিল্প উন্নয়নে অবদান রেখে চলছে। বর্তমান সরকার দেশে শিল্প উদ্যোক্তা সৃষ্টি লক্ষ্যে উদ্যোক্তা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, ঋণ প্রদান, প্রণোদনা প্যাকেজ প্রদানসহ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান কার্যক্রম চলামান রেখেছে।

এসএমই ফাউন্ডেশন- TFO Canada সমঝোতা স্মারক সাক্ষর

Trade Facilitation Office Canada (TFO Canada) কানাডাভিত্তিক একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিকভাবে বাণিজ্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় TFO Canada বাংলাদেশসহ আফ্রিকা, এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের ২৪টি দেশের নারী-উদ্যোক্তাদের রপ্তানি বাণিজ্যে অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাঁচ বছর মেয়াদি Women in Trade for Inclusive and Sustainable Growth (WITISG) প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশে WITISG প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এসএমই ফাউন্ডেশনকে বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে নির্ধারণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় TFO Canada কে পরামর্শ প্রদান করে। এ লক্ষ্যে ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ এসএমই ফাউন্ডেশন TFO Canada এর সাথে সমঝোতস্মারক স্বাক্ষর করে। এসএমই ফাউন্ডেশনের পক্ষে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান এবং TFO Canada এর পক্ষে স্বাক্ষর করেন নির্বাহী পরিচালক স্টিভ পিটম্যান। পাঁচ বছর মেয়াদী সমঝোতা স্মারকের আওতায় রপ্তানিযোগ্য পাট [illegible] পণ্য এবং কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য অনুসন্ধানে গবেষণা পরিচ[illegible]রা হবে। এ ছাড়া ১২০ জন নারী-উদ্যোক্তাকে 'বহুমুখী [illegible] পণ্য এবং কৃষি প্রক্রিয়াজত পণ্য রপ্তানি' প্রশিক্ষণ, প্রকল্প [illegible]যোগী সংস্থার ফোকাল পার্সনদের প্রশিক্ষণ, ট্রেড মিশনে [illegible] এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অন্তত ৩০ জন নারী-উদ্যোক্তার মাধ্যমে [illegible] ৬ লক্ষ ৫০ হাজার কানাডিয়ান ডলার সমমূল্যের পণ্য রপ্তান[illegible] লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে সমঝোতা স্মারকে।

শিল্পোন্নত দেশ গড়তে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির বিকল্প নেই

শিল্পোন্নত দেশ গড়তে শিল্পখাতে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির কোনো বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। তিনি বলেন, চতুর্থ শিল্প বিপবের সফলতাকে অর্জন করতে কর্মদক্ষতা উন্নয়নের ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করতে হবে। শিল্পখাতের ক্রমবর্ধমান উন্নতি ও উৎপাদনশীলতা অর্জনে উপর্যুক্ত প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি ও দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে অধিকতর জনগোষ্ঠিকে শিল্পখাতের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে এবং প্রিজম প্রোগ্রামের টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স কম্পোনেন্ট এর সহযোগিতায় ভার্চুরয়াল নতুন জাতীয় শিল্পনীতি-২০২১ প্রণয়ণের লক্ষ্যে অংশীজন পরামর্শক কর্মমালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী এ কথা বলেন। শিল্পসচিব কে এম আলী আজম এর সভাপতিত্বে অংশীজন কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি। কর্মশালায় উদ্বোধনী বক্তৃব্য রাখেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (নীতি, আইন ও আন্তর্জাতিক) মো. সেলিম উদ্দিন এবং প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিনিয়র সহকারি সচিব (নীতি) সলিম উলাহ। উন্মুক্ত আলোচনা এবং সুপারিশের সারসংক্ষেপ এর সঞ্চালনা করেন শিল্প সচিব কে এম আলী আজম। বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্টে (বিআইএম) গত ০৭ ফেব্রুয়ারি এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। শিল্পমন্ত্রী আরও বলেন, টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত হচ্ছে পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন। সে লক্ষ্যে সরকার পরিবেশবান্ধব শিল্প কারখানা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। চতুর্থ শিল্প বিপবের সফলতা অর্জনে সরকারি ও বেসরকারি সমন্বিত প্রচেষ্টায় শিল্পায়নের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও দেশে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দক্ষতা বৃদ্ধি করাই এ নতুন জাতীয় শিল্পনীতি ২০২১ প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য। তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর চতুর্থ শিল্প বিপব এর সর্বোচ্চ সুফল অর্জন এবং দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্রা ও বেকারত্ব হ্রাস করাই এ নীতিমালার লক্ষ্য। শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি বলেন, নতুন জাতীয় শিল্পনীতি-২০২১ প্রণয়নে শ্রমিকদের স্বার্থ ও উদ্যোক্তা উন্নয়নের সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হবে। শিল্পায়নে পরিবেশের গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, পরিবেশের সুরক্ষার বিষয়টি বিবেচনা করে নির্ধারিত স্থানে শিল্প কারখানা স্থাপন করায় বিষয়টি নিশ্চিত করে শিল্পনীতি প্রণয়ন করা হবে। বিদেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দেশীয় উদ্যোক্তাদের শিল্প কারখানা স্থাপনের বিষয়টি শিল্পনীতিতে প্রধান্য/অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, আমাদের দেশে শিল্পখাতে দক্ষ শ্রমিক/কারিগরের অভাব রয়েছে। নতুন শিল্পনীতিতে দক্ষ শ্রমিক/কারিগর তৈরিতে প্রশিক্ষণের বিষয়টি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। কর্মশালায় অন্যদের মধ্যে এমসিসিআই, ডিসিসিআই, বিডাবিউসিসিআই, বিসিআই, এফবিসিসিআই এর সংগঠনের নেতৃত্ববৃন্দসহ শিল্প-বাণিজ্য ও বণিক সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দ; শিল্প মন্ত্রণালয় আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ; আলী সাবেত (Ali Sabet) টিম লিডার, প্রিজন বাংলাদেশ এর প্রধানসহ আরো অনেকে এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

সময়াবদ্ধ গৃহিত পরিকল্পনা মাফিক প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হবে

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি বলেছেন, সময়াবদ্ধ গৃহিত পরিকল্পনা মাফিক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হবে। জুন ২০২১ এর মধ্যে চলমান প্রকল্পসমূহের উলেখযোগ্য অগ্রগতি থাকতে হবে। প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ে তদারকি কার্যক্রম বাড়াতে হবে। চলমান প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করে মন্ত্রী বলেন, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নিয়মিত প্রকল্প এলাকা ও কার্যক্রম পরিদর্শন করতে হবে। শিল্প মন্ত্রী গত ৩১ জানুয়ারি ২০২০-২০২১ অর্থবছরে

মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পগুলোর অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য আয়োজিত ভার্চুয়াল সভায় প্রধান ব্য এ কথা বলেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয় মন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন। শিল্প সচিব কে এম আলী আজমের সভাপতিত্বে সভায় মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থা ও কর্পোরেশনের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। এ সময় বিভিন্ন প্রকল্পের পরিচালকগণ ভার্চুয়াল মাধ্যমে সংযুক্ত ছিলেন। সভায় জানানো হয়, ২০২০-২০২১ অর্থবছরে শিল্প মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট ৪৭টি উন্নয়ন প্রকল্প রয়েছে। এর মধ্যে ৪৩টি বিনিয়োগ প্রকল্প, ০৩টি কারিগরি সহায়তা এবং ০১টি নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প রয়েছে। সব মিলিয়ে এসব প্রকল্পে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৩ হাজার ৪০৭ কোটি ৬৬ লাখ টাকা। এর মধ্যে জিওবিখাতে ১ হাজার ২৭৭ কোটি ২৮ লাখ টাকা, প্রকল্প সাহায্যখাতে ২ হাজার ৯৬ কোটি ৮০ লাখ টাকা এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নখাতে ৩৩ কোটি ৫৮ লাখ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পগুলোর বিপরীতে ৯২৫ কোটি ৩০ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে বলে সভায় তথ্য প্রকাশ করা হয়। সভায় জানানো হয়, শিল্প মন্ত্রণালয় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অগ্রগতি ২৭.১৫ শতাংশ যা জাতীয় পর্যায়ের অগ্রগতির চেয়ে (জাতীয় পর্যায়ের অগ্রগতি ২৩.৮৯ শতাংশ) বেশি। সভায় আরও জানানো হয়, সারের সংরক্ষন ও বিতরণের সুবিধার জন্য ১৩ বাফার গোডাউন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় এরইমধ্যে দুটো বাফার গোডাউন হস্তান্তর করা হয়েছে এবং গাইবান্ধা, শেরপুর ও যশোরের বাফার

গোডাউন নির্মাণের কাজ এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে সম্পন্ন হবে। এ সময় লোকবল বৃদ্ধি করে জুনের মধ্যে নির্মাণাধীন অবশিষ্ট বাফার গোডাউন-সমূহের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া, মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা জন্য গঠিত ৭টি মনিটরিং টিমকে প্রতিমাসে নিয়মিত প্রকল্প পরিদর্শন ও নির্দেশনা প্রদান করা হয়। শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি বলেন, কেউ কৃত্রিমভাবে সারের সংকট সৃষ্টি করলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। দেশের কোথাও অসাধু ব্যবসায়ীরা যাতে সারের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি না করতে পারে সে বিষয়ে বিসিআইসিকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী। এ সময় তিনি নির্মাণাধীন ১৩টি বাফার গোডাউনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশনা দেন। প্রতিমন্ত্রী চিনিকল স্থাপনে আগ্রহী বিদেশি উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ প্রস্তাবসমূহ দ্রুত এগিয়ে নেওয়ার নির্দেশনা দেন। তিনি বলেন, নতুন নতুন যন্ত্রপাতি স্থাপন করে বিএসটিআইয়ের কার্যক্রমকে আগামী দিনে আরও শক্তিশালী করতে হবে। এ সব যন্ত্রপাতির স্থাপনের জন্য ভবন নির্মাণসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের পরামর্শ দেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী। প্রকল্প বাস্তবায়নে কাজের মান ও আর্থিক বিষয়ে কোন প্রকার অনিয়ম মেনে নেওয়া হবে না বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বিদেশিদের বিনিয়োগে আগ্রহী করতে শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি বলেন, বিদেশিদের বিনিয়োগে আগ্রহী করতে শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে সরকার সকল সুযোগ সুবিধা প্রদানে বদ্ধপরিকর। ঢাকা ও এর আশপাশে বিশেষ করে নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী এলাকায় শিল্প প্রতিষ্ঠান পূর্বের যে কোনা সময়ের চেয়ে ভালোভাবে চলছে, কোনো প্রকার বাঁধা ছাড়াই। মিথিলা টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড আয়োজিত লিড পাটিনাম অ্যাচিভমেন্ট/অর্জন সেলিব্রেশন ও সিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মিথিলা গ্রুপের চেয়ারম্যান আজহার খান। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন এমপি এবং নজরুল ইসলাম বাবু এমপি। গত ২৮ জানুয়ারি অনুষ্ঠানটি হেরিটেজ রিসোর্ট, মাধবদী, নরসিংদিতে অনুষ্ঠিত হয়। শিল্পমন্ত্রী বলেন, লিড পাটিনাম এচিভমেন্ট/অর্জন শুধু মিথিলা গ্রুপেরই নয়, এই অর্জন আমাদের দেশের। এই সেলিব্রেশন আমাদের সবার। মিথিলা টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের মতো পরিবেশবান্ধব শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে লিড পাটিনাম অর্জনে দেশের সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সচেষ্ট থাকার আহ্বান জানান শিল্পমন্ত্রী। বিশেষ অতিথি নজরুল ইসলাম বাবু এমপি বলেন, মিথিলা টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের মতো পরিবেশবান্ধব শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্নপূরণের ভূমিকা রাখছে। পরিবেশ সুরক্ষায় সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানকে পরিবেশবান্ধব হতে হবে।

এপিওর ৬০ বছর পূর্তিতে অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন

এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর ৬০ বছর পূর্তিতে গৃহীত অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন গত ২১ জানুয়ারি জাপানের রাজধানী টোকিওতে স্থানীয় সময় দুপুর ২টায় ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। উপলক্ষে এক ভিডিও অভিনন্দন বার্তায় শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি বলেন, বাংলাদেশের শিল্প, সেবা, কৃষিসহ বিভিন্নখাতে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর লক্ষ্যে জাপানভিত্তিক এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এবং বাংলাদেশের ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) যৌথভাবে দশ বছর মেয়াদী বাংলাদেশ ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি মাস্টার প্যান ২০২১-২০৩০ প্রণয়ন করেছে। তিনি বলেন, এ মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের সকলখাতের উৎপাদনশীলতা বর্তমান ৩.৮ শতাংশ থেকে ৫.৬ শতাংশ উন্নীত করা হবে। এ জন্য সেক্টরভিত্তিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে বাংলাদেশে বিভিন্নখাতের চাহিদা নিরূপণ এবং চাহিদার আলোকে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। শিল্পমন্ত্রী আরও বলেন, কোভিড-১৯ মহামারিকালীন ভার্চুয়াল মাধ্যমে এপিও'র উদ্যোগে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক আলোচনা, প্রশিক্ষণ, সম্মেলন, কর্মশালাসহ অন্যান্য কর্মসূচি চলমান থাকায় বাংলাদেশসহ অন্যান্য সদস্য দেশসমূহ উৎপাদনশীলতা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পেরেছে। এপিও'র কার্যক্রম দক্ষিণ এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে টেকসই উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে সহযোগিতা করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এনপিও'র জেনারেল সেক্রেটারি ড. একেপি মচতান (Dr. AKP Mochtan), জাপানের এপিও'র পরিচালক (জাপানের পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহকারী মন্ত্রী এবং মহাপরিচালক) আতসুসি ইউনো (H.E Atsushi Ueno) এবং ভিয়েতনামের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উপমন্ত্রী লি জুয়ান দীনহ্ (H.E Le Xuan Dinh) অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। এ ছাড়া, ইন্দোনেশিয়ার মানবসম্পদ মন্ত্রী ইদা ফৌজিয়া (H.E. Ida Fauzihay), কম্বোডিয়ার বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন সিনিয়র মন্ত্রী কিট্টি সিথা পেনদিতা চাম প্রাসিধ (H.E. Kitta Settha Pandita Cham Prasidh) এবং পাকিস্তানের শিল্প ও উৎপাদন বিভাগের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মুহাম্মদ হামাদ আজহার (H.E. Muhammad Hammad Azhar) এপিও'র ৬০ বছর পূর্তিতে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের পণ্যে বৈচিত্রতা আনতে হবে

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি বলেন, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের পণ্যে বৈচিত্রতা আনতে হবে। ই-কমার্সের এই যুগে শিল্পখাতে বিপব আনতে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের পাশাপাশি পণ্যের বৈচিত্রতা এনে তা ডিজিটাল পাটফর্মে অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রাহকের কাছে পৌছে দিতে হবে। করোনার মহামারির সময় বড় শিল্প কারখানা বন্ধ থাকলেও অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি এবং প্রান্তিক উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ থেমে থাকেনি বলেই দেশের অর্থনীতি এখনও সচল রয়েছে। বাংলাদেশ এসএমই ফোরামের আয়োজনে হাজার উদ্যোক্তার ডিজিটাল পাটফর্ম 'এসএমই শপ বাংলাদেশ' এর রউদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী এ সব কথা বলেন। সরদার শামস্ আল মামুন (চাষী মামুন) এর সভাপতিত্বে মতিঝিলের বিসিক ভবনের সম্মেলন কক্ষে গত ২০ জানুয়ারি এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিসিক চেয়ারম্যান মোশতাক হাসান এনডিসি এবং ইকোনোমিক রিপোর্টাস্ ফোরামের সাধারণ সম্পাদক, এসএম রাশিদুল ইসলাম। শিল্প মন্ত্রী বলেন, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি এবং প্রান্তিক উদ্যোক্তারা করোনাকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ যাতে নির্বিঘ্নে পেতে পারে, সে ব্যবস্থা আমরা পর্যায়ক্রমে করেছি। কোভিড-১৯ এর মাঝেও ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের নিজেদের প্রচেষ্টায় এবং সরকারের গৃহীত পদক্ষেপে অর্থনীতিতে প্রাণ সঞ্চার হয়েছে। জেলা, উপজেলা থেকে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে আমাদের সরকার কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মোশতাক হাসান এনডিসি বলেন, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোন্নয়নে সরকার আমাদের যে ভিশন দিয়েছে, তা অর্জনে বিসিক এবং এসএমই উদ্যোক্তা ও ফোরামকে একত্রে কাজ করতে হবে। বিসিকের অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে বাংলাদেশ এসএমই ফোরামের উদ্যোক্তাদের সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা। শিল্পমন্ত্রী ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উদ্যোক্তাদের ই-কমার্স মার্কেট পেস 'এসএমই শপ বাংলাদেশ' (smeshop.com.bd) উদ্বোধন করেন। এরপর শিল্প মন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ এসএমই ফোরামের এসএমই পণ্য মেলার বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন।

এসএমই শিল্পের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমেই দেশে টেকসই শিল্প ও শিল্পায়ন সম্প্রসারণ সম্ভব

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমেই দেশে টেকসই শিল্প ও শিল্পায়ন সম্প্রসারণ সম্ভব বলে মন্তব্য করেছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। তিনি বলেন, এজেন্ডা ২০৩০ (এসডিজি) লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায়ে শিল্পায়নের কোনো বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) এর কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে হবে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (স্কিটি) ফাউন্ডেশন কোর্সের সমাপনী ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী গত ১৮ জানুয়ারি প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। বিসিকের পরিচালক (প্রকৌশল ও প্রকল্প বাস্তবায়ন) মুহাম্মদ আতাউর রহমান সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিসিকের চেয়ারম্যান মোশতাক হাসান এনডিসি। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্কিটির অধ্যক্ষ প্রকৌশলী মোঃ শফিকুল আলম। শিল্পমন্ত্রী বলেন, দেশের শিক্ষিত বেকার নারী ও পুরুষদেরকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে কাজে লাগিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রুপকল্প ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত শিল্প সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে বিসিক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী মহা পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। প্রশিক্ষণ কোর্সের ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, দেশের পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন, দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এই তরুণ কর্মকর্তারা প্রশিক্ষিত হয়ে জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। তিনি আরও বলেন, বিসিকের কর্মকর্তাদের এ ফাউন্ডেশন কোর্স তাদেরকে কর্মদক্ষতাকে উৎকর্ষ সাধনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। ফাউন্ডেশন কোর্সের সফলভাবে সমাপ্তকারী কর্মকর্তাদের মাধ্যমে বিসিকের চলমান কার্যক্রম পরিচালনা আরও বেগবান ও গতিশীল হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মোশতাক হাসান এনডিসি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত শিল্পোন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিসিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে। বিসিকের শিল্পায়নই পারে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত বাংলাদেশ গড়তে। উলেখ্য, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে ২১ দিনব্যাপী ফাউন্ডেশন কোর্সে ২৫ জন কর্মকর্তা অংশ নেন।

প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে করোনা মহামারিতেও ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য ঠিকমতো পরিচালনা করেছে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে করোনা মহামারিতেও বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য ঠিক মতো পরিচালনা করতে পেরেছে বলে মন্তব্য করেছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। তিনি বলেন, বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের জন্য সরকার সব ধরনের সহযোগিতা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন। করোনা মহামারি মধ্যেও ভারত বাংলাদেশের বাণিজ্য কার্যক্রম চলমান থাকায় দুই দেশ তাদের অর্থনীতি সচল রাখে সক্ষম হয়েছে। ইন্ডিয়ান ইমপোর্টার্স চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (আইআইসিসিআই) এর আয়োজনে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাই-কমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামীকে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী এ সব কথা বলেন। গত ১১ জানুয়ারি সোমবার সন্ধ্যায় রাজধানীর ওয়েস্টিন হোটেলে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্বে করেন আইআইসিসিআই বাংলাদেশ এর সিইও সুকান্ত কাশারী সুমন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র অ্যাডভোকেট মো: জাহাঙ্গীর আলম, আইআইসিসিআই'র চেয়ারম্যান অতুল কুমার সাক্সেনার এবং আইআইসিসিআই'র ভাইস চেয়ারম্যান সৈয়দ শামীম রেজা। শিল্পমন্ত্রী আরও বলেন, দু'দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে উভয় দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও গভীর হচ্ছে। বর্তমান সরকার ভারতের সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিধি বাড়াতে আন্তরিকভাবে কাজ করছে। শিল্পমন্ত্রী ভারতের সাথে দীর্ঘ দিনের সুসম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বলেন, বন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্র ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অনেকটা রক্তের সম্পর্কের মত। বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাই-কমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী বলেন, করোনা সংকটেও ভারত-বাংলাদেশ এক হয়ে কাজ করলে দুই দেশ তাদের অর্থনীতি ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে।

রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকলগুলো লাভজনক করতে বহুমুখী পণ্য উৎপাদনের বিষয়টি সরকার সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে: শিল্পমন্ত্রী

রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকলগুলো লাভজনক করতে বহুমুখী পণ্য উৎপাদনের বিষয়টি সরকার সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে বলে মন্তব্য করেছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। তিনি বলেন, আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে চিনিকলগুলোর উৎপাদনশীলতা বাড়াতে বিদেশি বিনিয়োগের প্রস্তাব বিবেচনাধীন রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক নির্দেশনায় চিনি কলগুলোর যে আধুনিকায়ন হচ্ছে, সেই ধারাকে সমন্বিত রাখতে তিনি সংশিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানান। গত ৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের (বিএসএফআইসি) সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা সংক্রান্ত এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় এ তথ্য জানানো হয়। শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল সভায় শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি, সংশিষ্ট এলাকার সংসদ সদস্যগণ, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস, বিএসএফআইসি'র চেয়ারম্যান মোঃ আরিফুর রহমান অপু, সাবেক চেয়ারম্যান সনৎ কুমার সাহা, সংশ্লিষ্ট এলাকার জেলা প্রশাসন ও জেলা পুলিশ এর প্রতিনিধি এবং বিএসএফআইসি'র আওতাধীন চিনিকলগুলোর ব্যবস্থাপনা পরিচালকরা অংশগ্রহণ করেন। শিল্প সচিব কে এম আলী আজম সভাটি সঞ্চালনা করেন। শিল্পমন্ত্রী আখ ক্রয় ও সরবরাহ কার্যক্রম সুষ্ঠু ও দ্রুততর করার জন্য চিনিকলগুলোর ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি আরও বলেন, শান্তিপূর্ণ পরিবেশে আখমাড়াই স্থগিতকৃত ৬টি চিনিকলের ক্যাচমেন্ট এরিয়ায় উৎপাদিত আখ যথাযথভাবে চাষিরা নিকটবর্তী চিনিকলে সরবরাহ করা হচ্ছে। শিল্প প্রতিমন্ত্রী যোগ্য ও দক্ষ কর্মকর্তাকে চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, আখ ক্রয় যাতে সঠিক হয়, সেটি নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিমন্ত্রী রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকলগুলোর আর্থিক পরিস্থিতি নিরূপনের জন্য অডিট করার নির্দেশনা দিয়ে বলেন, আর্থিক অনিয়মের সঙ্গে কেউ জড়িত থাকলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ সময় তিনি স্বাস্থ্যসম্মত দেশীয় আখের চিনি ব্যবহারের জন্য ভোক্তাদের প্রতি আহবান জানান। সভায় জানানো হয়, চিনিকলগুলোতে আখ থেকে চিনি উৎপাদনে শিল্প মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় ব্যবস্থাপনা পরিচালকরা চিনিকলগুলোর আখ মাড়াই কার্যক্রমের সর্বশেষ পরিস্থিতি উপস্থাপন করেন। এ সময় আখচাষিদের নিকট হতে আরও দ্রুত আখ ক্রয় ও চিনি উৎপাদনের রিকভারি রেট ৮ (আট) শতাংশে রাখার তাগিদ দেওয়া হয়। সভায় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব বলেন, আখ থেকে চিনি উৎপাদন কম হওয়ায় লোকসান সত্ত্বেও কৃষকদের কথা চিন্তা করে চিনিকলগুলোর উৎপাদন কার্যক্রম চালু রাখা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সকলের কাছ থেকে সহযোগিতা পাওয়ায় আখ চাষিরাও উপকৃত হচ্ছে। সভায় অ্যাগ্রো প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রিজ স্থাপনসহ নতুন কৃষিজ পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে বিএসএফআইসি'র সম্পদকে কাজে লাগানোর পরামর্শ দেন তিনি। শিল্প সচিব বলেন, চিনিকলগুলোর উৎপাদন কার্যক্রমে অবশ্যই ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। এ জন্য সার্বিক সহযোগিতা নিয়ে দক্ষতার সাথে চিনি উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

প্রধান উপদেষ্টা

জাকিয়া সুলতানা
সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পরিষদ

জনেন্দ্রনাথ সরকার
অতিরিক্ত সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়

মোঃ জসীম উদ্দীন বাদল
উপসচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়

কাজী ফারুক আহমদ
উপসচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়

মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান
জনসংযোগ কর্মকর্তা
শিল্প মন্ত্রণালয়

নকশা:
জামিল আক্তার
নকশাবিদ, শিল্প মন্ত্রণালয়

প্রকাশনায়ঃ শিল্প মন্ত্রণালয়, ৯১ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০, ই-মেইল: shilpabarta.moind@gmail.com, web:www.moind.gov.bd